এহইয়াউ উলুমিদ্দীন দরবেশ...

খতম ও জিয়ারতের

ওজরতের মিমাংসা

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, মুজাদ্দিদে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্, শাহ্ সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পৌত্র পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস"

হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(তৃতীয় মুদ্রণ সন ১৪১৮)

মূল্য- ৭০ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام

على رسوله سيدنا محمد و اله وصحبه اجمعين

খতম ও জিয়ারতের

ওজরতের মিমাংসা

কেহ কেহ বলেন, যে ব্যক্তি কোর-আণ তেলাওয়াত করিয়া খয়রাত লওয়া হালাল বলে, সে ব্যক্তি দাজ্জাল।

আমাদের জওয়াব।

ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িগণ ফরুয়াত অনেক মছলাতে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিতেন, কিন্তু তাঁহারা ত একে অন্যকে দাজ্জাল, গোমরাহ ও কাফের বলেন নাই।

(১) একবার যে ব্যক্তি এমামতি করিয়াছে, সেই ওয়াক্তে দ্বিতীয়বার তাহার পশ্চাতে এক্তেদা করিলে, এই এক্তেদা ছহিহ হইবে কি না? এমাম শাফিয়ি, আহমদ ও ইছহাক বলেন, ছহিহ হইবে। এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, ইহা ছহিহ হইবে না। তেরমেজি, ১।৭৫,৭৬ পৃষ্ঠা।

(২) একদল ছাহাবা ও তাবেয়ি বলেন, গহনার জাকাত ফরজ, অন্য দল বলেন, ফরজ নহে। তেরমেজি, ১। ৮১ পৃষ্ঠা।

(৩) একদল ছাহাবা ও মোজতাহেদ বলেন, এতিমের অর্থে জাকাত ফরজ হইবে, অন্য দল বলেন, ফরজ হইবে না। তেরমেজি, ১। ৮১ পৃষ্ঠা।

(৪) একদল মোজতাহেদ বলেন, ফেৎরাতে এক ছা' গম দেওয়া ওয়াজেব, অন্যদল বলেন, অর্দ্ধ ছা' ওয়াজেব। তেরমেজি, ১। ৮৫।

(৫) একদল মোজতাহেদ বলেন, রমজানের দিবসে স্বেচ্ছায় পানাহার করিলে, কাজা ও কাফ্‌ফারা ওয়াজেব হইবে, অন্যদল বলেন, কাফ্‌ফারা ওয়াজেব হইবে না। তেরমেজি,১। ৯১।

(৬) 'আলবাত্তাতা' শব্দে একদল ছাহাবার মতে এক তালাক হয়, অন্য দলের মতে তিন তালাক হয়। তেরমেজি, ১। ১৪০।

(৭) যে মৎস্য মরিয়া চিৎ হইয়া ভাসিতে থাকে, হজরত আবুবকরের মতে হালাল, অন্যান্য ছাহাবাগণের মতে হারাম। ছহিহ্ বোখারি, ২। ৮২৫ ও মেশকাত, ৩৬১ পৃষ্ঠা।

এইরূপ চারি এমামের মতে বহুশত মছলাতে হালাল, হারাম, ওয়াজেব, মোবাহ্ হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে বহু মছলা লইয়া মতভেদ হইয়াছে, কিন্তু একে অনের উপর দোষারোপ করেন নাই।

আল্লামা তাফ্‌তাজানি 'শরহে-মাকাছেদে'র ২৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

المحققون من الماتريدية و الاشعرية لا ينسب احد هما الاخر الى البدعة و الضلالة خلافا للمبطلين المتعصبين حتى ربما جعلوا الاختلاف فى الفروع ايضا بدعة و ضلالة ☆

"মাতুরিদী ও আশয়ারিয়াদিগের বিচক্ষণ দল একে অন্যকে বেদয়াতি ও গোমরাহ্ বলিয়া অভিহিত করেন না, পক্ষান্তরে বাতীল মতাবলম্বী হিংসান্ধ দল অনেক সময় ফরয়ি মতভেদকেও বেদয়াত ও গোমরাহি স্থির করিয়াছে।"

এমাম জাহাবি 'তাজকেরাতোল হোফ্ফাজে'র ১। ১২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

قال يحيى بن سعيد الانصارى اهل العلم اهل توسعة و ما برح المفتون يختلفون فيحلل هذا و يحرم هذا فلا يعيب هذا على هذا و لا هذا على هذا ☆

"এহ্ইয়া বেনে ছইদ আনছারি বলিয়াছেন, বিদ্বানগণ সহজ পন্থী ছিলেন, সর্ব্বদা মুফতিগণ মতভেদ করিতেন, একজন ইহা হালাল বলিতেন, অন্য উহা হারাম বলিতেন, ইহাতে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির উপর দোষারোপ করিতেন না।"

উক্ত ছাহেব এখতেলাফি মছলা লইয়া অন্য পক্ষকে দাজ্জাল ইত্যাদি বলিয়া ছুন্নত অল-জামায়াত হইতে খারিজ হইয়া গিয়াছেন।

(১) জওহারা-নাইয়েরাতে আছে;—

اختلفوا فى الاستيجار على قرأة القرآن قال بعضهم لا يجوز و قال بعضهم يجوز و هو المختار ☆

"কোর-আণ পাঠ করিয়া বেতন গ্রহণ করা সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন, তাহাদের কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহা নাজায়েজ হইবে। আর কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহা জায়েজ হইবে, ইহাই মনোনীত মত।"

ইহা পুরাতন ছাপার জওহারাতে আছে। নূতন ছাপাতে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উক্ত কেতাবের প্রণেতা শায়খোল-ইছলাম আবুবকর বেনে আলি হাদ্দাদ এমানি, ইনি ৮০০ হিজরিতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন, ইনি বড় মুফতি ছিলেন, ইনি কি উক্ত ছাহেবের মতে দাজ্জাল?

(২) দোর্রোল -মোখতার, ৪।১০৭ পৃষ্ঠা;—

وكذا ينبغى ان يكون القول ببطلان الوصية لمن يقرأ عند قبره بناء على القول بكراهة القرأة على القبور او بعدم جواز الاجارة على الطاعات اما على المفتى به من جوازها ـ فينبغى جوازهما مطلقا ـ و تمامه فى حواشى الاشباه من الوقف و حرر فى تنوير البصائر انه يتعين المكان الذى عينه الواقف لقرأة القرآن او للتدريس فلو لم يباشر فيه لا يستحق المشروط له لما فى شرح المنظومة يجب اتباع شرط الواقف و بالمباشرة فى غير المكان الذى عينه الواقف يفوت غرضه من احياء تلك البقعة ☆

"এইরূপ বলা উচিত যে, কবর সমূহের উপর কোর-আণ পাঠ মকরূহ হওয়া কিম্বা এবাদত কার্য্যগুলির উপর বেতন গ্রহণ করা নাজায়েজ হওয়ার মতের উপর নির্ভর করিয়া বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি একজনের

গোরের নিকট কোর-আণ পাঠ করিবে, তাহার জন্য (কিছু) অছিএত করা বাতীল হইবে, কিন্তু ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে উভয় কার্য্য জায়েজ, কাজেই কবরে কোরআন পাঠ ও এবাদত কার্য্যের বেতন গ্রহণ এই উভয় কার্য্য সর্ব্বতোভাবে জায়েজ হওয়া উচিত। ইহার পূর্ণ বিবরণ আশবাহ কেতাবের অক্‌ফের অধ্যায়ের হাশিয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে। তনবিরোল বাছায়েরে লিখিত আছে, অক্‌ফকারি কোরান পাঠ করিতে কিম্বা শিক্ষা দিতে যে স্থান নির্দ্ধারণ করিয়াছে, সেই স্থান নির্দ্ধারিত হইবে। যদি সে ব্যক্তি সেই স্থানে না বসে, তবে তাহার নির্দ্ধারিত বেতন পাওয়ার হকদার হইবে না, কেননা শরহে মনজুমাতে উল্লিখিত হইয়াছে, অক্‌ফকারির শর্ত্তের অনুসরণ করা ওয়াজেব। অক্‌ফকারি যে স্থান নির্দ্ধারণ করিয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্য স্থানে বসিলে, উক্ত স্থানটি আবাদ করা তাহার এই উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যায়।"

দোর্রোল-মোখতার প্রণেতা মোহাম্মদ আলায়োদ্দীন হাছকাফি দামেশকের মুফ্‌তি ছিলেন, তিনি উক্ত ফৎওয়া দিয়া কি উক্ত ছাহেবের মতে দাজ্জাল ও গোমরাহ ছিলেন?

(৩) বাহরোর-রায়েক, ৫। ২২৮ পৃষ্ঠা;—

ان المفتى به جواز الاخذ على القرأة ☆

"কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হওয়া ফৎওয়া গ্রাহ্য মত।"

বাহরোর-রায়েক প্রণেতা নাম শেখ জয়নদ্দিন এবনো-নজিম মিসরি, ইনি উহা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়া কি উক্ত ছাহেবের মতে দাজ্জাল হইবেন?

(৪) তাহতাবী, ৪। ৩০ পৃষ্ঠা;—

المختار جواز الاستيجار على قرأة القرأن على القبورُ

مدة معلومة ☆

"গোর সমূহের নিকট এক নির্দ্দিষ্ট সময় কোরান পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হওয়াই মনোনীত মত।"

এই আল্লামা তাহতাবী দেমাশকের মুফতি ছিলেন, ইনি উহা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়া উক্ত ছাহেবের মতে কি দাজ্জাল হইয়াছিলেন?

(৫) আশবাহোন্নাজায়েরের টীকা, ২৭৫ পৃষ্ঠা;—

الثالثة لو شرط على ان يقرأ على قبره فالتعيين باطل

قوله الثالثة لو شرط على ان يقرأ على قبره الخ هكذا وقع فى القنية و هو كما فى البحر مبنى على قول ابى حنيفة رح من كراهة القرأة على القبور فلذا يبطل التعيين و الصحيح المختار للفتوى قول محمد انتهى و فى مجمع الفتاوى الوصية بالقرأة على قبره باطلة و لكن هذا اذا لم يعين القارى اما اذا عينه ينبغى ان يجوز على وجه الصله و يفهم منه ان الوصية بالقرأة اذا بطلت لعدم جواز الاجارة على القرأة و ينبغى ان تكون صحيحة على المفتى به من جواز الاجارة الطاعة كما هو مذهب عامة علماء المتاخرين انتهى ☆

"তৃতীয় এই যে, যদি সে শর্ত্ত করে যে, তাহার গোরের নিকট কোর-আণ পড়িবে, তবে (এইরূপ স্থান) নির্দ্দেশ করা বাতীল। আশবাহ

লেখক উল্লিখিত কথা লিখিয়াছেন, ইহা কিনইয়া কেতাবে আছে। বাহ্‌রোর-রায়েক প্রণেতার মতে উহা (এমাম) আবুহানিফা (রঃ) র মতানুযায়ী বলা হইয়াছে, উহা এই যে, গোর সমূহের নিকট কোরান পড়া মকরূহ, এই হেতু স্থান নিদ্দের্শ করা বাতীল হইবে। (এমাম) মোহম্মদের মত ছহিহ ও ফৎওয়ার উপযুক্ত। বাহরোর-রায়েকের কথা শেষ।

মাজমায়োল-ফাতাওয়াতে আছে, নিজের গোরের নিকট কোর-আন পড়ার অছিএত করা বাতীল, কিন্তু যদি সে ব্যক্তি কোনকারীকে নির্দ্দেশ না করিয়া থাকে, তবে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে। আর যদি উহা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তবে দান ভাবে উহা জায়েজ হওয়া উচিত। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা নাজায়েজ হওয়ার রেওয়াএত অনুসারে কোরান পড়ার অছিএত করা বাতীল বলা হইয়াছে, কিন্তু ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে এবাদত করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ, উহা শেষ জামানার অধিক সংখ্যকআলেমের মত, এই হিসাবে উক্ত অছিএত জায়েজ হইবে। মাজমায়োল-ফাতাওয়ার কথা শেষ।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা;—

و فی شرح المنظومة لابن الشحنة نقلاعن مال

الفتاوی فیمن اوصی ان یطین قبره او تضرب علیه قبة او

یدفع شئ لقاری یقرأ علی قبره قالوا الوصیة باطلة انتهی

قال فی البحر فدل علی ان المکان لا یتعین و قد تمسک

به بعض الحنفیة من اهل العصر و فیه ان صاحب الاختیار

علله بان اخذ شئ للقرأة لا یجوز لانه کا لاجرة فافاد انه

مبنى على غير المفتى به فان المفتى به جواز الاخذ على القرأة فيتعين المكان قال بعض الفضلاء و الذى ظهر لى انه مبنى على قول الامام ابى جنيفة رح بكراهة القرأة عند القبر فلهذا بطل التعيين و الفتوى على قول محمد رح من عدم الكراهة عنده كما فى الخلاصة فيلزم التعيين انتهى فعلم من هذا ان قول المصنف هنا فالتعين باطل ضعيف☆

''এবনোশ শেহনার শরহে-মনজুমাতে 'মায়ালোল-ফাতাওয়া' হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি অছিএত করে যে, যেন তাহার গোর মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করা হয়, তাহার গোরের উপর গুম্বজ (চূড়া) স্থাপন করা হয়, কিম্বা একজন কারিকে কিছু দান করা হয়— যে তাহার গোরের নিকট কোরান পড়ে, তাহার ব্যবস্থা কি? বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন, এইরূপ অছিএত বাতীল, উক্ত কেতাবের মর্ম্ম শেষ হইল। বাহরোর-রায়েক প্রণেতা বলিয়াছেন, উক্ত কথায় বুঝা যায় যে, স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে না। (আমার) সমসাময়িক কোন হানাফি বিদ্বান্ এই রেওয়াএতটি দলীল রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

আরও উক্ত কেতাবে আছে, এখতিয়ার প্রণেতা উক্ত অছিএত নাজায়েজ হওয়ার এই কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, কোরাণ পাঠ করিয়া কিছু গ্রহণ নাজায়েজ, যেহেতু উহা বেতন স্বরূপ। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ফৎওয়ার বিপরীত মতের হিসাবে উহা বলা হইয়াছে। কেননা কোরান পড়িয়া কিছু বেতন গ্রহণ ফৎওয়া মতে জায়েজ হইবে। কাজেই (অছিএতের

হিসাবে) স্থান নির্দ্দেশ হইবে। কোন ফাজেল বলিয়াছেন, আমার পক্ষে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে উহা এই যে, এমাম আবু হানিফা (রঃ) র এই মতানুসারে বলা হইয়াছে যে, গোরের নিকট কোরান পাঠ করা মক্‌রূহ। এই হেতু স্থান নির্দ্দেশ করা বাতীল হইয়াছে। মোহাম্মদ (রঃ) র মতে গোরের নিকট কোর-আণ পড়া মকরূহ নহে, এই মতের উপর ফৎওয়া হইবে। ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। এই হিসাবে স্থান নির্দ্দেশ করা জরুরী হইবে। তাঁহার কথা শেষ হইল।

হামাবি বলিয়াছেন, ইহাতে বুঝা গেল যে, আশবাহ লেখকের এই স্থানের এই কথা যে, স্থান নির্দ্দেশ করা বাতীল হইবে, উহা দুর্ব্বল মত।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, আল্লামা -হামাবী কোরান পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা নাজায়েজ হওয়ার মত জইফ (দুর্ব্বল) সাব্যস্ত করিয়াছেন।

ইনি কি উক্ত ছাহেবের মতে দাজ্জাল ও ভ্রান্ত ?

(৬) আলমগিরি, ৪।৪৬১ পৃষ্ঠা;—

اختلفوا فى الاستيجار على قرأة القران عند القبر مدة معلومة قال بعضهم يجوزو هو المختار كذا فى السراج الوهاج ☆

"এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে গোরের নিকট কোরান পাঠ করিয়া বেতন গ্রহণ করা সম্বন্ধে বিদ্বান্‌গণ মতভেদ করিয়াছেন, তাঁহাদের কতকে বলিয়াছেন, উহা জায়েজ নহে, আর কতক বলিয়াছেন যে, উহা জায়েজ হইবে, ইহাই মনোনীত মত, এইরূপ ছেরাজে -অহ্‌হাজ কেতাবে আছে।"

আলমগীর বাদশাহ বড় বড় সাত শত আল্লামা সংগ্রহ করিয়া এই ফৎওয়ায় -আলমগিরি সঙ্কলন করিয়াছিলেন, সেই সাত শত আল্লামা উহা জায়েজ হওয়ার মত সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত ছাহেবের মতে সেই সাত শত আল্লামা কি দাজ্জাল ছিলেন?

(৭) শরহে-অহবানিয়াতে আছে;—

والمسئلة فى التجنيس و المزيد و هى فرع عدم جواز اخذ الاجرة على القربات و الفتوى على الجواز وهو اختار المتاخرين ☆

"এই মছলাটি তজনিছ ও মজিদে আছে, উহা এবাদত কার্য্য গুলিতে বেতন গ্রহণ করা নাজায়েজ হওয়ার শাখা স্বরূপ অথচ উহা জায়েজ হওয়ার প্রতি ফৎওয়া হইবে, ইহাই শেষ জামানার আলেমগণের মনোনীত মত।" আল্লামা শামী অনেক স্থলে অহবানিয়ার টীকাকারের মত দলীল রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

শেখ আবদুল অহাব বেনে আহমদ বেনে অহবান কাজিল কোজাত আমিনদ্দিন আবু মোহাম্মদ দেমাশকি 'অহবানিয়া মনজুমা'কে এক সহস্র শ্লোকে রচনা করেন, তিনি ৭৬৮ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। কাজিল কোজাত আবদুল বার্র বেনে মোহাম্মদ প্রসিদ্ধ এবনো-শেহনা হালাবি উহার টীকা লিখিয়াছেন, এই টিকাটি আলেমগণের নিকট বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া গৃহিত হইয়াছে, ইনি ৯২১ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছেন, ইহা কাশফ্ ও ফাওয়াএদে আছে।

উক্ত ছাহেবের মতে উক্ত টীকাকার কি দাজ্জাল ছিলেন?

(৮) ফাতাওয়ায়-কাজরুনিতে আছে;—

اوصى لقارى يقرأ عنده فالوصية باطلة هذا محمول على عدم جواز اخذ الاجرة على القرأة اما على المفتى به فينبغى الجواز ☆

"কেহ কোন কারীর জন্য অছিএত করিল যেন সে তাহার নিকট কোরান পাঠ করে, এই অছিএত বাতীল। কোরান পাঠ করিয়া বেতন গ্রহণ করা নাজায়েজ হওয়ার রেওয়াএত অনুসারে ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে উহা জায়েজ হওয়া উচিত।"

শামী ও অকুদো-দুরিয়া প্রণেতা তাঁহার কথাকে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।

এই ফৎওয়া দাতা কি উক্ত ছাহেবের মতে দাজ্জাল ছিলেন?

(৯) ফাতাওয়ায়-আলি আফেন্দী এমাদিতে আছে,—

القول ببطلان الوصية مبنى على القول بكراهة القرأة على القبور او لعدم جواز الاجارة على الطاعاة اما على المفتى به جواز هما فينبغى جواز ذلك ☆

"গোর সমূহের নিকট কোর-আণ পাঠ মকরূহ হওয়ার ও এবাদত কার্য্যগুলিতে বেতন গ্রহণ করা নাজায়েজ হওয়ার মতের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত অছিএত বাতীল হওয়ার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে উভয় বিষয় জায়েজ, কাজেই উক্ত অছিএত জায়েজ হওয়া উচিত।"

ইনি মুফতিয়ে-মামালেকে ওছমানিয়া ছিলেন, অকুদো,-দুর্রিয়া ও শামীতে তাহার কথা ও ফৎওয়ার উপর আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে।

উক্ত ছাহেবের মতে আল্লামা-আলি আফেন্দী কি দাজ্জাল ছিলেন?

(১০) মোলতাকার টীকা, ২। ৩৮৪ পৃষ্ঠা;—

لا تجوز و تبطل الاجارة عند المتقدمين على الطاعات كالاذان والحج و الامامة و تعليم القرآن و الفقه

و قرأتهما و يفتى اليوم بجواز الاجارة على هذه الطاعات لفتور الرغبات و منع العطيات ☆

"আজান, হজ্ব, এমামত ফেকাহ শিক্ষা দেওয়া, কোর-আণ ও ফেকাহ পাঠ করার তুল্য এবাদতগুলিতে বেতন গ্রহণ করা প্রাচীন আলেমগণের নিকট নাজায়েজ ও বাতীল। বর্ত্তমানে আগ্রহ হ্রাস ও দান খয়রাত বন্ধ হওয়া হেতু এই এবাদতগুলিতে বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।"

উক্ত ছাহেবের মতে মোলতাকার টীকাকার আল্লামা আলায়ি কি দাজ্জাল ছিলেন ?

(১১) ফাতাওয়ায়-ফয়জিতে আছে;—

الاصح ان يجوز الاستيجار على الطاعات ☆

"সমধিক ছহিহ মত এই যে, এবাদত কার্য্যগুলিতে বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।"

ফয়েজ প্রণেতা আল্লামা এবরাহিম বেনে আবদুর রহমান কোরকি, ইনি বলিয়াছেন, আমি এই কেতাবে সমধিক প্রবল ও বিশ্বাস যোগ্য মত লিখিয়াছি, ইনি ৯২২ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছেন, ইহা রদ্দোল-মোহতার ও কাশফোজ্জনুনে আছে।

ইনি কি উক্ত ছাহেবের মতে দাজ্জাল ছিলেন?

(১২) তফছিরে রুহল -বায়ান, ২।৮২ পৃষ্ঠা;—

و افتى المتاخرين بصحة الاجرة للاذان و الاقامة و التذكير والتدريس والحج و الغزو و تعليم القرآن و الفقه و قرأتهما لفتور الرغبات اليوم ☆

"শেষ জামানার ফকিহ্গণ বর্ত্তমান জামানায় আগ্রহ শিথিল হওয়ার জন্য আজান, একামত, ওয়াজ, শিক্ষা প্রদান, হজ্জ, জেহাদ, কোর আন ও ফেকাহ্ তা'লিম ও উভয় পাঠের ওজরত ছহিহ্ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছিলেন।

এই মোফাছ্ছের আল্লামা এছমাইল হক্কী আফেন্দি কি উক্ত ছাহেবের মতে দাজ্জাল?

(১৩) মাদারেজোন্নবুয়তের ১।১৫৫ পৃষ্ঠা;—

فتوی داده است قاضی حسین استیجار بر قرأت قرآن بر سر قبر جائز ست ☆

"কাজি হোছাএন গোরের নিকট কোরান পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন।"

ইনি কি উক্ত ছাহেবের মতে দাজ্জাল ছিলেন?

(১৪) ফাতাওয়ায়-আজিজিয়া ১।৯ পৃষ্ঠায়;—

شخصی قرآن را نه بروجه طاعت بلکه بر قصد مباحی میخوانند و بر آن اجرت گیرد مثل رقیه و ختم بعض سور قرآنی برائے حصول مطالب دینوی یا برائے استخلاص از عذاب گور یا برای انس مرده یا زنده بصورت خوش و این قسم نیز جائز است بلا کراهیة انتهی ☆

"এক ব্যক্তি এবাদতের উদ্দেশ্য নহে, বরং মোবাহ কার্য্যের নিয়তে

কোর-আন পাঠ করে এবং উহার বেতন গ্রহণ করে, যেরূপ ঝাড় ফুক্ করা, পার্থিব মতলব হাছেল উদ্দেশ্যে কোর আনের ছুরা খতম করা, কিম্বা গোর আজাব হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া উদ্দেশ্যে, অথবা মৃত বা জীবিতের শান্তিদান উদ্দেশ্যে মিষ্ট আওয়াজে পড়া, ইহা বিনা কারাহিএত জায়েজ।"

(১৫) তফছিরে আজিজি, ২০৮।২০৯ পৃষ্ঠা;—

محققین علما قاعدہ مقرر کردہ اند کہ بسیار نافع است گفتہ اند کہ ہر چہ در حق شخص عبادت باشد خواہ فرض عین خواہ فرض کفایت خواہ سنت مؤکدہ بران اجرت گرفتن جائز نیست مثل تعلیم قرآن وحدیث وفقہ و نماز وروزہ وتلاوت وذکر وتسبیح وآنچہ ہیچ وجہ عبادت نیست مباح محض است بران اجرت گرفتن جائز است مثل رقیہ کردن بقرآن یا تعویذ نوشتن وامثال ذلک وعبادات کہ سبب تعیین مدت یا تخصیص مکان مباح میشوند نیز برآنہا اجرت گرفتن جائز ست مثل تعلیم قرآن بطفل کسی در خانۂ اواز صبح تا شام کہ باین خصوصیت وقیود ہرگز عبادت نیست ☆

"সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ্ বিদ্বানগণ একটি হিতজনক নিয়ম স্থির করিয়া বলিয়াছেন যে, ফরজে আএনি হউক, ফরজে কেফায়া হউক, আর ছুন্নতে মোয়াক্কাদা হউক যাহা মনুষ্যের প্রতি এবাদত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে- যথা কোর আন, হাদিছ ও ফেকাহ শিক্ষা দান, নামাজ, রোজা, কোরান পাঠ,

জেকর ও তছবিহ, তৎসমস্ত করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ নহে। আর যাহা কোন প্রকার এবাদত নহে, বরং বিশুদ্ধ মোবাহ কার্য্য, যথা কোরান পড়িয়া শরীরে ফুক্ দেওয়া ও তাবিজ লিখিয়া দেওয়া এইরূপ কার্য্যের প্রতি বেতন গ্রহণ করা জায়েজ আছে। সময় ও স্থান নির্দ্ধারণ করাতে এবাদত কার্য্যও মোবাহ হইয়া যায়, উহার বেতন গ্রহণ করা জায়েজ আছে, যেরূপ প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাহারও গৃহে থাকিয়া তাহার সন্তানকে শিক্ষা প্রদান করা, এইরূপ শর্ত্ত সহ কার্য করা এবাতদ নহে।"

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইতেছে যে, যদি কেহ প্রত্যেক দিবস কয়েক ঘণ্টা কোন বাটীতে থাকিয়া কোরাণ পাঠ করিয়া উহার ছওয়াব তাহার মৃতদের রুহে পৌঁছাইয়া দেয়, তবে এই সময় অতিবাহিত করার পরিবর্ত্তে বেতন লইতে পারিবে।

এক্ষণে আমি উক্ত ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার মতে কি শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব দাজ্জাল হইবেন?

(১৬) শেখ আবদুল গণি নাবেলছি 'তরিকায়-মোহাম্মদীয়া'র টীকায় লিখিয়াছেন;—

ولم ار حكم من اخذ شيا من الدنيا فجعل شيأ من عبادته للمعطى و ينبغى ان لا يصح قال الوالد (رح) و فيه نظر بل اطلاق ما سبق يقتضى الصحة ☆

"যে ব্যক্তি দুনইয়ার কিছু টাক কড়ি লইয়া দাতাকে নিজের এবাদতের কিছু অংশ দান করে, ইহার হুকুম আমি দর্শন করি নাই। ইহা

ছহিহ না হওয়াই উচিত। ওয়ালেদ (রঃ) বলিয়াছেন, উক্ত মতে সন্দেহ আছে, বরং উল্লিখিত মত —যাহা ব্যাপক ভাবে কথিত হইয়াছে, উহা ছহিহ হওয়া সপ্রমাণ করিয়া দেয়।

(১৭) উক্ত আল্লামার তরিকায় মোহাম্মদীয়ার টীকা হাদিকায় নদিয়াতে আছে;—

من تلا القرآن او ذكر الله تعالى لوجه الله و اخذ شيأ من الدنيا وجعل عبادته للمطى جاز و وجهه ان اخذ الدراهم صدقة من المعطى واخذ الصدقة لا يمنع الثواب ☆

"যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার জন্য কোরআন পাঠ করে কিংবা আল্লাহতায়ালার জেকর করে এবং কিছু টাকা কড়ি লইয়া এই এবাদতটী দাতাকে প্রদান করে, ইহা জায়েজ হইবে, ইহার কারণ এই যে, টাকা কড়ি লওয়া দাতার পক্ষ হইতে দান, দান গ্রহণ করাতে ছওয়াবের ক্ষতি কর হয় না।"

উক্ত আল্লামার রোবোয়োল-এফাদাতে আছে;—

و من اخذ شيأ من الدنيا فجعل شيأ عبادته للمعطى ينبغى ان يصح ☆

"যে ব্যক্তি কিছু টাকা কড়ি লইয়া নিজের কোন এবাদত দাতাকে প্রদান করে, তবে ইহা ছহিহ হওয়া সঙ্গত।"

ইনি মুফতিয়ে দেমশক ও আল্লামা শামীর শিক্ষক ছিলেন। ইহা অকুদো-দুর্রিয়াতে আছে।

উপরোক্ত তিন দলীলে বুঝা যায় যে, যদি কেহ কারিদিগের দাওত দেয়, তবে কোর আন পড়িবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে কিছু কিছু দান করিবে, পরে কারিরা কিছু কিছু কোর আন, তছবিহ কলেমা পড়িয়া তাহার মৃতদ্বয়ের রূহে ছওয়াব রেছানি করিয়া দিবে, ইহা নির্ব্বাবাদে সকলের মতে জায়েজ হইবে।

(১৮) এমাম তারজোমানি আলাউদ্দিন হানাফী এতিমাতোদ্দহর কেতাবে লিখিয়াছেন;—

سئل ابو حامد عمن وقف على من يقرأ عند قبره

القراٰن ويسكن عنده و يفتح بابه فقال هذا الوقف جائز ☆

"আবুহামেদ উক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাহার গোরের নিকট কোরান পড়িবে, তাহার নিকট অবস্থিতি করিবে এবং উহার দ্বার খুলিবে, সেই ব্যক্তি তাহার জন্য (কিছু) অক্‌ফ করিল। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, এই অক্‌ফ জায়েজ হইবে।"

উক্ত এমাম আলাউদ্দিন ৬৪৫ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছেন। আর আহমদ বেনে ছাইল আবু হামেদ বালাখি মোজতাহেদ ছিলেন, ৪৪০ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করিয়াছেন।

(১৯) তাতারখানিয়াতে এইরূপ অক্‌ফ জায়েজ হওয়ার কথা লিখিত আছে, এই গ্রন্থকারের নাম আলেম বেনে আলা হানাফী। ইহাতে মুহিতে বোরাহানি, জখিরা, খানিয়া ও জখিরিয়ার মছলাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, খান আজম তাতারখানের ইশারাতে ইহা সংগৃহীত হয়, এই হেতু তাতারখানিয়া নাম রাখা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, তিনি উহার নাম

জাদোল-মোছাফের রাখিয়া ছিলেন, ইহা কাশফোজ্জনুনে আছে।

(২০) ছৈয়দ আবু ছইদ মিসরি আশবাহ্ কেতাবের হাশিয়াতে লিখিয়াছেন;—

الـوصية بـالقرأة انما بطلت لعدم جواز الاجارة على القـرأة و ينبغى ان تكون صحيحة على المفتى به من جواز الاجارة على الطاعات كما هو مذهب عامة المتاخرين ☆

"কোর আন পড়ার অছিএত এই হেতু বাতীল হইল যে, কোরান পড়ার ওজরত স্থির করা জায়েজ নহে, ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে এবাদত কার্য্যগুলিতে ইজারা জায়েজ, এই হিসাব উক্ত অছিএত জায়েজ হওয়া উচিত, ইহা অধিকাংশ মোতাক্ষেরিণ আলেমের মত।"

ইনি শাইখুল ইসলাম ছালত নাতে ছোলায়মানিয়ার মুফতি ছিলেন, ইনিই তফছিরে আবুছউদ লিখিয়াছেন।

(২১) শেখ এবরাহিম বিরি 'আশবাহ' কেতাবের টীকাতে তাতারখানিয়া' হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন;—

سـئـل الـحسـن عـمـن بنى مدرسة و بنى فيها مقبرة لـنفسـه و وقف ضيـعة و بيـن ان ثـلثة ارباعها للمتفقهه و ربـعهـا يـصرف الى من يقوم بكنس المقبرة و فتح بابها و الـى من يقرأ عند قبره القرآن فهل يحل لمن يقرأ عند قبره اخـذ هـذا الـمرسوم قال نعم قيل و اذا لم يكن قضاء قاض

هل يحل لمن يقرأ اخذ ا هذا المرسوم قال نعم انتهى و

هذا صريح فى صحة التعيين النتهى ما فى البيرى ☆

"হাছান এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একটী মাদ্রাছা প্রস্তুত করিল, উহাতে নিজের জন্য একটী কবর স্থান নির্ম্মান করিল, একটী জায়েদাদ অক্‌ফ করিল এবং উল্লেখ করিল যে, উক্ত জাএদাদের তিন চতুর্থাংশ ফকিহ্‌গণের জন্য এবং যে ব্যক্তি উক্ত গোরস্থানের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে এবং উহার দ্বার খুলিতে আত্মনিয়োগ করিবে এবং যে ব্যক্তি তাহার গোরের নিকট কোর-আণ পড়িবে, তাহার জন্য উহার চতুর্থাংশ ব্যয় করিবে, এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি কোরান পড়ে, তাহাদের জন্য এই বেতন গ্রহণ করা হালাল হইবে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। (পরে) জিজ্ঞাসিত হইলেন, যদি কোন কাজি হুকুম না করিয়া থাকেন, তবে যে ব্যক্তি কোরান পড়ে, তাহার জন্য এই বেতন গ্রহণ হালাল হইবে কি? (তদুত্তরে) তিনি বলিলেন, হাঁ। হাছানের কথা শেষ হইল। ইহা স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে যে, স্থান নির্দ্দেশ করা ছহিহ হইবে। বিরির কথা শেষ হইল।"

হাছান, আলি জহিরদ্দিন কবির বেনে আবদুল আজিজ মোরগিননির পুত্র, জহিরদ্দিন আবুল মাহাছেন নামে অভিহিত, ফকিহ্ ও মোহাদ্দেছ ছিলেন, কেতাব পত্র লিখিয়া এলম প্রচার করিয়াছেন, কেতাবোল আক্‌জিয়া শরুত, ফাতাওয়া ফাওয়াএদ ইত্যাদি তাহার রচিত কেতাব, ইহা ফাওয়াএদ কেতাবে আছে।

(২২) শেখ শামছদ্দিন মোহম্মদ হানুতি 'ফাতাওয়ায় হানুতিতে লিখিয়াছেন;—

سئل فى امرأة اوصت فى حياتها و صحتها لشقيقها

انه اذا نزل بها الموت يضع يده على موجوداتها من

جملتها زوج اسادر ذهب لولدها خمسة و عشرون دينارا و ما فضل بعد ذلك يصرفه فى وجوه برو قربات قرأة ختمات ليالى الجمعات الخ فاجاب بان الوصية و ان كانت لا تجوز للوارث لكن تكون الخمسة و العشرون ارثا و يصرف ما فضل من السوارين فى وجوه القربات حيث خرجت من الثلث ☆

"তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, একটী স্ত্রীলোক নিজের জীবদ্দশায় ও সুস্থ শরীরে থাকা কালে নিজের সহোদর ভ্রাতাকে অছিএত করিল যে, নিশ্চয় যখন তাহার উপর মৃত্যু উপস্থিত হইবে, তখন সে যেন তাহার বর্ত্তমান সম্পত্তির উপর হাত রাখে, তন্মধ্যে এক জোড়া স্বর্ণের বালা (উহার মূল্য হইতে) তাহার পুত্রের জন্য ২৫ দীনার হইবে, অবশিষ্ট যাহা কিছু বাঁচে, সৎকার্য্য, ছওয়াবের কার্য্যের জুমা রাত্রি সমূহে কোরান খতম পড়াইতে ব্যয় করে ইত্যাদি।

তদুত্তরে তিনি বলিলেন, যদিও ওয়ারেছের জন্য অছিএত করা জায়েজ নহে, কিন্তু পঁচিশ দীনার উত্তরাধিকারিগণের স্বত্ব হইবে, দুইটী বালার অবশিষ্টাংশ ছওয়াবের কার্য্য সমূহে ব্যয় করা হইবে, যদি উহা এক তৃতীয়াংশের অন্তর্গত হয়।"

ইনি আল্লামা শামীর শিক্ষকগণের শিক্ষক ছিলেন এবং উক্ত

মুফ্‌তিগণের অন্তর্গত ছিলেন, যাহারা পরহেজগারির সহিত ফৎওয়া দেওয়া লাজেম বুঝিয়াছিলেন, ইহা রদ্দোল-মোহতারে আছে।

(২২) ফাতাওয়া আবু ছইদ এমাদীতে আছে,—

زید نے عمرو سے ایک ختم تلاوت کرائی اور اجرت کی بات نہین کی ختم کی اجرت ادا کرنا لازم ہے یا نہین جواب مقدار تعیین نہین اس ملک مین جس چیز کی عادت جاری ہوے اسی چیز کو دینا لازم ہوتا ہے کتبہ ابو السعود انتہی مترجما ☆

"জয়েদ আমরের দ্বারা এক খতম কোরান তেলওয়াত করাইয়া লইল, ওজরতের কোন কথা বলে নাই, এক্ষেত্রে খতমের ওজরত আদায় করা ওয়াজেব হইবে কি না?

জওয়াব।

পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নহে, এই দেশে যে পরিমাণ টাকা কড়ি দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত হইয়া থাকে, উক্ত পরিমাণ দেওয়া ওয়াজেব হইবে। রাকেম আবু ছউদ। ইহা উর্দ্দু অনুবাদ।"

এই ফৎওয়াটি তুর্কি ভাষাতে রচিত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য আলেমগণের মধ্যে প্রচলিত ফৎওয়া, ইহার প্রণেতা শায়খোল-ইছলাম শেখ আবু ছউদ বেনে মোহাম্মদ এমাদী আফেন্দি হানাফী, ইনি সোলতানাতে ওছমানিয়ার মুফতি ছিলেন, ৯৮২ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। ইহা কাশফোজ্জনুন ও আল্লামা শামীর অকুদো-দুর্রিয়াতে আছে। ওমদাতোর-রেওয়াতে আছে, মাহমুদ বেনে ছোলায়মান কাফাফি বলেন, ইনি আবুল হোছাএন কাদুরি ও হেদায়া প্রণেতা বোরহানদ্দিন মুরগিনানির ন্যায় আছহাবে তরজিহ তবকাভুক্ত ছিলেন।

(২৩) আরও উক্ত ফাতাওয়ায় আবু ছউদ এমাদীতে আছে;—

زید نے اپنی روح کے لئے تلاوت قران کی وصیت کی اس طرح پر کہ تلاوت کرنے والے تلاوت کے وقت قرأت کی رعایت کما ینبغی کرین سرعت اور تعجیل نہ کرین تجوید و ترتیل کے ساتہ نہایت تعظیم اور کمال خشوع اور خضوع سے تلاوت کرین اور اس کا ثواب اسکی روح کو بخشین اس کے عوض مین زید نے چند غروش تعین کیا غروشہاے مذکورہ قاریون کو حلال ہوگا یا نہین جواب حلال ہوگا کتبہ ابو السعود ☆

জয়েদ নিজ রুহের জন্য কোর আন তেলাওয়াতের এইরূপ অছিএত করিল যে, তেলাওয়াতকারী তেলাওয়াতের সময় কেরাতের যথাযথ নিয়ম পালন করিবে, ব্যস্ততা না করে, তজবিদ ও তরতিলের সহিত অতিশয় তা'জিম, পূর্ণ ওজুর সহিত তেলাওয়াত করিবে, ইহার ছওয়াব তাহার রুহের উপর বখ্শাইয়া দিবে। ইহার পরিবর্ত্তে জায়েদ কয়েকটি গোরোশ নির্দ্ধারিত করিল। উল্লিখিত গোরোশ (টাকা) গুলি কারিদিগের গ্রহণ করা হালাল হইবে কিনা?

জওয়াব। হালাল হইবে। লেখক আবু ছউদ।

(২৪) বাহজাতোল-ফাতাওয়াতে আছে;—

زید نے مسجد کے امام کو ایک غروش اس واسطے دیا کہ وہ عشا کے بعد سورہء ملک پڑہہ کر زید کے مردون کی روح پر بخشے درست ہوگا یا نہین جواب درست ہوگا انتہی مترجما ☆

জয়েদ মছজেদের এমামকে এই হেতু এক গোরোশ প্রদান করিল যে, সে এশার পরে ছুরা মোলক পড়িয়া জয়েদের মৃতদের রুহে ছওয়াব রেছানি করিয়া দিবে, ইহা জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর —জায়েজ হইবে। অনুবাদ।

উক্ত কেতাব শায়খোল-ইছলাম ফাজেল মোহাক্কেল মাওলানা আবদুল্লাহ একশাহরির রচিত, ইনি ১১৫৬ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছেন। ইহা কাশফোজ্জনুনে আছে।

(২৫) ফাতাওয়ায় আবদুর রহিম আফেন্দিতে আছে;—

زید نے عمرو سے کہا کہ تو میرے لئے ایک ختم قران کا کر اور اس کا ثواب مجھے بخش دے مین تجھے اسکی اجرت دونگا عمرو نے قران ختم کر کے اس کا ثواب زید کو بخش دیا اب عمرو زید سے اجر طلب کر سکتا ہے یا نہین جواب کر سکتا ہے انتھی مترجما ☆

জয়েদ বেনে আমরকে বলিল, তুমি আমার জন্য এক খতম কোরান পড়িয়া উহার ছওয়াব আমার উপর বখ্‌শাইয়া দাও। আমি তোমাকে ওজরত দিব। আমর কোরান খতম করিয়া উহার ছওয়াব জয়েদকে বখ্‌শাইয়া দিল। এক্ষণে আমর জয়েদের নিকট ওজরত তলব করিতে পারে কি না?

জওয়াব।—পারিবে। অনুবাদ।

এই ফৎওয়াটি তুর্কি ভাষাতে রচিত। ইহা আলেমগণের নিকট সমাদৃত হইয়াছে। ইনি শায়খোল-ইছলাম ছিলেন, তাঁহার প্রসিদ্ধ নাম মস্তশ জাদার বরছবি। ইনি ১১২৮ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছেন। ইহা কাশফোজ্জনুনে আছে।

৭।৮।৯।১১ নম্বর দলীলগুলি ও ১৬ হইতে ২৭ নম্বর পর্য্যন্ত দলীলগুলি আল্লামা মাহমুদ আফেন্দী হামজাবি মুফতিয়ে দেমাশকের 'রাফায়োল-গেশাওয়া' কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

(২৬) ছৈয়দ মোহাম্মদ খলুতি আল্লামা শামীর 'তনকিহ' কেতাবের প্রতিবাদে যে কেতাব লিখিয়াছেন, উহাতে আছে, শেখ এছকাতি কর্ত্তৃক রচিত হাশিয়ায়- মিছকিনে আছে;—

قوله لتعليم القرآن و كذا لقرأته ☆

"কোরান তা'লিম দেওয়ার ওজরত গ্রহণ জায়েজ হওয়ার প্রতি বর্ত্তমানে ফৎওয়া হইবে। ঐরূপ কোরান তেলাওয়াতের ওজরত জায়েজ হওয়ার উপর ফৎওয়া হইবে।"

(২৭) জামেয়োর রমুজে আছে;—

تبطل الاجارة عندالمتقدمين للعبادات كالاذان و الامامة والتذكيرو التدريس و الحج و الغزو و تعليم القرآن و الفقه و قرأتهما و يفتى اليوم اى يفتى المتاخرون بصحتها اى الاجارة لهذا العبادات ☆

"প্রাচীন আলেমদিগের মতে আজান, এমামত, ওয়াজ করা শিক্ষা দেওয়া, হজ্ব , জেহাদ, কোর আন ও ফেকাহ শিক্ষা দেওয়া ও উভয় পাঠ করা ইত্যাদি এবাদগুলির ইজারা বাতীল। বর্ত্তমানে মোতায়াক্কেরিণ -ওলামা এই এবাতদগুলির ইজারা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন।"

এই কেতাবে কতক মছলা জইফ হইলেও এই মছলাটি আল্লামা তাহতাবি উদ্ধৃত করিয়া সমর্থন করিয়াছেন, কাজেই উহা ছহিহ।

এক্ষণে আসুন, চট্টগ্রাম হাট হাজারির মাওলানা ফএজুল্লাহ ছাহেব 'রাফেয়োল-এশকাল' কেতাবে যে সমস্ত ভ্রান্তিমূলক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার মূলধন আল্লামা শামী ভিন্ন ভিন্ন কেতাবে যে সকল পক্ষপাতমূলক মত লিখিয়াছেন, তাহার সমালোচনা করা হউক।

তিনি ১ম নম্বর দলীল সম্বন্ধে আল্লামা শামীর মত রদ্দোল-মোহতারের ৫।৩৯ পৃষ্ঠা হইতে ও তনকিহ্ কেতাবের ২।১২৮ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা এই যে, জওহারা নাইয়েরাতে কোরান পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হওয়ার কথা আছে, ইহা তাঁহার লেখার ভ্রম হইতে পারে, আর যদি লেখার ভ্রম স্বীকার না করা হয়, তবে বিদ্বান্‌গণের মতের খেলাফ হওয়ার অগ্রাহ্য হইবে।

আমাদের উত্তর;—আল্লামা শামী আমাদের এমাম নহেন, ছয় তবকার ফকিহগণের অন্তর্গত ছিলেন না, তিনি খাঁটী মোকাল্লেদ ছিলেন, জওহারা প্রণেতা তাঁহার বহু পূর্ব্বের আলেম ছিলেন, তাঁহার নাম আল্লামা আবুবকর বেনে আলি হাদ্দাদ এমনি, ইনি বড় মুফতি ও শায়খোল-ইছলাম ছিলেন, তাঁহার জওহারা কেতাবের মত দোর্রাল-মোখতার, আলমগিরি ইত্যাদিতে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, নিজে আল্লামা শামী তাঁহার বহু মত নিজ কেতাবে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন;—

তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন;—

نقل قبله عن الجوهرة لو جامع فى رمضانين فعليه كفارتين و ان لم يكفر للاولى فى ظاهر الرواية و هو الصحيح ☆

এস্থলে তিনি জওহারা লেখককে আছহাবে তরজিহ সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার মত স্বীকার করিয়াছেন।

তাঁহার এই মতটি দোর্রোল-মোখতার প্রণেতা মোহাম্মদ আলায়োদ্দীন হাছ্কাফি, বাহরো-রায়েক প্রণেতা শেখ জয়নদ্দিন এবনো নজিম মিছরি, আল্লামা তাহতাবি, আল্লামা হামাবি, আলমগিরি প্রণেতা বহু শত আল্লামা, শরহে-অহবানিয়া প্রণেতা এবনোশ-শেহ্নী, ফাতাওয়ায়-কাজরুনি প্রণেতা আলি আফেন্দী এমাদী, মোলতাকার টীকাকার আল্লামা ফয়জি, কাজি হোছাএন সমর্থন করিয়াছেন, ইহা অগ্রাহ্য মত হইবে কিরুপে? বরং ইহা অধিকাংশ মোতায়খ্খেরিন আলেমের মত, কাজেই ইহা লেখার ভুল নহে বা বিদ্বান্গণের খেলাফ মত নহে। এত বহু সংখ্যক আলেমের মত ত্যাগ করতঃ একা আল্লামা শামীর মত গ্রহণীয় হইতে পারে না।"

মাওলানা মাহমুদ আফেন্দী হামজাবি মুফতিয়ে দেমাশক 'রাফয়োল-গেশাওয়া' কেতাবে লিখিয়াছেন;—

سئلت عما حرره العالم الفاضل السيد محمد عابدين فی رد المحتار و التنقيح و رسالة شفاء العليل من عدم جواز الاستيجار على تلاوة القرآن العظيم هل هو المفتى به فی مذهب اولا فاجبت بان ما ذكره المنقح فی هذه المحلات الثلاث مبنی على مذهب المتقدمين من عدم جواز الاجارة على الطاعات الا ان المشائخ نصوا على ان المفتى به جواز الاستيجار على التلاوة و هو مذهب عامة المتاخرين و النقول فی ذلک كادت تبلغ

التواتر كلها موشحة بعلامة الفتوى او افتى به مشاهير العلماء الاعلام فى سائر بلاد الاسلام و ها انا اسرد نقولهم فسرد ها من اربيعن كتابا ـ تفسرا كليل ٥ جلد صفحه ٢١

"আমি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলাম যে, আলেমফাজেল ছৈয়দ মোহাম্মদ আবেদীন রদ্দোল-মোহতার তানকিহ্ ও শেফোয়াল আলিম পুস্তকে বোজর্গ কোর-আণ পাঠ করিয়া বেতন গ্রহণ করা নাজায়েজ হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, উহা মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত কিনা?

তদুত্তরে আমি বলিয়াছি, সংশোধনকারি এই তিন স্থানে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মতের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন, উহা এবাদত কার্য্যগুলিতে বেতন গ্রহণ নাজায়েজ হওয়া, কিন্তু পরবর্ত্তী বিদ্ধান্‌গণ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে তেলাওয়াত করিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ। ইহা অধিকাংশ মোতাক্কেরিণ বিদ্বানের মত। এতৎসম্বন্ধে রেওয়াএতগুলি প্রায় মোতাওয়াতের পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে, সমস্তই ফাতাওয়ার চিহ্ন সহ উল্লিখিত হইয়াছে, অথবা সমস্ত ইছলামি শহরে প্রবীন প্রবীন প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণ ইহার উপর ফৎওয়া দিয়াছেন। আমি তাহাদের রেওয়াএত উদ্ধৃত করিব, প্রায় তিনি ৪০ খানা কেতাব হইতে তৎসমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তৎপরে তিনি তবইনোল-মাহারেমের বরাত দিয়া লিখিয়াছেন যে, মোকাল্লেদীন আলেমগণের ছহিহ্ জইফ স্থির করার কোন অধিকার নাই। জওহারা প্রণেতা হাদ্দাদী মোকাল্লেদ ছিলেন। ইহা অবিকল আল্লামা শামীর শেফায়োল-আলিমের ১৭৯ পৃষ্ঠার মত।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, রদ্দোল-মোহতার, আলমগিরি, দোর্রোল মোখতার, বাহরোর-রায়েক ইত্যাদি কেতাব পড়িলে, দেখিতে

পাওয়া যায় যে, বাহরোর-রায়েক, নহরোল ফায়েক, কেফায়া, এনায়া, বাজ্জাজিয়া, হাবিল-কুদছি, শরহে-অহবানিয়া, মোজতবা, মে'রাজ, হাকায়েত, বাদায়ে, জহিরিয়া, শরহেদোর্রোল-বেহার, শরহে-মোলতাকা, দোবার, খাব্বাজিয়া, গায়াতোল-বায়ান, শরহে-মাজমা, জাময়োন্নাওয়াজেল, ওউন, ছেরাজ, শরহোত্তরতিব, মোখতারাতোন্নাওয়াজেল, ওয়াকেয়াত, মাজমাওল-ফাতাওয়া, অয়ালওয়ালজিয়া, দোরার্রাল-বেহার, এখতিয়ার, দোর্রোল-মোখতার, জওহারা, কাফি, তবইন, তোহফা, এছরার, ইয়ানাবি, জাওয়াহোর-মনিফা,খোলাছা, জাওয়ামেওল ফেকহ, বারজান্দি, তাতারখানিয়া, গোরার, মোলতাকা, মোনতাকা, শরহে-বেকায়া, শরহেল-মোকাদ্দাছি, এমদাদ, নুরোল ইজাহ, জামেয়োল-ফছুলাএন, মানাহ, শরহে-আদাবোল-কাজা, ফয়েজ দেরায়া, শরহোল কাফি, ইজাহোছ-ছয়রফি, বোরহান, আজিজ, মহবুবি, হাওয়াশিয়া-ছা'দিয়া, জামেয়োল-ফাতাওয়া, খাজানা, ওয়াফি, মোছাফ্যা, কবিরি, নেছাব, মাওয়াহেবোর রহমান, ছেরাজিয়া, জাওয়াহেরোল-জাওয়াহের, শরহে-আক্তা, এতাবিয়া, মোখতার, হুলইয়া, শরহে-হেদাইয়া,এবনো-এমাদ, গোরারোল-আজকার, শরহোল-গজনবিয়া ইত্যাদি কেতাবের বরাত দিয়া অনেক মছলা লিখা হইয়াছে, তাঁহারা অনেক স্থলে কোন মছলাকে ছহিহ, জইফ মোফতাবিহি ইত্যাদি বলিয়াছেন, বিশেষতঃ বাহরোর-রায়েকের এইরূপ কথাতে শামী কেতাব পরিপূর্ণ করিয়াছে।

আবুছউদ, শেখ এছমাইল, শেখ হামিদদ্দিন জরির, নুহ আফেন্দী, খয়রদ্দিন রামালি, আল্লামা কাছেম, বাকানি, এবনো জেরবাশ, মোল্লা-আলিকারী, এবনো-মালেক, শামনি শারাম্বালালী, এবনোশ-শেহনা, রহমতি, এবনোশ-শলবি, জন্দু অয়ছি ও দব্বুছি প্রভৃতি বহু মছলা ছহিহ, জইফ, মোহতাবিহি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে যদি আল্লামা শামী ও মাওলানা ফয়জুল্লাহ ছাহেব তাঁহাদিগকে আছহাবে-তরজিহ বলেন, তবে জওহারা বাহারোর-রায়েক

ইত্যাদির মত কেন গ্রাহ্য হইবে না? আর যদি তাঁহাদিগকে কেবল মোকাল্লেদে মহাজ বলেন, তবে তাঁহাদের মত কেন আল্লামা শামী মানিয়া চলিলেন? যদি আল্লামা শামী জীবিত থাকিতেন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, আপনি উল্লিখিত ছাহেবগণের মতগুলি কোন্ ছাহেবে-তরজিহ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, উহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কি? যদি না করিয়া থাকেন, তবে আমাদের পক্ষে তাঁহাদের মতগুলির দলীল অনুসন্ধান করা দরকার নাই। যদি জওহারা লেখক ছাহেবে-তরজিহ ফকিহ্গণের মত না লিখিয়া নিজের মনোক্তি মত লিখিয়া থাকেন, তবে আল্লামা তাহ্তাবি, এবনে-নাজিম, মিশরি, হামাবি, আলাউদ্দিন হাছকাফি, এবনো-সেহ্নার বন্যায় এত বহু সংখ্যক ফকিহ্ চক্ষু বন্ধ করিয়া উহা কিরূপে মানিয়া লইবেন। এইরূপ দাবী-করিলে, কোন ফেকাহের কেতাবের উপর লোকদের আস্থা থাকিতে পারিবে না। সকলেই বলিবে, এত সংখ্যক ফকিহ্ যখন ভ্রান্তিমূলক মত একযোগে লিখিতে পারেন, তখন ফেকাহের কেতাবগুলির কোন কথার উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। ইহাতে উক্ত মত আছহাবে-তরজিহ্ কর্ত্তৃক সমর্থিত হওয়া সপ্রমাণ হয়।

তফছিরে-একলিলের ৬।১২ পৃষ্ঠায় রাফয়োল-গেসাওয়াহ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন;—

اتقول ان علماء هذه الامة من بخاريين و هنديين و رومیین مصريين و شاميين شروحا و حواشى و فتاوى لم يعلموا المفتى به فى المذهب حاشا بل كل نقل على خلاف هذا فهو مبنى على غير المفتى به من مذهب المتقدمين ☆

"তুমি কি বলিতে চাহ যে, বোখারি হিন্দুস্তানি, রুমি, মিসরি, শামী, শরহ, হাশিয়া ও ফৎওয়া লেখক বিদ্বান্‌গণ মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত' জানিতে পারেন নাই, ইহা হইতেই পারে না, বরং ইহার বিপরীত যে কোন রেওয়াএত হয়, উহা প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মতের উপর নির্ভর করিয়া বলা হইয়াছে। যাহা ফতৎওয়া গ্রাহ্য নহে।"

যদি মাওলানা ফয়জুল্লাহ ছাহেবের সাহস থাকে, তবে সম্মুখ সমরে আসিয়া উল্লিখিত আলেমগণের প্রত্যেক ফৎওয়া কোন ছাহেবে তরজিহ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে তাহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দিন, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, আল্লামা শামী গোর হইতে উঠিয়া আসিলেও ইহা প্রমাণ করিতে পারিবেন না।

আমরা মোকাল্লেদ, আল্লামা শামী ও রামালিও মোকাল্লেদ, তাঁহাদের কেহ মোজতাহেদ বা আছহাবে-তরজিহ নহেন, কাজেই বিশ্বাস যোগ্য বহু আলেমের ফৎওয়া যুক্ত মতটি আমাদের গ্রহণ করা ওয়াজেব, আমাদের ন্যায় আল্লামা শামীর তরজিহ দেওয়ার অধিকার নাই, বা কোন মছলা আবিষ্কার করার শক্তি নাই। এমাম কামালদ্দিন বেনে হোমাম ফৎহোল কাদিরের-কাজা'র অধ্যায়ে ও সৈয়দ আবুছউদ মিসরি-আশবাহ কেতাবের অক্‌ফের হাশিয়াতে উহা আল্লামা কাছেম হইতে উল্লেখ করিয়াছেন।

মাওলানা ফয়জুল্লাহ রাফেওল-এশকালাতের ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

আলমগিরিতে কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হওয়া ছেরাজোল-আহ্যাজ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, কিন্তু মোকাদ্দমায় ও মদাতোর-রেয়ায়াতে কাশফোজ্জনুন হইতে মাওলানা বেরকেলি উক্ত কেতাবের জইফ হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে।

আমাদের উত্তর;—

মোকাদ্দমায়-ওমদাতোর -রেয়ায়া মাওলানা আবদুল হাই-লাক্ষ্ণবির রচিত কেতাব, ইনি আছহাবে তরজিহ ফকিহ নহেন যে, তাঁহার

কথায় এরূপ একখানা কেতাব জইফ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় কাশফোজ্জনুন উল্লিখিত মাওলানা বেরকলি এমন কোন আছহাবে-তরজিহ ফকিহ নহেন যে, তাঁহার কথা গ্রাহ্য হইবে? নিজে আল্লামা শামী শত শত স্থলে ছেরাজ কেতাবের কথা প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি তিনি উহার প্রথম খণ্ডের ৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

عارض فی البحر دعوی الاتفاق بما فی السراج من انه مکروه فی مجلس واحد و اجاب فی النهر بان مامر فیما اعاده مرة واحدة و ما فی السراج فیما اذا کرره مرارا ☆

এস্থলে সেরাজের মত লইয়া অন্য কেতাবের প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

আরও উহার ১২ পৃষ্ঠায় আছে;—

و ما فی السراج اوفق للقواعد ☆

এস্থলে ছেরাজের মতটি সমর্থন করা হইয়াছে।

আশবাহোন্নাজায়েরের ৩০২।৩০৯।৩২৭ পৃষ্ঠায় ছেরাজ অহ্যাজের মছলা গ্রহণ করা হইয়াছে। এইরূপ বাহরোর-রায়েক কেতাবের বহুস্থলে উহার মছলা গ্রহণ করা হইয়াছে।

আল্লামা শামী 'তনকিহ্ কেতাবের ২।৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

لکن فی السراج الوهاج و الصحیح ان له الخصومة ☆

এস্থলে তিনি ছেরাজ কেতাবের মত লইয়াছেন এবং উহার প্রণেতাকে ছাহেবে-তরজিহ স্থির করিয়াছেন।

বড় বড় ফকিহ্ শত শত স্থানে যে কেতাবের মত প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করেন, উহা কেবল মাওলানা বেরকলির মতে জইফ হইয়া যাইবে?

যদি আমি তর্ক স্থলে উক্ত কেতাবখানা জইফ বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে বলি, আলমগিরির সংগ্রাহক কয়েক শত আলেম যখন ছেরাজ কেতাবের উক্ত মতটি গ্রহণ করিয়াছেন, এবনো-নজিম, তাহতাবি, হামাবি, আলায়ি প্রভৃতি বড় বড় ফকিহ্ উহার সমর্থন করিয়াছেন, তখন উক্ত মতটি জইফ বাতীল হইতে পারে না।

নিজে আল্লামা শামী ওকুদোল-রাছাম-মুফতির ১৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, ছেরাজ লেখক ভুল করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ত ছেরাজ কেতাবকে জইফ বলিতে পারেন নাই। আর আপনি ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন যে, ছেরাজ লেখক ভুল করেন নাই।

তৎপরে হাট হাজারির মাওলানা বলিয়াছেন, আলমগিরির অন্যস্থলে লিখিত আছে, যদি কেহ অছিএত করে যে, অমুক ব্যক্তিকে এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে, যেন সে ব্যক্তি তাহার কবরের নিকট কোর আন পড়ে, তবে এই অছিএত বাতীল। কোন বিদ্বান্ বলিয়াছেন, যদি কারি নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে দান স্বরূপ উক্ত অছিএত জায়েজ হওয়া উচিত (সঙ্গত)। কেহ বলেন, কারি নির্দ্দিষ্ট হইলেও নাজায়েজ হইবে, এইরূপ আবু নছর বলিয়াছেন। আমরা বলি, এস্থলে ত মতভেদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ মতভেদ ঘটিত মছলায় কোন পক্ষে তরজিহ্ না থাকিলে, যিনি যেটা ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিতে পারেন। দ্বিতীয় যখন এবনো-নজিম, আলায়ি, হামাবি, তাহাতাবি, এবনোশ-শেহনা, কাজুরানি আলি আফেন্দী, মোলতাকার, টীকাকার, কাজি হোছাএন প্রভৃতি ফকিহগণ উক্ত অছিএত জায়েজ হওয়া ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলিয়াছেন, তখন আবু নছরের মত অপেক্ষা উহা প্রবল ও অগ্রগণ্য হইবে।

হাট হাজারির মাওলানা বলিয়াছেন, মিসরি আলমগিরির হাশিয়াতে ছেরাজ কেতাবের প্রতিবাদে বলা হইয়াছে, রদ্দোল মোহতারে ইহা রদ করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে, বিদ্বান্‌গণের মতের বিপরীত, কাজেই অগ্রাহ্য।

আমাদের উত্তর।

হাশিয়া লেখক কোন ফকিহ্ নহেন, কাজেই তাহার কথা প্রমাণ স্থলে ব্যবহার করা যাইতে পারে না।

হাট হাজারি মাওলানার সম্বল কেবল আল্লামা শামী, কিন্তু ইহা জানিয়া রাখা উচিত, আল্লামা শামীর শিক্ষক শ্রেণীর বহু ফকিহ্ জায়েজ হওয়ার মতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন আর ইহা শেষ জামানার অধিক সংখ্যক আলেমের মত, কাজেই ইহা অগ্রাহ্য মত নহে। এই কেতাব পড়িলে আল্লামা শামীর রদের রদ জানিতে পারিবেন।

মাওলানা ফয়জুল্লাহ্ ছাহেব কেবল আল্লামা-শামীর রদ্দোল-মোহতার তনকিহ্, শেফায়োল-আলিল, ওকুদো-রাছ্‌মেল মফ্‌তি ইহতে কতকগুলি এবারত উদ্ধৃত করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কতক কথা গোপন করিয়াছেন এবং আল্লামা-শামী যে স্থানে ভ্রম করিয়াছেন, তিনি তাহা গোপনে হজম করিয়া গিয়াছেন।

আল্লামা-শামী লিখিয়াছেন, যদি কোন স্থানে হালাল ও হারামে মতভেদ হয়, তবে হারামের মত অগ্রগণ্য ধরিতে হইবে। মাওলানা ফয়জুল্লাহ্ নিজ কেতাবের ৬ পৃষ্ঠায় আল্লামা শামীর তনকিহ্ কেতাবের ২।১২৮ পৃষ্ঠা হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রাচীন বিদ্বান্‌গণ কোর আন শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করা হারাম বলিয়াছেন, পক্ষান্তরে পরবর্ত্তী জামানার বলখের বিদ্বানগণ উহা হালাল বলিয়াছেন। এক্ষেত্রে আল্লামা-শামীর লিখিত কানুন মতে হারাম হওয়ার মত বলবৎ হইবে, ইহাতে আল্লামা ও মাওলানার মত বাতীল হয় কিনা?

দ্বিতীয় আল্লামা শামী শেফায়োল-আলিলের ১৫৮।১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

বলখের বিদ্বানগণ কেবল কোর-আণ তা'লিম দিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ বলিয়াছেন, ইহা হেদায়া কাঞ্জ ও মাওয়াহেবোর রহমান হইতে বুঝা যায়, তাঁহাদের মতে ফেকহ্ শিক্ষা দিয়া আজান একামত দিয়া, এমামত করিয়া ও ওয়াজ করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

আল্লামা-শামী 'শেফাওল -আলিল' কেতাবের ১৫৭-১৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—প্রাচীন বিদ্বানগণের মতে কোন এবাদত কার্য্যে বেতন গ্রহণ করা জায়েজ নহে। খোলাছা কেতাবের কারাহিয়াতের অধ্যায়ে লিখিত আছে, আমাদের জামানায় কোর-আণ শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করাতে দোষ নাই। এমাম কাজিখান ও বালাখের বিদ্বানগণ কোরআন শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়া স্থির করিয়াছেন। মাওয়াহেবোর-রহমান, হেদায়া ও কাঞ্জে কেবল কোর-আণ শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন,—

قال محمد بن الفضل كره المتقدمون الاستئجار
على تعليم القرآن و اخذ الاجرة عليه لوجود العطية من
بيت المال مع الرغبة فى امور الدين و فى زماننا انقطعت
و يعنى بالرغبة التعليم و الاحسان الى المعلمين بلا اجرة
فلو اشتغلوا بالتعليم بلا اجر مع الحاجة الى المعاش
لضاعوا و تعطلت المصالح نقلنا بما قالوا و ان لم يكن

بینهما شرط یؤمر الوالد بتطییب قلب المعلم و ارضائه

بخلاف الامام والمؤذن لان ذلک لا یشغل الامام و

المؤذن عن المعاش ☆

উক্ত এবারতে বুঝা যায় যে, কেবল কোরআন শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ, এমামত ও আজান দিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ নহে। ইহা মোহাম্মদ বেনেল ফজলের মত।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন,—

وقال السرخسی واجمعوا علی ان الاجارة علی

تعلیم الفقه باطلة انتهی وجزم بهذا القول اعنی قول ابن

الفضل فی الفتاوی الظهیرة وذکر بعده کلام الامام

السرخسی و نقل الشرنبلالی عن قاضیخان مثله و قال فی

الخلاصة و لا یحل للمؤذن ولا للامام ان یأخذ علی الاذان و

الامامة اجرا ـ و الظاهر انه مبنی علی قول ابن الفضل من

تخصیص الجواز بتعلیم القرآن و ظاهر کلام الهدایة

المواهب و غیر هما نرجیحه حیث اقتصروا علیه☆ ☆

"ছারাখছি বলিয়াছেন, আর বিদ্বানগণ একমতে স্বীকার করিয়াছেন

যে, ফেকহ শিক্ষা দিয়া বেতন স্থির করা বাতীল। এই (এমাম) এবনোল ফজলের কথার প্রতি ফাতাওয়ায় জাহিরিয়াতে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। তৎপরে তিনি এমাম ছারাখছির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শারাম্বালালী কাজিখান হইতে ঐরূপ কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। খোলাছা কেতাবে আছে, মোয়াজ্জেন ও এমামের পক্ষে আজান ও এমামতের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হালাল নহে। প্রকাশ্য মত এই যে, এবনোল-ফজলের মতের উপর নির্ভর করিয়া বলা হইয়াছে যে, বেতন গ্রহণ করা খাস কোরা-আণ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। হেদায়া মাওয়াহেব ও অন্যান্য কেতাবের স্পষ্ট এবারত উক্ত মতটি প্রবল প্রতিপন্ন করে, যেহেতু তাঁহারা কেবল কোরআন শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ বলিয়াছেন।"

তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, যদি কেহ বলে, অন্যান্য বিদ্বানগণ যেরূপ আজান, একামত দিয়া, ফেকহ শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ বলিয়াছেন, হেদায়া প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের কথার ঐরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করা কেন হইবে না ?

তদুত্তরে বলি, ঐরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করা ছহিহ হইবে না, কেননা তাঁহারা প্রথমে বলিয়াছেন, কোরআন শিক্ষা দিয়া, আজান ও একামত দিয়া তত্তুল্য কোন কার্য্য করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ নহে, বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, বর্ত্তমান কালে কোরআন শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ, হওয়ার প্রতি ফৎওয়া হইবে। এস্থলে তাঁহারা কোরআন শিক্ষা দেওয়ার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, অবশিষ্ট কার্য্যগুলি বেতন নাজায়েজ হওয়ার ব্যবস্থা বলবৎ রাখিয়াছেন। আরও তুমি এমাম ফজলির বকথা এমাম ও মোয়াজ্জেনের বেতন নাজায়েজ হওয়া সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়াছ, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হেদায়া লেখক উক্ত এমামের মত মনোনীত স্থির করিয়াছেন। এমাম ছারাখছির কথা হইতে উক্ত মত সপ্রমাণ হয়, যেহেতু তিনি বলিয়াছেন, বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন, ফেক্হ শিক্ষা দিয়া বেতন আদান প্রদান করা বাতীল। কাজিখান ইহার অনুসরণ করিয়াছেন। যদি তুমি বল, মাজমা প্রভৃতি লেখকগণ ফেক্হ শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ বলিয়াছেন, কাজেই

কিরূপে নাজায়েজ হওয়ার প্রতি এজমা হওয়ার দাবি ছহিহ হইবে? তদুত্তরে বলি, (এমাম) ছারাখছি মাজমা' প্রণেতা অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন কালের ছিলেন, কাজেই ইহা স্বতঃ সিদ্ধ যে, তিনি প্রাচীন কালের বিদ্বানগণের এজমা বর্ণনা করিয়াছেন।

যদি তুমি বল, উহা প্রাচীন মোজতাহেদগণের মত অনুসারে বলা হইয়াছে। তদুত্তরে বলি, ইহা কাজিখান, বাজ্জাজিয়া ও জহিরিয়ার মতের বিপরীত, কারণ তাঁহারা উহা মোতায়াক্ষেরিণ আলেমগণের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, ফেক্হ শিক্ষা, আজান ও এমামতের বেতন জায়েজ হওয়া কেয়াছি মত, বালাখিদের মতের উপর কেয়াছ করা হইয়াছে।

এক্ষেত্রে আল্লামা শামীর শেফায়োল-আলিলের লিখিত মতে আজান, একামত, দিয়া, এমামত করিয়া, ফেকহ শিক্ষা দিয়া ও ওয়াজ করিয়া বেতন গ্রহণ করা হারাম হইবে না কেন? মাওলানা ফয়জুল্লাহ ছাহেব এই কথাটি গোপন করিলেন কেন?

তৃতীয় একজনের ফেৎরা একাধিক লোককে দেওয়া জায়েজ কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

আল্লামা শামী রদ্দোল-মোহতারের ২।১২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

قال فى البحر ردا على ظاهر ما فى الزيلعى هنا والفتح من ان المذهب المنع وان القائل بالجواز انما هو الكرخى له و كذا رده العلامة نوح بان الامر بالعكس فان المانعين جمع يسير و المجوزين جم غفير و الاعتماد على ما عليه الجم الكثير ☆

এই স্থলে অধিক সংখ্যক বিদ্বানের মত বলিয়া জায়েজ হওয়ার মত অগ্রগণ্য হইল, অল্প সংখ্যক লোকের নাজায়েজ হওয়ার মত পরিত্যক্ত, হইল।

যদি আল্লামা শামী দাবী সর্ব্বতোভাবে সত্য হয়, তবে একাধিক দরিদ্রকে একজনের ফেৎরা দেওয়া নাজায়েজ হওয়ার মত বলবৎ হইল না কেন?

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায়, যে স্থলে হালাল ও হারাম লইয়া মতভেদ হয়, কিন্তু উহার অন্য প্রকারের তরজিহ ترجيح না থাকে, তথায় হারামের মত প্রবল হইবে। ফেতরার মছলায় অধিকাংশ আলেমের মত নাজায়েজ হওয়ার বিরুদ্ধে, কাজেই জায়েজ হওয়ার মত প্রবল ও অগ্রগণ্য হইবে। আর নিজে আল্লামা শামী রদ্দোল-মোহতারের ১।৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

وكذا لو كان احدهما قول الاكثرين لماقدمناه عن الحاوى ☆

"অধিকাংশ আলেমের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে। ইহা আমি ইতি পূর্ব্বে হাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছি।"

কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা অল্প সংখ্যক আলেমের মতে নাজায়েজ।

আর হামাবি, আশবাহ গ্রন্থের টীকার ২৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

وينبغى ان تكون صحيحة على المفتى به من جواز الاجارة على الطاعة كما هو مذهب عامة علماء المتاخرين انتهى ☆

"উক্ত অছিএত ছহিহ্ হওয়া উচিত, কেননা এবাদত কার্য্যে বেতন গ্রহণ করা ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে জায়েজ, ইহা শেষ জমানার অধিকাংশ আলেমের মত।"

এস্থলে অধিকাংশ আলেমের মতে বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়ার জন্য এই মতটি গ্রহণীয় হইবে। চতুর্থ মাশায়েলে-বালাখ কেবল কোর-আণ শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ বলিয়াছেন, আর আল্লামা শামী লিখিয়াছেন যে, মোখতাছারোল-বেকায়া ও এছলাহ্ কেতাবে ফেকহ্ শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হওয়ার কথা লিখিত আছে। মাজমা, মোলতাকা ও দোরারোল বেহার কেতাবে এমামত করিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজের কথা লিখিত আছে। কেহ্ আজান ও একামত দিয়া ও ওয়াজ করিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়ার কথা বলিয়াছেন। উক্ত কেতাব প্রণেতাগণ মোজতাহেদ বা আছহাবে-তরজিহ ছিলেন না। আর আল্লামা শামী নিজে আছহাবে-তরজিহ বিদ্বানগণ হইতে শেফায়োল-আলিল কেতাবে উক্ত বিষয়গুলি নাজায়েজ হওয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আবার তিনি রদ্দোল-মোহ্তার কেতাবে উহা জায়েজ হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন, সমস্ত বালাখি বিদ্বান্‌গণের ও আছহাবে-তরজিহ্গণের মতের বিরুদ্ধে মাজমা, মোলতাকা, দোরারোল বেহার, মোখতাছারোল-বেকায়া ও এছলাহ্ কেতাবের মত কিরুপে গ্রাহ্য হইবে? তিনি নিজের চারিখণ্ড কেতাবে খেবল কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হওয়ার কথা লইয়া হৈ চৈ করিয়াছেন, কিন্তু রদ্দোল- মোহ্তার তনকিহ্ কেতাবে তিনি এমামত, আজান, একামত ওয়াজ সংক্রান্ত বিষয় বেমা'লুম হজম করিয়া গিয়াছেন। যদি মাওলানা ফয়জুল্লাহ ছাহেব সত্যপরায়ণ হওয়ার দাবী রাখেন, তবে আল্লামা-শামীর এই ভ্রান্তিকে প্রকাশ করিলেন না কেন? তিনি কি কোন বিশ্বাসযোগ্য কেতাব হইতে উক্ত গ্রন্থকারগণকে আছহাবে-তরহিজ বলিয়া প্রকাশ করিতে পারেন?

আল্লামা-শামী এবনোল-হোমামকে এজহেতাদের পদ প্রাপ্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

শামী, ২।৩৩৮ পৃষ্ঠা;—

ان الكمال ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد ☆

"কামাল-এবনোল হোমাম এজাতহাদের পদ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

মাওলানা অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী এবনোল-হোমাম ও এবনোল নজিম মিস্রিকে এই পদে প্রাপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

و لا يصغى الى ما قاله المحققون من الحنفيين كابن الهمام و ابن النجيم فى مسئلة العشر فى العشر الخ ☆

এনছাফ, ৮৮ পৃষ্ঠা,—

মাওলানা শাহ্ আলিউল্লাহ্ ছাহেবের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, আল্লামা -এবনো-নাজিম মিস্রি আছহাবে-তরজিহ্ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তিনি যখন কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, তখন উহা মোখতাছার, বেকায়া, এছলাহ্, মাজমা, মোলতাকা ও দোরারোল-বেহারের গ্রন্থকারদিগের মতের ন্যায় গ্রহণীয় হইবে না কেন?

আল্লামা-শামীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, তিনি লিখিয়াছেন, অমুক অমুক কেতাবে লিখিত আছে যে, কোর আন শিক্ষা দিয়া, ফেকহ্ শিক্ষা দিয়া, এমামত করিয়া, আজান একামত দিয়া, ওয়াজ করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ, কিন্তু কোরান পড়িয়া বেতন গ্রহণ করার কথা উক্ত কেতাবসমূহে নাই, কাজেই উহা হারাম হইবে।

এইরূপ বাতিল দাবি সত্য হইলে, আমরা বলিব, হেদায়া, কাজিখান কাঞ্জ ও মাওয়াহেবোর রহমানের কেবল কোর-আণ শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ বলিয়া লিখিত আছে, ফেকহ হাদিছ, নহো ছরফ শিক্ষা দিয়া, এমামত, আজান, একামত ও ওয়াজের বেতন গ্রহণ করার কথা তৎসমস্ত কেতাবে নাই, কাজেই তৎসমস্ত হারাম হইবে।

মোখতাছারোল বেকায়া ও এছলাহ্ কেতাবে কেবল ফেকহ্ শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করার কথা আছে, কাজেই উক্ত কেতাবদ্বয়ের মতে হাদিছ শিক্ষা দিয়া, এমামত করিয়া, আজান একামত দিয়া ও ওয়াজ করিয়া বেতন গ্রহণ করা হারাম হইবে। মাজমা মোলতাকা ও দোরারোল-বেহারে এমামতের বেতন জায়েজ হওয়ার কথা আছে, কাজেই উক্ত কেতাবের মতে আজান, একামত ও ওয়াজের বেতন গ্রহণ হারাম হইবে।

যদি উক্ত গ্রন্থকারদিগের মতে আজান, একামত, ওয়াজ এমামত ও ফেকহ্ শিক্ষা দেওয়ার বেতন জায়েজ হয়, তবে আলায়ি, হামাবি, এবনো-নাজিম, তাহতাবি, মোলতাকার টীকাকা র, এবনোশ-শেহনা, ছেরাজ লেখক ও হাদ্দাদির মতে কেন কোর আন পড়িয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ হইবে না ?

মাওলানা ফয়জুল্লাহ্ ছাহেব ৬।৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—" যে বস্তু জরুরী নহে, উহা কখন কখন ত্যাগ না করিয়া সর্ব্বদা করিলে, যদিও উহার ফরজ ওয়াজেব হওয়ার ধারণা না করে, তবু উক্ত মোস্তাহাব মোবাহ্ কার্য্য বেদয়াত ও মকরুহ্ হইয়া যায়। ইহার প্রমাণ মজমায়োল-বেহার ও তিবির কথা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

উক্ত গ্রন্থকারদ্বয় খাঁটী মোকাল্লেদ ছিলেন, তাঁহাদের কথা প্রথম স্থানে ব্যবহার করা হইল কেন?

তৎপরে আয়নির কথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তিনি কি আছহাবে তরজিহ বা মোজতাহেদ ছিলেন যে, তাঁহার কথা প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে? নামাজের জবানি নিয়ত মোস্তাহাব, সর্ব্বদা সকলেই ইহা করিয়া থাকেন, ইহা কি বেদয়াত ও মকরুহ্ হইবে?

ওজু কালে ঘাড় মছেহ করা মোস্তাহাব, সকলেই সর্ব্বদা এই মোস্তাহাব পালন করিয়া থাকেন, ইহা কি বেদয়াত ও মকরুহ হইবে? নামাজের অনেক মোস্তাহাব আছে, লোকে চিরকাল তৎসমস্ত আমল করিয়া থাকেন, তৎসমস্ত কি বেদয়াত মকরুহ্ হইবে?

খোৎবাতে হজরতের চারি খলিফার নাম উল্লেখ করা মোস্তাহাব, চিরকাল আলেমরা উহা উল্লেখ করিয়া থাকেন, ইহা কি বেদয়াত ও মকরুহ হইবে?

ছাত্রদিগকে দ্বীনি এলম শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাদ্রাছা গৃহ প্রস্তুত করা বেদয়াতে-হাছানা, চেয়ার বেঞ্চের উপর শিক্ষক ছাত্রদিগের বসিয়া পড়ান বা পড়া, সম্মুখে একখানা টেবিল রাখা, ক্লাশ বিভাগ করা, এমতেহান লওয়া, পুরস্কার দেওয়া এই সমস্ত মোবাহ কার্য্য। মাওলানা ফয়জুল্লাহ সাহেব ইহার ব্যতিক্রম করেন না। মোবাহ কার্য্য সর্ব্বদা করিলে, উহা বেদয়াত ও মকরুহ হয়, এই মত সত্য হইলে, তৎসমস্ত মকরুহ ও বেদয়াত হইবে না কেন?

যব,গম ও চাউলের ভাত ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদা ভাত খাওয়া মৎস্য, ডাউল ইত্যাদি খাওয়া মোবাহ সর্ব্বদা এইরূপ কার্য্য করিয়া বেদয়াত ও মকরুহ কার্য্য করিতেছেন কি না?

উপরোক্ত বিবরণে মাওলানার দাবী একেবারে বাতীল হওয়া প্রমাণিত হইল।

তিনি উহার ৫।৮ পৃষ্ঠায় ওকুদো-রাছমেল-মুফতির ১৩ পৃষ্ঠা হইতে আশবাহ কেতাবের টীকার বরাত দিয়া লিখিয়াছেন যে, দোর্রোল-মোখতার ও আশবাহ কেতাবের কোন কথা দেখিয়া ফৎওয়া দেওয়া যাইতে পারে না, কেননা—উহাতে অনেক কথা সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত আছে, অনেক জইফ বাতীল কথা আছে। পাঠক, স্বরণ রাখা উচিত, ইহাতে দোর্রোল-মোখতার ও আশবাহ কেতাবদ্বয় জইফ কেতাব হইতে পারে না, রদ্দোল-মোহতারে অনেক জইফ মত আছে। তহরিরোল-মোখতারে ইহার প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। নিজে আল্লামা-শামী সহস্র স্থানে উক্ত দুই কেতাবের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি কাহাস্তানিকে জইফ কেতাব বলিলেও বহু স্থানে আল্লামা শামী কাহাস্তানীর মত গ্রহণ করিয়াছেন।

এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন;—

صرح القهستانى بانه دون سنن الزوائد ٨٧ ـ ١

অন্য স্থানে লিখিয়াছেন;—

قال القهستانى و اطلاق كلامه يدل على انه لو دفع الى فقير جملة جاز و لم يشترط العدد ولا المقدار لكن لو دفع اليه اقل من نصف صاع لم يعتد به و به يفتى ١٢١ ـ ١

অন্য স্থানে আছে, — واعتمده القهستانى ـ ١١ ـ ١

তিনি শরহে আশবাহ হইতে 'কিনাইয়া' কেতাবের জইফ হওয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আল্লামা শামী শতাধিক স্থলে কিনইয়ার মত গ্রহণ করিয়াছেন।

তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন;—

فى القنية و جامع الفتاوى انه الا شبه ٩٦ ـ ١

তিনি কারাহিয়াতের অধ্যায়ে কদমবুছির মছলার কিনইয়ার মত সমর্থন করিয়াছেন।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায়, কাহাস্তানি ও কিনইয়ার মত আল্লামা শামীর সমর্থনে ছহিহ বলিয়া গণ্য হইয়া গেল।

মাওলানা ফয়জুল্লাহ ছাহেব লিখিয়াছেন, উক্ত জামেয়োর-রমুজ কেতাব জইফ। আমাদের উত্তর -জামেয়োর-রমুজের কতক মছলা জইফ হইলেও সমস্ত মছলা জইফ নহে। আল্লামা শামীর সমর্থনে জামেয়োর-রমুজের বহু মছলা ছহিহ সাব্যস্ত হইয়াছেন। যখন আল্লামা তাহতাবী

দোর্রোল-মোখতারের টীকাতে এই কাহাস্তানির (জামেয়োর-রমুজের) মত উদ্ধৃত করিয়া সমর্থন করিয়াছেন, আর বহু আলেম উহার উপর ফৎওয়া দিয়াছেন, তখন উক্ত মত বাতীল নহে।

মাওলানা ফয়জুল্লাহ্ ছাহেব শেফায়োল-আলিলের ১৭৯ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন;—

وقف عليها ضيعة و بين فيها ان ثلاثه ارباعه للمتفقمة وربعه يصرف الى من يقوم بكنس المقبرة (الى) الى من يقرأ عند قبره (الى) يحل لمن يقرأ عنده هذه المرسوم ☆

কিন্‌ইয়া কেতাবে আছে;—

"একজন তাহার জমি অকফ করিল, উহাতে উল্লেখ করিল যে, উহার তিন চতুর্থাংশ ফকিহগণের জন্য, উহার একচতুর্থাংশ যে ব্যক্তি গোরস্তান পরিষ্কার করিতে সংলিপ্ত থাকিবে এবং তাহার গোরের নিকট কোর আন পড়িবে, তাহাদের জন্য। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাহার গোরের নিকট কোর আন পড়িবে, তাহার পক্ষে উক্ত বেতন হালাল হইবে।"

মাওলানা ফয়জুল্লাহ্ ছাহেব কিন্‌ইয়া জইফ কেতাব বলিয়া উক্ত মছলা বাতীল প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আল্লামা শামীর শেফায়োল-আলিলের ১৮০।১৮১ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন;—

و قد يجاب عما فى القنية بان ذلك تعيين للمصرف كما قدمناه عن شرح الطريقة و لا محذور فيه

اذ ليس فيه بيع الثواب و الامر باهدائه لروح الواقف كما يفعل فى الوصية فى زماننا فهو مثل ما لو قال يعطى للعلماء و الفقراء مثلاو انما المحذور بدلامن ثواب القرأة ☆

"কখন কিনইয়ার পক্ষ হইতে উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে যে, উহাতে (অক্‌ফের) ব্যয় করার স্থল নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, যেরূপ আমি ইতিপূর্ব্বে শরহে-তরিকা হইতে বর্ণনা করিয়াছি, আর ইহাতে কোন দোষ নাই, কেননা ইহাতে ছওয়াব বিক্রয় করার ও উক্ত ছওয়াব অকফকারির রুহে পৌছাইয়া দিবার আদেশ করার কথা নাই। যেরূপ আমাদের জামানায় অছিএত করা হইয়া থাকে। ইহা যেরূপ কেহ বলে, আলেম ও দরিদ্রদিগকে দান করা হইবে, কোর-আণ পাঠের ছওয়াবের বিনিময় গ্রহণ নিষিদ্ধ।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লামা-শামী কিনইয়া কেতাবের মত ছহিহ বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি অক্‌ফ ও অছিএতের যেরূপ প্রভেদ উল্লেখ করিয়াছেন, উহা জ্ঞানিগণের নিকট হাস্যস্পদ। তিনি যখন জবরদস্তি করিয়া তেলাওয়াতের বেতন নাজায়েজ প্রমাণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন এইরূপ আবল তাবল কিছু বলিয়া নিজের জেদ বজায় করিয়াছেন। আমরা কি তাঁহার মোকাল্লেদ যে, তাঁহার প্রত্যেক অমূলক মতের তাবেদারি করিব? এক ব্যক্তি অছিএত করিল, যে ব্যক্তি আমার গোরের নিকট কোর আন পাঠ করিবে, তাহাকে যেন এত টাকা দেওয়া হয়।

আর এক ব্যক্তি অক্‌ফ নামায় লিখিল, আমার গোরের নিকট এক ব্যক্তি কোর আন পড়িবে, তাহাকে যেন এত টাকা দেওয়া হয়। এতদুভয়ের মধ্যে কিছুই প্রভেদ নাই, আল্লামা-শামী যা'তা কিছু বলিলে, লোকে শুনিবে কেন?

মাওলানা ফয়জুল্লাহ্ ছাহেব উক্ত কেতাবের ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এবনো-নজিম মিস্রি বাহ্রোর-রায়েকে লিখিয়াছেন, ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে কোরান পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হইবে। এবনো নজিম বিশ্বাস যোগ্য আলেম, তাহার কেতাব বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু এই কথাটি ভ্রান্তিমূলক, যেহেতু তিনি জওহারার ভ্রমের জন্য তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

তৎপরে তিনি আল্লামা শামীর তনকিহ্ কেতাবের ২।১২৮ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

و قد اغتر بكلامه كثير من المتاخرين كصاحب البحر و العلائى و بعض محشى الاشباه ☆

"বাহরোর-রায়েক প্রণেতা, আলাউদ্দিন হাছকাফি (দোর্রোল-মোখতার প্রণেতা) ও আশবাহ্ কেতাবের কোন হাশিয়া লেখক (হামাবি) প্রভৃতির ন্যায় অনেক মোতায়াক্ষেরিণ জওহারার কথার জন্য ধোকা খাইয়াছেন।"

আমাদের উত্তর;—

ইহা আল্লামা শামীর পক্ষপাত মূলক দাবি, যখন এবনো নজিম মিস্রি আলাউদ্দিন হাছকাফি, আল্লামা হামাবি, আল্লামা তাহ্তাবি, এবনোশ-শেহনা, মোলতাকার টীকাকার, আল্লামা-কাজরুনি, আল্লামা আলি আফেন্দি, কাজি হোছেন, আল্লামা-শামীর লেখা মতে অনেক মোতায়াক্ষেরিণ বিদ্বান, হামাবির লেখা মতে অধিকাংশ মোতায়াক্ষেরিণ, আলমগীরির সংগ্রাহক বহুশত আল্লামা জওহারার মত সমর্থন করিয়াছেন, তখন ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা ধোকা খান নাই, বরং ছহিহ মতের সমর্থন করিয়াছেন, অবশ্য আমরা বলি, আল্লামা-শামী নিজে ধোকা খাইয়াছেন। কেননা যখন তিনি দেখিলেন, কতকগুলি কেতাবে কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করার

সম্বন্ধে কোন আলোচনা নাই, তখন তিনি ধারণা করিলেন যে, উহা নাজায়েজ হইবে, ইহা বাতীল কেয়াছ। যদি এই কেয়াছ ছহিহ্ হইত, তবে হাদিছ শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ হারাম হইয়া যাইত। কেননা কোন কেতাবে ইহার আলোচনা করা হয় নাই।

তৎপরে তিনি শামীর তনকিহ্ কেতাবের ৩।১২৮ পৃষ্ঠা ও রদ্দোল মোহতারের ৫।৩৯ পৃষ্ঠা হইতে খয়রদ্দিন রামালির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।;—

মাওলানা ফয়জুল্লাহ্ ছাহেবের সম্বল কেবল আল্লামা-শামী কখন তাঁহার নাম করিয়া উল্লেখ করেন, কখন উহা হলফ করিয়া উল্লেখ করেন, তিনি সাধারণ লোককে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, বহু আলেম কেবল উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন, অথচ আল্লামা-শামী ও রামালী ইহা অগ্রদূত।

রামালি লিখিয়াছেন, কোর-আণ শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হওয়া অস্পষ্ট কেয়াছ অনুযায়ী ফৎওয়া গ্রাহ্য মত, কেবল কোর-আণ পড়ার ব্যবস্থা ইহা নহে। যেরূপ তাতারখানিয়াতে আছে, এইরূপ অছিএতের এবং কারিকে কোর-আণ পড়ার জন্য দান করার কোন অর্থ নাই, কেননা ইহা বেতনের তুল্য, আর উহার বেতন বাতীল, কোন খলিফা ইহা করেন নাই।

আমাদের উত্তর;—

রামালির কথায় বুঝা যায় যে, এমামত করিয়া, আজান, একামত দিয়া, ফেকহ্ ও হাদিছ শিক্ষা দিয়া, ওয়াজ করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ নহে। যদি কেহ বলেন, তৎপরবর্ত্তী বিদ্বানগণ তৎসমুদয়ে জায়েজ বলিয়াছেন, তবে আমরাও বলিব, অধিকাংশ মোতায়াক্ষেরিণ বিদ্বানগণ কোর-আণ তেলাওয়াতের বেতন গ্রহণ জায়েজ বলিয়াছেন।

তৎপরে তাতারখানিয়াতে প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মত উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আশবাহ কেতাবের টীকায় হামাবী লিখিয়াছেন;—

فى مجمع الفتاوى الوصية بالقرأة على قبره باطلة لكن هذا اذا لم تعين القارى اما اذا عينه ينبغى ان يجوز على وجه الصلة و يفهم ان الوصية بالقرأة انما بطلت لعدم جواز الاجارة على القرأة و ينبغى ان تكون صحيحة على المفتى به من جواز الاجارة على الطاعة كما هو مذهب عامة علماء المتاخرين ☆

"মাজমায়োল-ফাতাওয়াতে আছে, গোরের নিকট কোর-আণ পড়ার অছিএত করা বাতীল, কিন্তু যদি কোন 'কারি' নির্দ্দিষ্ট না করিয়া থাকে, কিন্তু যদি উহা নির্দিষ্ট করিয়া থাকে তবে দান স্বরূপ উহা জায়েজ হওয়া সঙ্গত। ইহাতে বুঝা যায় যে, কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ নাজায়েজ হওয়ার রেওয়াএত অনুযায়ী বলা হইয়াছে যে, কোর-আণ পড়ার অছিএত করা বাতীল, কিন্তু এবাদত কার্য্যে বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়াই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত, এই হিসাবে উক্ত অছিএত জায়েজ হওয়া উচিত (সঙ্গত)। ইহা অধিকাংশ মোতায়েক্ষেরিণ বিদ্বানের মত।

বাহরোর-রায়েকে আছে;—

ان صاحب الاختيار علله بان اخذ شئ للقرأة لايجوز لانه كالاجرة فافاد انه مبنى على غير المفتى به فان المفتى به جواز الاخذ على القرأة ☆

"এখতিয়ার প্রণেতা উক্ত অছিএত বাতীল হওয়ার এইরূপ হেতু নির্ণয় করিয়াছেন যে কোর-আণ পাঠ করিয়া কিছু গ্রহণ করা জায়েজ নহে, যেহেতু উহা বেতন স্বরূপ। ইহাতে বুঝা যায় যে, ফৎওয়ার বিবরীত মতানুযায়ী উহা বলা হইয়াছে, কেননা ফৎওয়া গ্রাহ্যমতে কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে তাতারখানিয়াতে প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মত লিখিত আছে। আর বাহরোর-রায়েকে অধিকাংশ মোতায়াক্ষেরিণ বিদ্বানের মত লিখিত হইয়াছে, কাজেই খয়রদ্দিন রামালি ও আল্লামা শামীর বাহরোর-রায়েকের উক্ত মতের প্রতিবাদে তাতারখানিয়ার এবারত উদ্ধৃত করা সঙ্গত হয় নাই। আমরাত খয়রদ্দিন রামালিকে মোজতাহেদ বা আছহাবে তরজিহ বলিয়া ধারণা করিনা, কাজেই চক্ষু বন্ধ করিয়া তাঁহার ভ্রান্তিমূলক মতের অনুসরণ করিব কেন?

তৎপরে তাতারখানিয়ার এই এবারত যে, এই অছিএত বাতীল হওয়ার কারণ এই যে, কোন খলিফা এইরূপ কার্য্য করেন নাই। ইহা একেবারে বাতীল দাবী। চারি খলিফা কি চারি মজহাবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন? তাঁহারা কি হাদিছ, তফছির, আকায়েদ, ফেক্‌হ, কেরাত আছমায়োর- রেজাল, তারিখ ইত্যাদির কেতাব লিখিয়াছেন? তাঁহারা কি হাদিছের ছহিহ, হাছান জইফ, মওজু, মোরছাল, মোনকাতা, মোয়াল্লাল, মোদরাজ, মোয়ানয়ান, মরফু, মওকুফ ইত্যাদির ভাগ করিয়াছিলেন? তাঁহারা জুনিয়ার, সিনিয়ার মাদ্রাছার ক্লাছ বিভাগ, এমতেহান ও পড়ার সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন?

তৎপরে মাওলানা ফয়জুল্লাহ ছাহেব আল্লামা শামীর কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন, মাওলানা কেবল তাঁহার চারিখানা কেতাবের কতকগুলি কথা লিখিয়া পালা শেষ করিয়াছেন। ইহার জওয়াব বারম্বার দেওয়া হইয়াছে।

তৎপরে তিনি বাহরোর-রায়েকের এই উদ্ধৃত করিয়াছেন;—

لم ارحكم من اخذ شيأ من الدنيا ليجعل ثواب

عبادته للمعطى و ينبغى ان لا صح ☆

"যে ব্যক্তি কিছু পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করিল, এইহেতু যে সে নিজের এবাদতের ছওয়াব দাতাকে প্রদান করিবে, ইহার ব্যবস্থা আমি দেখি নাই। উহা ছহিহ না হওয়া সঙ্গত মত।"

আমাদের উত্তর।

বাহরোর-রায়েক প্রণেতা ইহা প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মতানুযায়ী বলিয়াছেন। ইহা তাঁহার মতে ফৎওয়া গ্রাহ্য মত নহে, তিনি মোতায়াক্ষেরিণ আলেমগণের মতটি ফৎওয়া গ্রাহ্য বলিয়াছেন কাজেই ইহাই গ্রহণীয় হইবে।

মাওলানা ফয়জুল্লাহ ছাহেব উহার ২৩। ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

তাহতাবী লিখিয়াছেন, "মনোনীত মতে গোরের নিকট নির্দ্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।"

ইনি ত মোজতাহেদ কিম্বা ছয় তবকার ফকিহ ছিলেন না, কাজেই তাঁহার মত গ্রহণীয় হইবে না।

আমাদের উত্তর।

অধিকাংশ মোতায়াক্ষেরিণ বিদ্বাণের মনোনীত মতে উহা জায়েজ, আল্লামা তাহতাবি তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন, নিজে আল্লামা শামী বহু স্থলে আল্লামা তাহতাবীর মতগুলি প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। রদ্দোল-মোহতারের বন্ধকের অধ্যায়ে ইহার প্রমাণ আছে।

যদি আল্লামা শামীর শিক্ষক স্থানীয় আল্লামা তাহতাবীর কথা অগ্রাহ্য হয়, তবে আল্লামা শামীর কথা কিরূপে গ্রাহ্য হইবে?

তৎপরে হাট হাজারির মাওলানা লিখিয়াছেন, আল্লামা তাহতাবী আল্লামা-শামীর শেফায়োল-আলিল কেতাবের ১৯৮।১৯৯ পৃষ্ঠায় উক্ত কেতাবের সমর্থন করিয়াছেন।

আমাদের উত্তর।

ইহাতে বুঝা গেল, আল্লামা তাহতাবী দুইরূপ ফৎওয়া সমর্থন করিয়াছেন, তিনি ত প্রথম ফৎওয়া হইতে রুজু করেন নাই, কোন কেতাবে এই রুজু করার কথা নাই। আর ইহা স্বতঃ সিদ্ধমত যে, কোন আলেমের দুই প্রকার ফৎওয়া থাকিলে, যাহার যেটী পছন্দ হয়, সে সেইটি গ্রহণ করিতে পারেন। দোর্রোল-মোখতারে লিখিত আছে।

তৎপরে তিনি উহার ২৪।২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

فی وقف البحر وغیره متی کان فی المسئلة قولان

مصححان جاز القضاء والافتاء باحدی هما ☆

দোর্রোল-মোখতার, শরহে-অহবানিয়া, হাসিয়ায় হামাবি, ফাতাওয়ায় কাজরুনি ও ফাতাওয়ায়-আলি আফেন্দি এমাদীতে কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হওয়ার কথা আছে, এই কেতবগুলি সপ্তম তাবা কার কেতাব, তৎসমস্তের রচয়িতাগণ খাঁটি মোকাল্লেদ ছিলেন, তাঁহাদের বিনা দলীলের কথাগুলি গ্রহণীয় নহে।

আমাদের উত্তর।

রদ্দোল-মোহতার, তনকিহ, ইত্যাদি সপ্তম তাবা কার কেতাব, আল্লামা শামী খাঁটী মোকাল্লেদ, তাঁহার কথাগুলি গ্রহণীয় হইবে কেন? তাঁহার পূর্ব্বকার বিদ্বানগণ তাঁহার শিক্ষক শ্রেণীর লোক ছিলেন, তাঁহাদের কথাগুলি বিনা দলীলের হইল, আর কেবল আল্লামা শামীর কথা দলীল সঙ্গত হইল, ইহা বাতীল দাবী নহে কি? উক্ত মতটি অধিকাংশ মোতায়াক্ষেরিণ বিদ্বানের

মত, ইহা হামাবী ও শরহে-আহবানিয়া হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আল্লামা হামাবি, এবনো-নজিম, আলাউদ্দিন হাছ্কাফি, তাহতাবি, এবনোশ শেহ না, মোলতাকার টীকাকার, ছেরাজ লেখক হাদ্দাদী, কাজুনি আলি আফেন্দি উহা মোতায়াক্কেরিণ বিদ্বান্গণের ফৎওয়া মতে জায়েজ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আর কেবল শামী ও রামালী উহা অস্বীকার করেন। কাজেই বিরাট দলের বিরুদ্ধে এক দুইজনের মত বাতীল। যদি উহা মোরাজ্জেহিন ফকিহগণের মত না হইত, তবে বিরাট দল উহা নিজ নিজ কেতাবে সন্নিবেশিত করিতেন না।

যদি তাঁহারা মোরাজ্জেহিন ফকিহগণের মত উল্লেখ না করিয়া নিজেদের মত উল্লেখ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা আরও শত শত স্থলে শত শত মছলাকে ফৎওয়া গ্রাহ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুলির উপর এরূপ প্রশ্ন হইবে না কেন? আল্লামা শামি চক্ষু বন্ধ করতঃ তৎসমস্ত কথা মানিয়া লইয়াছেন কেন?

তৎপরে তিনি আল্লামা শামীর-রদ্দোল-মোহতারের ৫।৩৮ পৃষ্ঠা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, জরুরত স্থলে মূল মজহাব ত্যাগ করার কথা বিদ্বান্গণ বলিয়াছেন।

আমরা বলি, পিতা মাতা ও আত্মীয়দিগের হক যে কোন প্রকারে আদায় করা সম্ভব হয় উহা জরুরী বিষয়, ইহা আল্লামা শামী বুঝুন, আর নাই বুঝুন।

মেশকাতের ১৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, পিতা মাতার গোর জিয়ারত করিলে, তাহাদের হক আদায় হয়। আরও উহার ৪২০ পৃষ্ঠায় একটি হাদিছে আছে, পিতা মাতার জন্য দোওয়ায় মগফেরাত করা সন্তানের হক।

শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব ফাতাওয়ায় আজিজির ১।৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

آرے زیارت وتبرک بقبور صالحین وامداد ایشان بامداد ثواب و تلاوت قرآن ودعای خیر وتقسیم طعام وشیرینی امور مستحسن وخوب است باجماع علما خلف رالازم است کہ سلف خود را باین نوع بر واحسان نماید چنانچہ در احادیث مذکور است کہ ولہ صالح یدعو لہ ☆

"হাঁ, নেক্কারদিগের গোরের জিয়ারত ও বরকত লাভ, ছওয়াব রেছানি, কোর-আণ তেলাওয়াত, নেক দোওয়া, খাদ্য ও মিষ্টান্ন বিতরণ দ্বারা তাঁহাদের সহায়তা করা বিদ্বান্‌গণের এজমা মতে উৎকৃষ্ট কার্য্য। সন্তান সন্ততিদের পক্ষে ওয়াজেব এই যে, এইরূপ কার্য্য দ্বারা পূর্ব্ব পুরুষগণের উপকার সাধন করে, যেরূপ হাদিছ সমূহে আছে, সৎপুত্র পিতার জন্য দোওয়া করিয়া থাকে।"

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কোরানখানি ইত্যাদি করাইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের ছওয়াব-রেছানি কার ওয়াজেব। কাজেই জরুরতে জন্য উহার বেতন গ্রহণ জায়েজ হইবে।

তৎপরে তিনি আল্লামা শামীর 'অকুদে-রাছমেল-মুফতি' কেতাবের ১৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, অধিকাংশ গ্রন্থকার জওহারা লেখকের ভ্রান্তিমূলক মতের অনুসরণ করিয়াছেন।

আমাদের উত্তর।

চল্লিশ জন বড় বড় ফেকহ তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত জানিতে পারিলেন না, তাঁহারা চক্ষু বন্ধ করিয়া একটি ভ্রান্তিমূলক

মত সমর্থন করিলেন। ইহা কি সত্য দাবি হইতে পারে? নিজে আল্লামা শামী অধিকাংশ বিদ্বানের মতের উপর ফৎওয়া দিতে বলিয়াছেন। কাজেই আমরা কেবল আল্লামা শামী ও রামালীর কথায় অধিকাংশ আলেমের মত ত্যাগ করিতে বাধ্য নহি।

তৎপরে মাওলানা রদ্দোল-মোহ্তারের ৫।৬০৫ পৃষ্ঠায় অছিএতের অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ— দোর্রোল-মোখতার প্রণেতার কথা ঠিক নহে, কেননা অলওয়ালজিয়া কেতাবে আছে, যদি কেহ কোন বন্ধু কিম্বা আত্মীয়ের গোর, জিয়ারত করে এবং তাহার নিকট কিছু কোর-আণ পাঠ করে, তবে ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্য হইবে, কিন্তু তজ্জন্য অছিএত করার এবং কারীকে কিছু দান করার কোন অর্থ নাই, কেননা ইহা কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করার তুল্য ইহা বাতীল, কোন খলিফা ইহা করেন নাই। ইনি'ত গোরের নিকট কোর-আণ পাঠ উত্তম হওয়ার ও অছিএত বাতীল হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, কাজেই দোর্রোল-মোখতার প্রণেতা যে দাবি করিয়াছেন যে কবরস্থলে কোর আন পাঠ মকরুহ হওয়ার রেওয়াএত অনুসারে উক্ত অছিএত বাতীল বলা হইয়াছে, অথচ গোরের নিকট কোরান পাঠ ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে জায়েজ। কাজেই তাঁহার দাবি ঠিক নহে। দোরোল-মোখতার প্রণেতা বলিয়াছেন, কিম্বা এবাদত কার্য্যগুলিতে বেতন গ্রহণ করা নাজায়েজ হওয়ার রেওয়াএত অনুসারে উক্ত অছিএত বাতীল বলা হইয়াছে, অথচ ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে উক্ত বেতন গ্রহণ করা জায়েজ। আল্লামা শামী বলিয়াছেন, এই জায়েজ হওয়াতে সন্দেহ আছে, কেননা তাঁহারা জরুরত স্থলে উহা জায়েজ স্থির করিয়াছেন, যেরূপ কোর-আণ ও ফেকহ শিক্ষা দেওয়া, আজান দেওয়া ও এমামত করা। লোকদিগের শুভ কার্য্যে আগ্রহ কম হওয়ায় উক্ত কার্য্যগুলি রহিত হওয়ার আশঙ্কায় (এইরূপ ব্যবস্থা

করিয়াছেন)। আর একজনকে গোরস্থানে কোর-আণ পড়ার জন্য বেতন দিয়া রাখার জরুরত নাই।

আমাদের উত্তর।

আল্লামা শামী রদ্দোল-মোহতারের পঞ্চম খণ্ডে অছিএতের অধ্যায়ে (৬০৫ পৃষ্ঠায়), তনকিহে-ফাতাওয়ায়-হামিদীয়ার ২।১২৭ পৃষ্ঠায় ও শেফায়োল -আলিলের ১৬৮। ১৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মুহিতে ছারাখছি, মুহিত বোরহানি, খোলাছা বাজ্জাজিয়া, তাতারখানিয়া, ওয়ালওয়ালজিয়া, খাজানাতোল-ফাতাওয়া, মোস্তাকাল-ফাতাওয়া ও ফাতাওয়ায়-খয়রিয়া হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, গোরস্তানে কোর-আণ পড়ার জন্য অছিএত করা বাতীল, কেননা, ইহা কোরান পড়িয়া বেতন গ্রহণ করার তুল্য হইয়া থাকে। দোর্রোল মোখতার প্রণেতা বলিয়াছেন, যদি বলা হয়, গোরস্তানে কোর-আণ পড়া মকরুহ, এই হিসাবে উক্ত অছিএত বাতীল, কিম্বা এবাদত কার্য্যে বেতন গ্রহণ করা নাজায়েজ, এই হিসাবে উহা নাজায়েজ।

اما على المفتى به من جواز هما فينبغى جواز ها مطلقا ☆

"কিন্তু ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে উভয় কার্য্য জায়েজ, কাজেই প্রত্যেক অবস্থাতে উক্ত অছিএত জায়েজ।"

আল্লামা-তাহতাবি এই মতের সমর্থনে তাহতাবীর ৪। পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।"

و المختار جواز الاستئجار على قرأة القرآن على القبور مدة معلومة ☆

"এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে গোরসমূহের নিকট কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ, ইহা মনোনীত মত।"

আল্লামা এবনো নজিম মিস্রি বাহরোর-রায়েকের ৫। ২০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

قال فى القنية وقف و شرط ان يقرأ عند قبره فالتعيين باطل و صرحوا فى الوصايا بانه لو اوصى بشئ لمن يقرأ عند قبره فالوصية باطلة ندل على ان المكان لايتعين و به تمسك بعض الحنفية من اهل العصر قلت لا يدل لان صاحب الاختيار علله بان اخذ شئ للقرأة لايجوز لانه كالاجرة فافادانه مبنى على غير المفتى به فان المفتى جواز الاخذ على القرأة فيتعين المكان و الذى ظهرلى انه مبنى على قول ابى حنيفة بكراهة القرأة عند القبر فلذا يبطل التعيين و الفتوى على قول محمد من عدم كراهة القرأة عنده كذا فى الخلاصة ☆

"কিনইয়াতে আছে, একজন অক্‌ফ করিয়া শর্ত্ত করিল যে, যেন তাহার গোরের নিকট কোর-আণ পড়া হয়, এসূত্রে স্থান নির্দ্ধারিণ বাতীল হইবে। আর বিদ্বানগণ অছিএতের অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়াছেন, যদি কেহ যে ব্যক্তি তাহার গোরের নিকট কোর-আণ পড়ে তাহার জন্য কিছু

অছিএত করে তবে এই অছিএত বাতীল। ইহাতে বুঝা যায় যে, স্থান নির্দ্ধারিত হইবে না। সমসাময়িক কোন হানাফী বিদ্বান এই কথা দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। আমি বলি, উহা বুঝা যায় না কেননা এখতিয়ার প্রণেতা অছিএত নাজায়েজ হওয়ার কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে কোরান পড়ার জন্য কিছু গ্রহণ করা নাজায়েজ, কেননা উহা বেতনের তুল্য। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে এখতিয়ার প্রণেতার কথা ফৎওয়ার বিপরীত মত অনুসারে কথিত হইয়াছে, কেননা কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে জায়েজ। কাজেই স্থান নির্দ্ধারিত হইবে। আমার পক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে যে, (এমাম) আবু হানিফার মতানুসারে গোরের নিকট কোর-আণ পড়া মকরুহ, এই হিসাবে উহা বলা হইয়াছে, কাজেই স্থান নির্দ্ধারণ বাতীল হইবে। গোরের নিকট কোরান পড়া মকরুহ না হওয়া (এমাম) মোহাম্মদের মত ইহার উপর ফৎওয়া হইবে। ইহা খোলাছাতে আছে।

আশবাহ আন্নাজায়েরের টিকা হামাবী, ২৭৫ পৃষ্ঠা;—

ويفهم منه ان الوصية بالقرأة انما بطلت لعدم جواز الاجارة على القرأة و ينبغى ان تكون صحيحة على المفتى به من جواز الاجارة على الطاعة كما هو مذهب عامة علماء المتاخرين انتهى ☆

"উহাতে বুঝা যাইতেছে যে, কোর-আণ পড়ার অছিএত কেবল এই জন্য বাতীল হইয়াছে যে, কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ নহে, উক্ত অছিএত জায়েজ হওয়া সঙ্গত, কেননা এবাদত কার্য্যে বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হওয়া ফৎওয়া গ্রাহ্য মত, ইহা অধিকাংশ মোতায়ক্কেরিণ বিদ্বানের মত।"

এইরূপ শরহে-অহ্বানিয়া ফাতাওয়ায় কাজরুনি, ফাতাওয়ায় আলি আফেন্দী, মোলতাকার টীকা, ফাতাওয়ায় ফয়জি ইত্যাদিতে আছে।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, গোরস্তানে কোর-আণ পড়ার অছিএত ও তজ্জন্য কারিকে কিছু দান করার অছিএত জায়েজ ও নাজায়েজ হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে, আরও মতভেদ ঘটিত মছলা সম্বন্ধে যে মতটীর সম্বন্ধে ফৎওয়া সূচক শব্দ থাকে, তাহাই গ্রহণীয় হইয়া থাকে। এইরূপ অছিএত ও কোর-আণ পাঠের বেতন গ্রহণ সম্বন্ধে المفتى به المختار এইরূপ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, নাজায়েজ সম্বন্ধে ছহিহ الصحيح শব্দ কথিত হইয়াছে।

আল্লামা শামী অকুদো-রাছমেল মুফতির ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

واذ اذيلت بالصحيح او الماخوذ به او به يفتى او عليه الفتوى لم يفت بمخالفها الا اذا كان فى الهداية مثلا هو الصحيح و فى الكافى بمخالفه هو الصحيح فيخير ☆

ইহাতে বুঝা যায় যে, ইহার উপর ফৎওয়া হইবে, এইরূপ কথা লিখিত হইল, সেই মত ব্যতীত অন্য মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে না।

আল্লামা শামী 'তানকিহ' কেতাবের ২।৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

ان لفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح يعنى ان لفظ و به يفتى آكد من لفظ الصحيح فالحاصل انهما قولان مصححان لكن الاول اصح لانه معنون بلفظ الفتوى الذى هو آكد الفاظ التصحيح ٥

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, উহা জায়েজ হওয়ার মতই গ্রহণীয় হইবে।

দ্বিতীয় কোন কার্য্য খলিফাগণের সময় না হইলে যে, উহা দুষিত হইবে, ইহার বাতীল হওয়ার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এস্থলে এতটুকু লেখা যথেষ্ট হইবে যে, শরিয়তের কোন দলীল যে কার্য্যের পৃষ্ঠপোষক হয়, উহা যে কোন যুগে প্রবর্ত্তিত হয়, দুষিত বেদয়াত হইতে পারে না।

মেশকাত, ৩৩ পৃষ্ঠা;—

من سن فی الاسلام سنة حسنة فلهٗ اجر ها و اجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجور هم شئ ☆

ইহাতে বুঝা যায় যে, কোন উৎকৃষ্ট নিয়ম কেয়ামত পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হইলেও বেদয়াত হইবে না।

শরহে মাকাছেদ, ২৭১ পৃষ্ঠা;—

و لا يعرفون ان البدعة المذمومة هو المحدث فی الدين من غير ان يكون فی عهد الصحابة و التابعين و لادل عليه الدليل الشرعی و من الجهلة من يجعل كل امر لم يكن فی زمن الصحابة بدعة مذمومة ان لم يكن دليل علی قبحه ☆

ইহাতে বুঝা যায় যে, খলিফাগণের জামানায় কোন কার্য্য না হইলেই যে উহা দুষিত বেদয়াত হইবে, ইহা বাতীল দাবি।

(৩) আল্লামা শামী যে লিখিয়াছেন, বিদ্বানগণ জরুরতের জন্য কোরআন ও ফেকাহ্ শিক্ষা দিয়া ও আজান দিয়া ও এমামত করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা তাঁহার শেফায়োল আলীল কেতাবের ১৫৮-১৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত মতের বিপরীত, কেননা তিনি তথায় বলিয়াছেন, আছহাবে-তরজিহ্ ফকিহ্গণ কেবল কোর-আণ শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ বলিয়াছেন। ফেকাহ্ শিক্ষা দিয়া, আজান দিয়া ও এমামত করিয়া বেতন গ্রহণ করা নাজায়েজ স্থির করিয়াছেন। যাহারা আছহাবে-তরজিহ্ নহেন, তাহারা ফেকাহ্ শিক্ষা দেওয়ার আজান ও এমামতের বেতন জায়েজ বলিয়াছেন। আল্লামা শামীর মতে এই শেষোক্ত মতটি কিরূপে গ্রহণীয় হইবে? আর তিনি বলিয়াছেন যে, গোরের নিকট কোর-আণ পড়ার জন্য একটী লোককে চাকর রাখার কোন জরুরত নাই। ইহাও তাহার বাতীল দাবী, মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ ছাহেবের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, সন্তানদিগের পক্ষে পূর্ব্বপুরুষদিগের জন্য কোর-আণ খানি ইত্যাতি ছওয়াব রেছানি করা জরুরী, কাজেই আল্লামা শামীর জরুরত না থাকার দাবী ছহিহ্ নহে।

তৎপরে আল্লামা শামী লিখিয়াছেন;—

দোর্রোল মোখতারে এই দাবি যে, গোরস্থানে কোর-আণ পড়া ও কোরান পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে জায়েজ, কিন্তু তুমি অবগত হইয়াছ যে, ইহা রেওয়াএতের বিপরীত, কাজেই অগ্রাহ্য, বরং ওয়ালওয়াজিয়া, এখতিয়ার ও অন্যান্য বহু কেতাবের নিম্নোক্ত রেওয়াএত অনুসারে উহা বাতীল। উহা এই—উক্ত কার্য্য কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করার তুল্য। আর মোতায়াক্ষেরিণ বিদ্বানগণ কোর আন শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, কোরান পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দেন নাই।

আমাদের উত্তর,—

তফছিরে একলিলের ৫।২১ পৃষ্ঠায় মুফতিয়ে-দেমাশ্‌ক মাওলানা মাহমুদ আফেন্দি হামজাবির 'রফয়োল-গেশাওয়া' কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে;—

سئلت عما حرره العالم الغاضل السيد محمد عابدين فى رد المحتار و التنقيح و رسالة شفاء العليل من عدم جواز الاستيجار على تلاوة القرآن العظيم هل هو المفتى به فى المذهب اولا فاجبت بان ما ذكره المنقح فى هذه المحلات الثلاث مبنى على مذهب المتقدمين من عدم جواز الاجارة على الطاعات الا ان المشائخ نصوا على ان المفتى به جواز الا ستيجار على التلاوة وهو مذهب عامة المتاخرين و النقول فى ذلک كادت تبلغ التواتر كلها موشحة بعلامة الفتوى و افتى به مشاهير العلماء الاعلام فى سائر بلاد الاسلام و ها انا اسرد نقولهم فسرد ها من اربعين كتابا ☆

"আমি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলাম যে, আলেম ফাজেল ছৈয়দ মোহাম্মদ আবেদিন 'রদ্দোল-মোহ্তা'র 'তনকিহ' ও শেফায়োল-আলিল' পুস্তকে কোর-আণনে বোজর্গ পাঠ করিয়া বেতন গ্রহণ করা নাজায়েজ হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, উহা মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত কিনা?

তদুত্তরে আমি বলিয়াছি, সংস্কারক (আল্লামা শামী) এই স্থানে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রাচীন বিদ্বানগণের মত্রে উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে, এবাদত কার্য্যগুলিতে বেতন গ্রহণ নাজায়েজ। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী ফকিহগণ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে তেলওয়াত করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ। ইহা অধিকাংশ মোতায়াক্ষেরিণ বিদ্বানের মত এতদ্সংক্রান্ত রেওয়াএতগুলি প্রায় মোতাওয়াতেরের দরজায় পৌঁছিয়াছে। সমস্তই ফাতাওয়ার চিহ্নসহ উল্লিখিত হইয়াছে, অথবা সমস্ত ইছলামি শহরের প্রবীন ও প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণ ইহার উপর ফৎওয়া দিয়াছেন। এখন আমি তাঁহাদের রেওয়াএতগুলি উদ্ধৃত করিব। প্রায় তিনি ৪০ খানা কেতাব হইতে উক্ত রেওয়াএতগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।"

আরও তফছির একলীলের ৬।২২ পৃষ্ঠায় রাফয়োল-গেশাওয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

اتقول ان علماء هذه الامة من بخاريين و هنديين و رومیین و مصريين و شاميين شروحا و حواشى و فتاوى لم يعلموا المفتى به فى المذهب حاشا بل كل نقل خلاف هذا فهو مبنى على غير المفتى به من مذهب المتقدمين ☆

"তুমি কি বলিতে চাহ যে, এই উম্মতের বোখারি, হিন্দুস্তানি,

রুমী, মিসরী ও শামী শরাহ, হাশিয়া ও ফৎওয়া লেখক বিদ্বানগণ মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত অবগত হইতে পারে নাই, ইহা সম্ভভ হইতে পারে না। বরং ইহার বিপরীত প্রত্যেক রেওয়াএতই পাচীন বিদ্বানগণের মত। উহা ফৎওয়ার বিপরীত মতের হিসাব বলা হইয়াছে।

উপরোক্ত এবারত হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ওয়ালওয়ালজিয়া, এখতিয়ার,তাতারখানিয়া, মুহিত ইত্যাদি হইতে যে নাজায়েজ হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রাচীনগণের মত। আর চল্লিশখানা কেতাবে জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া গ্রাহ্যমত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এত বহু সংখ্যক ফকিহ ভুল করিবেন আর কেবল আল্লামা শামী ও রামালী ছহিহ মত লিখিবেন। ইহা কোন বিবেক সম্পন্ন লোক বিশ্বাস করিতে পারে কি? তাতারখানিয়া, ওয়ালওয়ালজিয়া, মুহিত ইত্যাদি কেতাবে প্রাচীনদিগের মত লিখিত হইয়াছে। আল্লামা শামী তৎসমস্ত দ্বারাই মোতায়াক্ষেরিণ বিদ্বানগণের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতের খণ্ডন করিতে চাহেন, এই স্থলেই তাঁহার মতিভ্রান্তি হইয়াছে।

দ্বিতীয় শেফায়োল-আলিলের ১৬৮ পৃষ্ঠায়;—

قال لو اوصى بان يدفع الى انسان كذا من ماله ليقرأ
على قبره القراٰن فهو باطل لكن هذا لم يعين القارى اما اذا
عينه ينبغى ان يجوز على وجه الصلة دون الاجرة ☆

“ফাতাওয়ায়-জাহিরিয়ার লেখক বলিয়াছেন, যদি কেহ অছিএত করে যে, এক ব্যক্তিকে তাহার টাকা কড়ি হইতে এই পরিমাণ প্রদান করিবে, যেন সে ব্যক্তি তাহার গোরের নিকট কোর-আণ পাঠ করে, ইহা বাতীল, কিন্তু যদি কোন কারি নির্দ্দেশ না করে, তবে উক্ত ব্যবস্থা হইবে। আর যদি কারি নির্দ্দেশ করে তবে বেতনের হিসাবে নহে, বরং দান স্বরূপ দিলে জায়েজ হওয়া উচিত।

তৎপরে তিনি উহার ১৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

قيل ان عين احدا يجوز و الا فلا ☆

কেহ কেহ বলিয়াছেন, যদি সে ব্যক্তি কোন একজনকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে তবে উহা জায়েজ হইবে, নচেৎ হইবে না।

এইরূপ আলমগিরি ও বাহরোর-রায়েকের তাকমেলাতে লিখিত আছে যে, কেহ কেহ বলিয়াছেন যদি কারি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তবে দান স্বরূপ কিছু দেওয়া জায়েজ হইবে, আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, উহা জায়েজ হইবে না।

আল্লামা-শামী শেফায়োল-আলিলের ১৬৮।১৬৯ পৃষ্ঠায় খাজানাতোল-ফাতাওয়া ও ফাতাওয়ায় খয়রিয়া হইতে কারি নির্দ্দেশ হইলেও নাজায়েজ হওয়ার কথা লিখিয়াছেন।

আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রাচীন বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। আল্লামা -শামী বলেন, খাজানাতোল-ফাতাওয়ার এবারত হইতে জহিরিয়ার মতের রদ হইয়াছে। কিন্তু জানিয়া রাখা উচিত যে জহিরিয়া অতি বিশ্বাসযোগ্য প্রাচীন কেতাব, খাজানাতোল-ফাতাওয়ার কথায় জহিরিয়ার রেওয়াএত রদ হইতে পারে না। আল্লামা শামি কিনইয়ার قيل শব্দ দ্বারা, উহার জইফ হওয়ার দাবি করিয়াছেন কিন্তু প্রত্যেক স্থানে উহা বুঝা যায় না, অনেক স্থলে কেবল মতভেদ হওয়া বুঝা যায়।

قال الشرنبلالى فى رسالة صيغة قيل ليس كل

مادخلت عليه يكون ضعيفاً مقدمهٔ شرح وقايه ☆

আর মতভেদ জনিত মছলাতে ছহিহ, গরছহিহ নির্দ্ধারিত না হইলে, যাহার যেটী ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিতে পারে।

শেষকথা, মোতায়াক্ষেরিণ বিদ্বানগণের ফৎওয়াতে কারি নির্দ্দিষ্ট হউক আর নাই হউক উহা জায়েজ হইবে। ইহা বারংবার প্রমাণ করা হইয়াছে।

এইহেতু মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ সাহেব তফছিরে আজিজর ১।৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যদি এক ব্যক্তিকে গোর-আজাব হইতে নিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উদ্দেশ্যে কোর-আণ পড়ে অথবা মৃত বা জীবিতের আনন্দ উৎপাদন উদ্দেশ্যে মিষ্ট আওয়াজে কোর-আণ পড়ে, তবে বিনা কারাহিয়াতে উহা জায়েজ হইবে।

শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব তফছিরে-আজিজির ২০৮।২০৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"স্থান ও সময় নির্দ্দেশ করাতে এবাদত গুলি মোবাহ হইয়া যায়।"

অবশ্য শাহ ছাহেব ইহা মোতায়াক্ষেরিণ বিদ্বানগণের মতানুযায়ী বলিয়াছেন। এইহেতু বলা যাইবে যে কোন কারী নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোর-আণ পড়িলে, উহা মোবাহ হইয়া যায় এবং কারি ইহার বেতন গ্রহণ করিতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনাতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লামা-শামীর এই স্থানের উল্লিখিত মতটি কোন প্রকারেই ছহিহ হইতে পারে না। অন্ধভক্ত ব্যতীত যাহাদের বুঝিবার শক্তি আছে, তাহারা আল্লামা-শামীর এই মতটি ভ্রান্তিমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

তৎপরে মাওলানা ফয়জুল্লাহ ছাহেব আশবাহ কেতাবের টীকা হামাবীর ৪০৮ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ নহে, ইহা ওয়াল-ওয়ালজিয়া কেতাবে আছ।

আমাদের উত্তর;—

আল্লামা হামাবী ইহা প্রাচীন বিদ্বানগণের মতানুযায়ী বলিয়াছেন। আর যে স্থানে উহা জায়েজ বলিয়াছেন, তাহা মোতায়াক্ষেরিণ বিদ্বানগণের মতানুযায়ী বলিয়াছেন, আর শেষোক্ত মতই ফৎওয়া গ্রাহ্য, ইহা হামাবী নিজেই বলিয়াছেন। এখতেলাফি মছলাতে মজহাবের মূল নিয়মানুসারে ব্যবস্থা দেওয়া এস্থলে যুক্তি-যুক্ত হইতেই পারে না। কোরআন শিক্ষা দিয়া

বেতন গ্রহণ করাতে প্রাচীন ও পরবর্ত্তী বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। আজান, এমামত ও ফেকহ শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে আছহাবে-তরজিহ ও অন্যান্য বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে, মাওলানা উক্ত স্থলগুলিতে উক্ত ব্যবস্থা দিবেন কি? আর প্রত্যেক স্থলে হালাল ও হারামে মতভেদ হইলে হারাম বলবৎ হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আজান, এমামত ও ফেকহ্ শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে তিনি উক্ত মত প্রদান করেন না কেন?

মাওলানা ফয়জুল্লাহ ছাহেব উক্ত পুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠায় মাদারে জোন্নবুয়তের এবারতের প্রতিবাদে লিখিয়াছেন,—"কাজি হোছেন বিশ্বাসী ফকিহগণের অন্তর্গত ছিলেন কি না? যদি বিশ্বাসী ফকিহগণের অন্তর্গত হইয়া থাকেন, তবে অধিকাংশ বিশ্বাসপরায়ণ ফকিহগণের মতের বিপরীতে তাঁহার ফাতাওয়া গ্রহণীয় হইবে কিরূপে?"

আমাদের উত্তর;—

যদি কাজি হোছেন উপযুক্ত মুফতি ফকিহ না হইতেন, তবে মাওলানা আবদুল হক দেহলবী ছাহেব তাঁহার ফৎওয়া উদ্ধৃত করিয়া নিজের মতের সমর্থন করিবেন কেন?

আর ইহা অধিকাংশ ফকিহ্ বিদ্বানের মতের বিপরীত নহে, বরং ইহা অধিকাংশ মোতায়াক্ষেরিণ ফকিহ্ বিদ্বানের মত, ইহা বারংবার প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি।

তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, মাদারেজোন্নবুয়তের অন্য স্থানে লিখিয়াছেন, ইহা রীতি ছিল না যে তাঁহারা সমবেত হইয়া কোরআন পড়েন ও খতম পড়েন। শুধু গোরের নিকট নহে, অন্য স্থলেও এই সমস্ত বেদয়াত।

তিনি এস্থলে গোরের নিকট কেবল কোরআন পড়া বেদয়াত লিখিয়াছেন—যদিও উহার বেতন স্থির করা না হয়। এস্থলে বেদয়াতের অর্থ বেদয়াতে-ছাইয়েয়া। ইহাই এবারত হইতে বুঝা যায় এবং ইহাই

মাদারেজোন্নবুয়ত লেখকের মত, কেননা ইহা তাঁহারই এবারত অন্যের নহে। প্রথম এবারত কাজির মত। তিনি যে কাজির মত সন্তুষ্ট চিত্রে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার কোনও প্রমাণ নাই।

আমাদের উত্তর;—

মাওলানা আবদুল হক ছাহেব উক্ত মাদারেজোন্নবুয়তের ১।৪২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

درخواندن آیۃ الکرسی وسورۂ اخلاص یازدہ بارومعوذتین وفاتحہ و یٰس وتبارک نیزاخبار وآثار آمدہ است ☆

"(গোরস্তানে) আয়তল-কুরছি, ১১ বার ছুরা এখলাছ, ছুরা নাছ ও ফালাক, ফাতেহা, ছুরা ইয়াছিন ও তাবারক পড়া সম্বন্ধে কতকগুলি হাদিছ ও ছাহাবাগণের কথা বর্ণিত হইয়াছে।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, গোরস্তানে কোরআন পড়া মকরুহ নহে।

অবশ্য তিনি লিখিয়াছেন যে, দলবদ্ধ অবস্থায় গোরস্তানে বা অন্যত্রে কোরআন খতম করা প্রথম জামানায় নিয়ম ছিল না, উহা বেদয়াত হইবে। তাঁহার নিকট এই এবাদতের অর্থ বেদয়াতে হাছানা হইবে, বেদয়াতে-ছাইয়েয়া নহে, কারণ তিনি ইহার পরে লিখিয়াছেন;—

درقرآن خواندن برسر قبر اختلافی است مگر آنچہ درزیارت خواندہ شود اما انچنانکہ قبر راگرد کردہ نشیند و برسروی بخوانند مکروہ است وابن الہمام درشرح ہدایہ گفتہ کہ اختلاف کردہ اند درنشاندن قاریان تا بخوانند نزد قبر مختار عدم کراہت است ☆

"গোরের শিরোদেশে কোরআন পাঠে মতভেদ আছে, কিন্তু যাহা কিছু জিয়ারত কালে পড়া হয়, (ইহা জায়েজ হওয়াতে মতভেদ নাই)। আর যেরূপ লোকেরা গোরের চারিদিক বেষ্টন করিয়া তাহার নিকট কোরআন পড়িয়া থাকে, তাহা মকরুহ। শেখ এবনোল -হোমাম হেদায়ার টীকায় লিখিয়াছেন, কারিদিগকে গোরের নিকট কোরআন পাঠের জন্য বসান সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন, মনোনীত মতে উহা করুহ নহে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, কারিদিগের দলবদ্ধ অবস্থাতে গোরের নিকট কোরআন খতম করান ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে বিনা কারাহিয়াতে জায়েজ, কাজেই মোহাক্কেক দেহলবীর মতে উহা বেদয়াতে-হাছানা।

তৎপরে তিনি উহার ১।১৫৫।১৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

وگفته اند که موضع قرآن موضع برکت ونزول رحمت است ومیت درحکم حی حاضر است پس امید داشته شود برائے نزول رحمت وحصول برکت وقتی که بفرستد ثواب قاری مراورا ☆

"বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, কোরআন পাঠের স্থান বরকত ও রহমত নাজেল হওয়ার স্থান। মৃত জীবিতের ন্যায় উপস্থিত থাকে, কাজেই যখন কারি তাহার জন্য ছওয়াব রেছানি করে, রহমত নাজেল হওয়ার ও বরকত হাছেল হওয়ার আশা করা যায়।"

মোহাক্কেক দেলবী কাজি হোছেনের গোরের নিকট কোরআন পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়ার কোন প্রতিবাদ করেন নাই, বরং উপরোক্ত কথা লিখিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি কাজি হোছাএনের ফৎওয়ার অনুসরণ করিয়াছেন।

মাওলানা ফয়জল হক ছাহেব যে দাবি করিয়াছেন যে, মাওলানা দেহলবী ছাহেব উক্ত এবারতে গোরের নিকট কোর-আণ পড়াই বেদয়াত বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার উল্লিখিত এবারতে নাই।

এমাম জালালুদ্দিন ছইউতি শরহোছ-ছদুরের ২০৯।২১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—"গোরের নিকট কোরআন পড়া যে শরিয়ত সঙ্গত কার্য্য ইহা এমাম শাফিয়ি, তাঁহার শাগরেদগন ও এমাম আহমদ স্বীকার করিয়াছেন। যদি গোরের নিকট কোর-আণ খতম করেন তবে উহা আফজল।"

খাল্লাল, শা'বি হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, আনছারগণ কেহ এন্তেকাল করিলে তাহার গোরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার ছওয়াবের জন্য কোরআন পড়িতেন।

আবু মোহাম্মদ ছমরকান্দী হজরত আলির ছনদে এই হাদিছটি রেওয়াএত করিয়াছেন যে, যে কোনও গোরস্তানে গিয়া ১১বার ছুরা এখলাছ পড়িয়া উহার ছওয়াব মৃতদের রুহে পৌছিয়া দিলে মৃতদের সংখ্যানুপাতে তাহার ছওয়াব প্রদান করা হইবে।

আরও তিনি বলিয়াছেন, এই হাদিছগুলি জইফ হইলেও উক্ত সমস্ত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহার মূলে সত্যতা আছে।

মুছলমানগণ প্রত্যেক জামানায় সমবেত হইয়া মৃতদের জন্য কোরআন পড়িয়া থাকেন, কেহই ইহার উপর এনকার করে নাই, কাজেই ইহার উপর এজমা হইল।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, গোরস্তানে বা অন্যস্থানে সমবেত হইয়া সকলের কোরআন পাঠ চাহাবাগণের বা মুছলমানগণের এজমায়ি কার্য্য, ইহা বেদয়াতে-ছাইয়েয়া হইতে পারে না। বরং মেশকাতের ১৪৯ পৃষ্ঠার হাদিছে দাফন অন্তে মৃতের শিরোদেশে প্রত্যেককে ছুরা বাকারার প্রথম ও শেষাংশ পড়িতে হজরত (ছাঃ) আদেশ করিয়াছেন বলিয়া বুঝা যায়। ইহা কিরূপে বেদয়াত হইবে?

কাজিখান, ১।৭৮ পৃষ্ঠা;—

تكلموا فی قرأة القراٰن عند القبور قال ابو حنيفة رح یکره و قال محمد رح لا یکره و مشائخنا اخذوا بقول محمد رح و اعتادوا اجلاس القاری فی المقابر و قرأة اٰية الكرسی و سوره‌ء الاخلاص و الفاتحة و غير ذلک رجاء ان یونس الموتی ☆

"গোর সমূহের নিকট কোরআন পাট করাতে মতভেদ করিয়াছেন, আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, উহা মকরুহ হইবে। মোহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, উহা মকরুহ হইবে না। আমাদের ফকিহগণ মোহাম্মদ (রঃ) র কথা গ্রহণ করিয়াছেন এবং কারিকে গোরস্তানে বসাইবার এবং আয়তল-কুরছি, ছুরা এখলাছ, ফাতেহা ইত্যাদি পাঠ করার নিয়ম করিয়া লইয়াছেন, যেন ইহা মৃতদিগকে শান্তি দান করিতে পারে।"

ইহাতে মাওলানা ফয়জল হক ছাহেবের মত খণ্ডন হইয়া গেল। তৎপরে তিনি উক্ত কেতাবের ৩১ পৃষ্ঠার হাশিয়াতে শাহ আবদুল আজিজ ছাহেবের কথার প্রতিবাদে লিখিয়াছেন,—শাহ ছাহেব লিখিয়াছেন, মৃতকে গোরের আজাব হইতে নিষ্কৃতি করিয়া দেওয়া কিম্বা মৃতকে শান্তি প্রদান উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ করিয়া বেতন গ্রহণ করা বিনা দোষে জায়েজ। প্রাচীনদের কথা হইতে প্রথম মত সপ্রমাণিত হয় নাই, আমিও কোন কেতাবে ইহা দেখি নাই।

আমাদের উত্তর;—

শাহ্ ছাহেবের প্রথম কথা নিম্নোক্ত হাদিছ হইতে প্রমামিত হয়। এমাম জালালউদ্দিন ছইউতি শরহোছ-ছুদুরের ২১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গোরস্থানে প্রবেশ করিয়া ছুরা ইয়াছিন পাঠ করে আল্লাহ্ তাহাদের আজাব হ্রাস করিয়া দেন।

মেশকাতের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত ছা'দ বেনে মোয়াজের গোরের নিকট তাছবিহ ও তকবির পড়ায় তাঁহার গোরের আজাব মা'ফ হইয়া যায়।

কাজিখানে আছে;—

من قرأ القرآن عند القبور فانْ نوى بذلك ان يونسهم صوت القرآن فانه يقرأ ☆

"যে ব্যক্তি গোর সমূহের নিকট কোরআন পড়ে, যদি সে ব্যক্তি তদ্দারা নিয়ত করে যে, কোরআনের আওয়াজ তাহাদিগকে শান্তি প্রদান করিবে, তবে সে ব্যক্তি উহা পড়িতে পারে।"

শাহ্ ছাহেব অবিকল উক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহা জাল কথা হইবে কিরূপে ?

আমাদের দেশে কোন লোক দ্বারা গোর জিয়ারত করাইতে ইচ্ছা করিলে, মৃতের আজাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নিয়ত করিয়া থাকে। গোরস্তানে কারিদের কোরআন পাঠ দ্বারা তাহাদের শান্তির নিয়ত করিয়া থাকে, মাওলানা উক্ত সত্য কথা অস্বীকার করিলে, তাঁহার বাতীল দাবির তকলীদ করা আমাদের উপর ফরজ নহে।

রাফেয়োল-এশকালাত, ৩২-৩৪ পৃষ্ঠা ;—

শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব তফছিরে- আজিজিতে লিখিয়াছেন, এবাদত কার্য্য স্থান ও সময় নির্দ্ধারণ করাতে মোবাহ হইয়া যায়, উহার

বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হইবে। এস্থলে তিনি এবাদত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অছায়েল বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোর-আণ, তছবিহ ও তহলিল পড়িলে, উহা মোবাহ কার্য্যে পরিণত হয়, উহার বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হইয়া যায়। মাওলানা ফয়জল হক ছাহেব উহার কূট অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি খাঁটি এবাদত কার্য্যের জন্য ইহা বলেন নাই, ইহা আজান, এমামত ইত্যাদি অছায়েল শ্রেণীর জন্য বলিয়াছেন, চট্টগ্রামী মাওলানা এমাম মোজতাহেদ নহেন, তাঁহার এইরূপ কল্পিত অর্থকে মানিয়া লওয়া আমাদের জন্য ফরজ, ওয়াজেব কিছুই নহে।

তৎপরে তিনি তবইনোল-মাহারেম হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এবাদতে-মকছুদার বেতন গ্রহণ করা মোতাক্ষেরিণ বিদ্বানগণের মতে নাজায়েজ। কাজেই কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

আমাদের উত্তর;—

ইহা সত্য মত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত এবাদতে মকছুদা আদায় করিতে স্থান ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে, উহা মোবাহ হইয়া যায়, ইহা শাহ ছাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, কাজেই কেহ যদি বলে, আমার বাটীতে এত ঘণ্টা থাকিয়া কোর-আণ তেলাওয়াত করিতে হইবে, আমার মছজিদে এত ঘণ্টা থাকিয়া ওয়াক্তিয়া নামাজ বা জুমা কিম্বা তারাবিহ নামাজের এমামত করিতে হইবে, তবে উহা মোবাহ হইয়া যায়, উহার বেতন গ্রহণ জায়েজ হইবে। তবইনোল-মাহারেমে এই মছলার কথা উল্লিখিত হয় নাই, কাজেই দাবির সহিত দলীলের সামঞ্জস্য নাই।

দ্বিতীয় তবইনোল-মাহারেমের মত কতক বিদ্বান কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে, উহা অধিকাংশ বিদ্বানের মত নহে। অধিকাংশ মোতাক্ষেরিণ বিদ্বানের মতে কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ, তাঁহারা ইহার উপর

দৃঢ় ভাবে ফৎওয়া দিয়াছেন। কাজেই তবইনের মত ফৎওয়া ও গ্রহণের অনুপযুক্ত।

তৎপরে তিনি আল্লামা শামীর শেফায়োল আলিল হইতে অছিএতের মছলা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু শাহ ছাহেব এস্থলে অছিএতের মছলা উল্লেখ করেন নাই, কাজেই মাওলানার দাবি একরূপ এবং দলীল অন্যরোপ, কাজই তাঁহার এরূপ বাতীল কথা গ্রহণের অযোগ্য।

রফেয়োল-এশকাল, ৯ পৃষ্ঠায়;—

মাওলানা কতকগুলি দলীল উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহার অধিকাংশ দাবির সহিত খাপ খায় না।

প্রথম একটি আয়ত, যাহার অর্থ—তাহারা যেন আল্লাহতায়ালার জন্য দ্বীনকে বিশুদ্ধ করিয়া তাহার এবাদত করে, তদ্ব্যতীত (অন্য কায্যের জন্য) তাহারা আদিষ্ট হয় নাই।"

এই আয়তের অর্থ— লোকেরা খালেছ আল্লাহতায়ালার জন্য এবাদত করিতে আদিষ্ট হইয়াছে।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, দুনইয়ার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এবাদত করা নিষিদ্ধ।

ইহাতে বুঝা যায় যে, দ্বীনি এলম শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে, চাকুরি লাভের নিয়ত করা নিষিদ্ধ। হাদিছে কেয়ামতের আলামত গুলির মধ্যে একটি উল্লিখিত হইয়াছে—تعلم لغير الدين এর ইহাই অর্থ।

যাঁহারা মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন, তাঁহারা বেতন লাভ উদ্দেশ্য করিয়া উহা করিলে, উক্ত আয়তের হিসাবে গোনাহগার হইবেন।

যে কারিগণ অর্থ সংগ্রহ করা উদ্দেশ্যে কোরআন খতম করিয়া বেড়ান, তাঁহারাও গোনাহগার হইবেন। যে কারিগণ রিয়াকারি উদ্দেশ্যে সুর করিয়া কোর-আণ পড়েন তাঁহারাও গোনাহগার হইবেন। এইরূপ

রিয়াকারি ভাবে যে কোন এবাদত করা হয়, তৎসমস্তের একই প্রকার ব্যবস্থা।

শাহ্ আবদুল আজিজ ছাহেবের লিখিত কথা অনুসারে সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া কোরআন পড়াইলে, উহা এবাদত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় না, উহা মোবাহ্ কার্য্যে পরিণত হয়, কাজেই এই আয়তে উহা নিষিদ্ধ হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

তিনি দ্বিতীয় আয়ত উল্লেখ করিয়াছেন;—

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ٥

"এবং তোমরা আমার আয়তগুলির দ্বারা অল্প মূল্যের বস্তু খরিদ করিও না।"

তফছিরে জালালাএন, ৭ পৃষ্ঠা;—

و لا ستبدلوا باياتى الذى فى كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه و سلم ثمنا قليلا عوضا يسيرا من الدنيا اى لا نكتموها خوف فوات ما تأخذونه من ثقلتهم☆

উক্ত আয়তের অর্থ—"তোমরা তোমাদের কেতাবে (তওরাতে) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর গুণাবলী সংক্রান্ত যে আয়ত সকল আছে, তৎসমূদয়কে দুনইয়ার সামান্য বস্তুর বিনিময়ে পরিবর্ত্তন করিও না অর্থাৎ তোমাদের দরিদ্রদিগের নিকট হইতে যে উপহার গ্রহণ করিয়া থাক, উহা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় আয়তগুলি গোপন করিও না।"

তফছিরে-কবির,১।১৩৪ পৃষ্ঠা;—

قال ابن عباس ان رؤساء اليهود مثل كعب بن الاشرف و حيى بن اخطب و امثالهما كانوا ياخذون من فقرأ اليهود الهدايا و علموا لو اتبعوا محمدا لانقطعت عنهم تلك الهدايا فاصروا على الكفر لئلا ينقطع عنهم ذلك القدر المحقر ☆

এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় কা'ব বেনেল আশরাফ হোয়াই বেনে আখতাব ও এতদুভয়ের তুল্য য়িহুদী নেতগাণ দরিদ্র য়িহুদীদিগের নিকট হইতে উপহার সকল লইতেন এবং তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে, যদি তাহারা (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর অনুসরণ করেন, তবে তাহাদিক্ হইতে উক্ত উপহারগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে, এইহেতু তাহারা কোফরের উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকিলেন, যেন তাহাদিক্ হইতে এই নগন্য বিষয়টি বন্ধ না হইয়া যায়।"

তফছিরে-রুহোল-বায়ান, ১।৮১ পৃষ্ঠা;—

حكى ان كعب بن الاشرف قال لاحبار اليهود ما تقولون فى محمد قالوا انه بنى قال لهم كان لكم عندى صلة و عطيعة لو قلتم غير هذا قالوا اجناك من غير

تفكر فامهلنا نتفكر و ننظر فى التوراة فخرجوا و بدلوا نعت المصطفى بنعت الدجال ثم رجعوا و قالوا ذلك فاعطى كل واحد منهم صاعا من شعير و اربعة ادرع من الكرباس فهو القليل الذى ذكره الله فى هذه الاية الكريمة ☆

"রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয় কা'ব বেনেল আশরাফ য়িহুদী বিদ্বানগণকে বলিয়াছিলেন, আপনারা মোহাম্মদ (ছাঃ) এর সম্বন্ধে কি বলেন? তাঁহারা বলিলেন, নিশ্চয় তিনি নবী। কা'ব তাহাদিগকে বলিলেন, যদি আপনারা ইহার বিপরীত কথা বলিতেন, তবে আপনাদের জন্য আমার নিকট পুরস্কার ও দান রহিয়াছে। তাঁহারা বলিলেন, আমরা বিনা চিন্তায় আপনার নিকট উত্তর দিয়াছি। কাজেই আমাদিগকে অবকাশ দিন, আমরা চিন্তা করিয়া ও তওরাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি। তৎপরে তাঁহারা বাহির হইয়া (হজরত) মোস্তফা (ছাঃ) এর লক্ষণকে দাজ্জালের লক্ষণের সহিত পরিবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, ইহা দাজ্জালের লক্ষণ, (হজরত) মোস্তফা (ছাঃ) এর লক্ষণ নহে। তখন কা'ব তাহাদের প্রত্যেককে এক ছা'যব ও চারি গজ বস্ত্র প্রদান করিলেন। ইহাই আল্লাহতায়ালা সামান্য মূল্য বলিয়া এই বোজর্গ আয়তে উল্লেখ করিয়াছেন।"

এইরূপ তফছিরে-মনিরের ১।১২ পৃষ্ঠায়, বয়জবীর ১।১৪৯ পৃষ্ঠায় রুহোল-মায়ানির ১।২০৫ পৃষ্ঠায়, ছেরাজোল-মনিরের ১।৫০ পৃষ্ঠায় ও হাশিয়ায় জোমোলের ১।৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহাতায়ালা এই আয়তে য়িহুদীদিগের তওরাতের অর্থ পরিবত্তন করিয়া সামান্য অর্থ গ্রহণ করার দোষারোপ করিয়াছেন। ইহাতে কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করার কোন কথা নাই।

চট্টগ্রামের মাওলানার উপস্থাপিত তৃতীয় দলীল,—

কোরআন—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَ لَايُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَ كِّيْهِمْ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

"নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ যে কেতাব নাজেল করিয়াছেন উহা গোপন করে এবং তদ্দারা সামান্য মূল্য ক্রয় করে, তাহারা নিজেদের উদরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছু ভক্ষণ করে না' আল্লাহ কেয়ামতের দিবস তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদিগকে পরিস্কৃত করিবেন না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।"

তফছির-এবনো-জরির, ২।৫০।৫১ পৃষ্ঠা;—

কাতাদা, রবি, ছোদী ও একরামা উক্ত আয়তের অর্থে বলিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) এর নাম ও নবুয়তের সংবাদ তওরাত ও ইঞ্জিলে ছিল আহলে-কেতাব বিদ্বানগণ সামান্য টাকা কড়ির লোভে উহা গোপন করিতেন এবং উক্ত আয়ত গুলির অন্য প্রকার বাতীল অর্থ প্রকাশ করিতেন, এই জন্য এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

এই আয়তে কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করার কোনই কথাই নাই।

মাওলানা আবল তাবল কিছু লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন মাত্র।

চট্টগ্রামের মাওলানা উপস্থাপিত চতুর্থ দলীল ছুরা ইয়াছিনের আয়ত;—

اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّ هُمْ مُهْتَدُوْنَ ☆

(এন্তাকিয়া শহরের প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি (হবিবে-নাজ্জার) দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, হে আমার স্বজাতীয়রা, তোমরা ইছা (আঃ) এর প্রেরিত ব্যক্তিগণের আদেশ মান্যকর) যাহারা তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহে না এবং সু-পথ প্রাপ্ত, তোমরা তাহাদের পথানুসরণ কর।"

আমাদের উত্তর;—

ইহা ছুরা ইয়াছিনের আয়ত, ইহা হজরত ইছা (আঃ) এর হাওয়ারিগণ ও হবিবে-নাজ্জার সংক্রান্ত ব্যাপার, ইহাতে কোরআন পড়িয়া বেতন লওয়া সম্বন্ধে কোন কথা নাই। মাওলানা একরূপ দাবি করেন, অন্যরূপ দলীল পেশ করেন, ইহাতে তাঁহার মাওলানা গিরির কলঙ্ক হইবে না ত?

চট্টগ্রামি মাওলানার উপস্থাপিত পঞ্চম দলীল ছুরা শোয়ারার আয়ত;—

وَ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ☆

"আমি ইহার উপর (খোদার হুকুম পৌঁছাইবার উপর) তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহিতেছি না, আমার জগদ্বাসিদিগের প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট নহে।"

আমাদের উত্তর;—

ইহা হজরত নবি (ছাঃ) এর ব্যবস্থা, ইহা তাঁহার উম্মতের পক্ষে ব্যাপক হইবে, ইহার প্রমাণ কোথায়? তাহাজ্জদ পাঠ হজরতের পক্ষে ফরজ ছিল, কিন্তু উম্মতের পক্ষে ফরজ নহে।

হজরতের পক্ষে একাধারে কয়েক দিবস রাত্র দিবা কিছু না খাইয়া রোজা রাখা জায়েজ ছিল, কিন্তু উম্মতের পক্ষে উহা নাজায়েজ।

হজরতের পক্ষে ইছলাম প্রচার করিয়া বেতন গ্রহণ নাজায়েজ হইলেও উম্মতের পক্ষে উহা যে নাজায়েজ হইবে, ইহা উক্ত আয়ত হইতে বুঝা যায় না।

দ্বিতীয়, যদি স্বীকার করিয়া লই যে, উহা উম্মতের পক্ষে ব্যাপক হইবে, তবে ইহা বলি, ইছলাম প্রচারকের পক্ষে ছওয়াল করিয়া লওয়া নাজায়েজ হইতে পারে, মুছলমানগণ তাহাদিগকে তোহফা ছদকা স্বরূপ যাহা প্রদান করেন, তাহা নাজায়েজ হওয়া এই আয়তে বুঝা যায় না।

ছুরা ফোরকানের ৫ম রুকু;—

قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝

"তুমি বল, আমি ইহার উপর তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছি না, কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে, নিজের প্রতিপালকের নিকট নিজের পাথেয় সংগ্রহ করে।"

তফছিরে রুহোল-বায়ান, ২। ২২২ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়তের তফছিরে লিখিত আছে;—

الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا و الظاهر ان الاستثناء منقطع و المعنى لا اطلب من اموالكم جعلا لنفسى و لكن من شاء انفاقه لوجه الله فليفعل فانى لا امنعه ۝

'ইহার استثناء 'এস্তেছনা' منقطع মোনকাতা হওয়া প্রকাশ্য মত, ইহার অর্থ এই, আমি নিজের জন্য তোমাদের অর্থ হইতে পারিশ্রমিক চাহিতেছি না, কিন্তু যে ব্যক্তি খোদার সন্তোষ লাভের জন্য উক্ত টাকা দান করিতে চাহে, সে উহা করিতে পারে, নিশ্চয় তাহাকে এই দান কার্য্য করিতে নিষেধ করিব না।"

তফছিরে-রহোল-মায়ানি, ৩।১৬৫;—

ای لکن ما شاء ان یتخذ الی ربه سبحانه تعالی سبیلا

ای بـالانفاق القائم مقام الاجر کالصدقة و النفقة فی سبیل الله تعالی ☆

অর্থ এই— কিন্তু যে কেহ ছদকা, খোদার পথে দান, এইরূপ অন্য প্রকার খয়রাত করিতে চাহে, (তাহা জায়েজ হইবে)।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, এই আয়তে কোরআন তেলাওয়াত সংক্রান্ত কোন কথা নাই, ইহা দলীলের স্থলে উল্লেখ করা সমীচীন হয় নাই।

চট্টগ্রামি মাওলানা ছাহেব ষষ্ঠ ও সপ্তম দলীলে দুইটি হাদিছ পেশ করিয়াছেন;—

আবুদাউদ আবুহোরায়রা (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, নিশ্চয় এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাছুলাল্লাহ (ছাঃ), এক ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার পথে জেহাদের ইচ্ছা করে, অথচ সে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থ-লাভের কামনা করে, ইহাতে হজরত বলিলেন, ইহাতে কোন ছওয়াব হইবে না।

আরও তিনি ইয়ালি বেনে ওমাইয়া হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, রাছুলাল্লাহ (ছাঃ) আমাকে জেহাদ করার অনুমতি দিয়াছিলেন, অথচ আমি অতি বৃদ্ধ আমার কোন খাদেম ছিল না, আমি এক

শ্রমিকের (মজুরের চেষ্টা করিতে ছিলাম, যে আমার পক্ষ হইতে যথেষ্ট হয়। তৎপরে আমি একটি লোককে পাইলাম, তাহার জন্য তিন দীনার নির্দ্দিষ্ট করিলাম, যখন আমি লুণ্ঠিত দ্রব্যের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন আমি ইচ্ছা করিলাম যে, তাহার বেতন তাহাকে প্রদান করি। ইহাতে আমি নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া উহার আলোচনা করিলাম। তদুত্তরে হজরত বলিলেন, তুমি যে তিন দীনার নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ, ইহা ব্যতীত তাহার এই যুদ্ধে দুনইয়ার ও আখেরাতে অন্য কোন (বিনিময়) দেখিতেছি না।"

আমাদের উত্তর;—

মেশকাতের ৩১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

"আমর বেনেল-আছ বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট এই বলিয়া একটি লোক পাঠাইলেন যে, নিজেকে অস্ত্রশস্ত্রে ও বস্ত্রে সজ্জিত কর, তৎপরে আমার নিকট উপস্থিত হও। ইহাতে আমি তাঁহার নিকট এমতাবস্থায় উপস্থিত হইলাম যে, তিনি ওজু করিতেছিলেন। তখন তিনি বলিলেন, হে আমর, আমি তোমার নিকট এই জন্য লোক পাঠাইয়াছি যে, আমি তোমাকে এক অঞ্চলে পাঠাইব। আল্লাহ তোমাদিগকে নিরাপদে লুণ্ঠিত দ্রব্য সহ ফিরাইয়া আনেন, আর আমি তোমাকে কিছু অর্থ বণ্টন করিয়া দিব। ইহাতে আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আমার হেজরত অর্থের জন্য ছিল না, আমার হেজরত আল্লাহ ও রাছুলের জন্য ছিল। হজরত বলিলেন, মনুষ্যের জন্য সৎ অর্থ উৎকৃষ্ট। ইহা শরহোছ-ছুন্নাহ ও আহমদের রেওয়াএত।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, কেহ লিল্লাহ জেহাদ করিয়া বিনা ছওয়ালে যাহা কিছু টাকা-কড়ি পায়, উহা হালাল হইবে।

এই হিসাবে কেহ লিল্লাহ কোরআন তেলওয়াত করিয়া, গোর জিয়ারত করিয়া ও জানাজা পড়িয়া বিনা ছওয়ালে যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়, উহা হালাল হইবে।

ইয়ালির হাদিছে ইহা বুঝা যায়, যে ব্যক্তি বেতন লইয়া জেহাদ করে, তাহার কোন ছওয়াব হইবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি ছওয়াব লাভ উদ্দেশ্যে উক্ত শ্রমিককে তিন দীনার দিয়াছেন, সে যে ছওয়াব পাইবে না, ইহা হজরত বলেন নাই বা উক্ত হাদিছে বুঝা যায় না। বরং তাহার নিয়ত অনুসারে ছওয়াব পাওয়াই জ্ঞান অনুমোদিত।

যে ব্যক্তি টাকা-কড়ির চুক্তি করিয়া কোরআন তেলাওয়াত করে, তাহার ছওয়াব না পাওয়া ইহা হইতে প্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি ছওয়াব উদ্দেশ্যে উহা দান করে, তাহার ছওয়াব কেন হইবে না? হাদিছে এরূপ কোন কথা বুঝা যায় না।

দ্বিতীয়—এই হাদিছে ইহাও বুঝা যায় যে, যাহারা বেতন ধার্য্য করিয়া কোরআন, হাদিছ, তফছির, ফেকহ বা কোন দ্বীনি এল্‌ম শিক্ষা দেয়, তাহার দ্বীন ও দুনইয়াতে কোন ছওয়াব হইবে না, যে ব্যক্তি বেতন ধার্য্য করতঃ আজান, একামত দেয় ও এমামত করে, তাহারও ছওয়াব হইবে না, চট্টগ্রামি মাওলানা এই সমস্ত উল্লেখ না করিয়া কেবল তেলাওয়াতের মছলা সম্বন্ধে ইহা উল্লেখ করতঃ ন্যায় বিচার করিয়াছেন কি?

তৃতীয়—শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব লিখিয়াছেন, সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া কোন এবাদত করিলে, উহা বিশুদ্ধ এবাদত থাকে না বরং মোবাহ কার্য্য হইয়া যায়, উহার বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হইবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তেলাওয়াতে কোরআন করিলে, উহা মোবাহ হইয়া যায়, উহার বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না কেন?

চট্টগ্রামি মাওলানা অষ্টম দলীলে এই হাদিছটি লিখিয়াছেন;—

"আহমদ আবুদাউদ ও এবনো-মাজা, আবুহোরায়রা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এরূপ এল্‌ম যদ্দারা আল্লাহতায়ালার সন্তোষ অন্বেষণ করা হয় সে এই জন্য উহা শিক্ষা করে

যে, তদ্দারা পার্থিব স্বার্থ লাভ করিবে, সে কেয়ামতের দিবস বেহেশতের গন্ধ পাইবে না।"

আমাদের উত্তর;—

উক্ত হাদিছে বুঝা যায় যে, "যে তালেবোল-এল্‌ম কোন মাদ্রাছা মক্তব বা স্থলে চাকরি লাভ উদ্দেশ্যে এল্‌মের দ্বীনি শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে, কিম্বা যে কারী কেরাত শুনাইয়া অর্থ উপার্জন করার উদ্দেশ্যে কেরাত শিক্ষা করিয়া থাকে, তাহার অদৃষ্টে বেহেশতের সুগন্ধ পাওয়া অসম্ভব, ইহা কোরআন তেলাওয়াতের সম্বন্ধে কথিত হয় নাই, কাজেই চট্টগ্রামি মাওলানার দাবি ও দলীলের সহিত কোন সামঞ্জস্য নাই।

চট্টগ্রামি মাওলানা নবম দলীল বর্ণনা করিতে লিখিয়াছেন;—

"বোখারি ও মোছলেম ওমার বেনেল খাত্তাব (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিয়ত অনুসারে আমল সকল হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি যাহা নিয়ত করিয়াছে, তাহার তাহাই হইবে। যাহার হেজরত আল্লাহ ও রাছুলের জন্য হয় তাহার হেজরত আল্লাহ ও রাছুলের জন্য হইবে। আর যাহার হেজরত দুনইয়া লাভের জন্য কিম্বা কোন স্ত্রীলোকের সহিত নেকাহ করার জন্য হয়, সে যে কার্য্যের জন্য হজরত করিয়াছে। তাহার হেজরত সেই কার্য্যের জন্যই হইবে।"

আমাদের উত্তর;—

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, যদি কেহ চাকুরী লাভের জন্য দ্বীনি এল্‌ম শিক্ষা করে, টাকা-কড়ি লাভের উদ্দেশ্যে এল্‌মের কেরাত শিক্ষা করে, বালকদিগকে কেরাত শিক্ষা দেয়, টাকা-কড়ি লাভের উদ্দেশ্যে এমামত করে, কিম্বা আজানাও একামত দেয়, টাকা-কড়ি লাভের জন্য ইছলামিয়া মাদ্রাছায় পড়ায়, তবে তাহার ছওয়াব হইবে না, বরং তাহার কেবল সেই পার্থিব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। আর যদি কেহ নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে কোরআন তেলাওয়াত করিয়া নিয়ত করে যে, আমি এই কোরআন

তেলাওয়াতের ছওয়াব বিনা বেতনে অমুকের রুহে পৌঁছাইয়া দিতেছি, কিন্তু আমার যে সময় নষ্ট হইয়াছে, উহার বিনিময় গ্রহণ করিব, তবে উক্ত হাদিছ অনুসারে নিশ্চয় উভয়ে ছওয়াবের অধিকারী হইবে।

আরও ইতিপূর্ব্বে শাহ আবদুল আজিজ ছাবেহের বর্ণনা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, স্থান ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া কোর-আণ তেলাওয়াত করাতে ও গোরের আজাব হইতে নিষ্কৃতি করিয়া দেওয়ার নিয়তে গোর জিয়ারত করিলে, উহা মোবাহ হইয়া যায়, উহার বেতন লওয়া জায়েজ হইবে।

চট্টগ্রামি মাওলানার দশম দলীল;—

আহমদ ও তেরমেজি, ওমরান বেনে হোছাএন হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি একজন ওয়াজকারীর নিকট উপস্থিত হইলেন, সে ব্যক্তি কোর-আণ পড়িয়া ছওয়াল করিতেছিল। ইহাতে উক্ত ছাহাবা "ইন্না লিল্লাহে অইন্না এলায়েহে রাজেউন" পড়িয়া বলিলেন, আমি নবি (ছাঃ) এর নিকট শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি কোর-আণ পড়ে, সে যেন আল্লাহতায়ালার নিকট ছওয়াব করে, কেননা অচিরে এক সম্প্রদায় বহির্গত হইবে যে, তাহারা কোরআন পড়িয়া তদ্দারা লোকের নিকট ছওয়াল করিবে।

একাদশ দলীল;—

বয়হকি বোরায়দা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোর-আণ পড়িয়া তদ্দারা লোকের নিকট হইতে খোরাক সংগ্রহ করে, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিবস এরূপ ভাবে উপস্থিত হইবে যে, তাহার চেহারা মাংস শূন্য অস্থি হইবে।

আমাদের উত্তর;—

প্রথম হাদিছে বুঝা যায় যে, যদি কোর-আণ পড়িয়া ওয়াজ করিয়া, কিম্বা কেরাত শুনিয়া টাকা-কড়ি ছওয়াল করিয়া লয়, তবে উহা নিষিদ্ধ বিনা ছওয়ালে কেহ কিছু হেদইয়া স্বরূপ দিলে কোন দোষ হইবে না।

দ্বিতীয় হাদিছে যে আজাবের কথা আছে, ইহা উক্ত কারি বা ওয়াএজদের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, যাহারা কোরআন শুনাইয়া বা শিক্ষা দিয়া টাকা-কড়ি ছওয়াল করে। হজরত নবি (ছাঃ) ও ছাহাবাগণ মদিনা শরিফে কোরআন ও হাদিছ প্রচার করিতেন, মদিনাবাসিগণ, তাঁহাদিগকে ফসলের অর্দ্ধেকাংশ দান করিতেন, ইহা বিনা ছওয়ালে ছিল, এই জন্য উহা জায়েজ ছিল। ছুরা হাশরের وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ এই আয়তে ইহার প্রমাণ আছে। তফছিরে রুহোল-মায়ানি ৮।৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইহাতে বুঝা যায় যে, কেহ ছওয়াব রেছানি উদ্দেশ্যে কোরআন পড়িয়া ছওয়াব রেছানি করিল, আর গৃহস্থ বিনা ছওয়ালে তাহাকে কিছু প্রদান করিল, ইহা জায়েজ হইবে, ইহা নাজায়েজ হওয়া উক্ত হাদিছদ্বয়ে প্রমাণিত হয় না। যেহেতু হাদিছে স্পষ্ট ছওয়াল করার কথা আছে।

মাওলানার দ্বাদশ দলীল;—

"তফছিরে এবনো- কছিরে আছে, হাছান বাছারি কোরআন উল্লিখিত অল্প মূল্যের অর্থ কি, জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, উহার অর্থ সমস্ত দুনইয়া। আবুজাফর বলিয়াছেন, রবি বেনে আনাছ— "তোমরা আমার আয়ত সমূহকে অল্প মূল্যে বিক্রয় করিও না, এই আয়তের অর্থ আবুল আলিয়া হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, তোমরা উহার উপর বেতন গ্রহণ করিও না।

খাজেনে উহার অর্থ লিখিত আছে, দুনইয়ার সামান্য বিনিময়, কেননা দুনইয়া আখেরাতের হিসাবে অতি সামান্য, নগন্য, মূল্যহীন বস্তু, য়িহুদীরা যাহা গ্রহন করিত, সমস্ত দুনইয়ার হিসাবে উহা অতি সামান্য, কাজেই নগণ্য হইতে নগণ্যতর ছিল।"

আমি ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, য়িহুদী বিদ্বান্‌গণের সামান্য টাকা-কড়ির লোভে তওরাতে যে নবি (ছাঃ) এর নবুয়ত ও সত্যতার কথা গোপন করিত, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। ইহা মুছলমানদিগের জন্য নাজিল হয় নাই, ইহাতে কোরআন তেলাওয়াতের কোন কথা নাই।

চট্টগ্রামি মাওলানার ত্রয়োদশ দলীল;—

তফছিরে আজিজিতে এই আয়তের তফছিরে লিখিত আছে, ইহা জানা উচিত যে, এই আয়তে প্রকাশ্যভাবে বনি ইছরাইলদের প্রতি উপদেশ আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই উম্মতের কয়েকদলের প্রতি তিরস্কার করা হইয়াছে—যাহারা আল্লাহতায়ালার আয়ত সমূহের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করতঃ উক্ত নেয়ামতকে নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহা হজরত ওমারের কথা হইতে প্রমাণিত হয়।

আমাদের উত্তর;—

মাওলানা সেই ফেরকাগুলির নামোল্লেখ করেন নাই, তিনি উহার ৩৬ পৃষ্ঠায় দুই ফেরকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, একদল বদ আমল আলেমগণ, যাহারা দুনইয়াদার ও অত্যাচারিদিগের সহিত মিলন রাখিয়া থাকে এবং তাহাদের বাসনা ও কামনার সহায়তা কল্পে এবং তাহাদের জুলুম অত্যাচার সমর্থন করা উদ্দেশ্যে অপ্রসিদ্ধ রেওয়াএত সকল আবিষ্কার করতঃ হিলা প্রস্তুতত করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় দল উৎকোচ গ্রহণকারী কাজি ও নির্ভীক মুফ্‌তি সকল উৎকোচের জন্য শরিয়তের হুকুমকে পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, বাদীকে প্রতিবাদী ও প্রতিবাদীকেবাদী স্থির করিয়া থাকেন। ইহা তফছিরে আজিজির ২০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

তৎপরে শাহ ছাহেব পঞ্চম ফেরকার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

پنجم معلمان دنیا طلب وواعظان طماع کہ بر تعلیم احکام الہی و تبلیغ مواعظ و پند از متاع در خواست نمایند و نزدیک توقع منفعت متوجہ بحال سائل شوند و در صورت بے توقعی خشونت و درست خوئی نمایند ☆

"পঞ্চম দল দুনইয়া প্রার্থী শিক্ষকগণ ও লোভী উপদেশকগণ আল্লাহতায়ালার আহকাম শিক্ষা দিতে ও সদুপদেশ পৌছাইয়া দিতে টাকা-কড়ি ছওয়াল করিয়া থাকেন, লাভের আশা স্থলে ছাএলের (প্রশ্নকারীর) দিকে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন ও আশা না থাকার স্থলে কঠোরতা ও রূঢ় ব্যবহার করিয়া থাকেন।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, শাহ ছাহেবের মতে যাহারা ওয়াজ করিয়া টাকা-কড়ি দাবি করিয়া লইয়া থাকেন, কিম্বা যে মোদার্রেছগণ এলম শিক্ষা দিয়া শিক্ষার্থিদিগের নিকট হইতে বেতন চাহিয়া লইয়া থাকেন, তাহারাও অল্প মূল্যে আল্লাহ তায়ালার আয়ত বিক্রয় করিয়া উক্ত আয়তের লক্ষ্যস্থল হইবেন।

হাট হাজারির মাওলানা মাদ্রাছার মোদার্রেছগিরি করিয়া বেতন লইয়া থাকেন, তিনি ত এই আয়তের লক্ষ্যস্থল, তিনি নিজের দোষ গোপন করা উদ্দেশ্যে তফছির আজিজির এই এবারত বাদ দিয়াছেন। তৎপরে তিনি খোৎবা পাঠ, এমামত ও আজানের বেতন সম্বন্ধে মতভেদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, একদল বলেন, এইগুলি এবাদত কার্য্য, এবাদতে ওজরত লইলে, উহার ছওয়াব নষ্ট হইয়া যায়, এইহেতু উহা নাজায়েজ।

অন্যদল বলেন, এস্থলে এবাদতের ওজরত লওয়া হইতেছে না, বরং এক স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবদ্ধ থাকার বেতন গ্রহণ করা হইয়া থাকে, ইহা এবাদত নহে। তৎপরে তিনি মূল এবাদতের বেতন নিষিদ্ধ থাকার মত

সমর্থন করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবদ্ধ থাকার বেতন গ্রহণ জায়েজ বলিয়াছেন। এসূত্রে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবদ্ধ থাকিয়া কোরআন তেলওয়াত করিলে, এই আবদ্ধ থাকার বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হওয়া প্রতিপন্ন হয়।

হাট হাজারির মাওলানা উক্ত তফছিরের ৩২৯ পৃষ্ঠায় কতকটা এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা এই—"আর যদি সে ব্যক্তি দুনইয়াবি পেশা ও পারিশ্রমিক গ্রহণের উপর সীমাবদ্ধ করে যদি পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হয়, তবে উহা সম্পাদন কর, নচেৎ উহা ত্যাগ করে, তবে সে ব্যক্তি খাঁটি শ্রমিক, সে ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে না, বরং আজাবের আশঙ্কা আছে, যেহেতু সে ব্যক্তি দ্বীনের কার্য্যকে দুনইয়ার জন্য করিল ও আখেরাতকে সামান্য বস্তুর সহিত বিক্রয় করিল।"

মাওলানা এস্থলে উহার পূর্ব্বকার এবারত নিজের স্বার্থের বিপরীত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, উক্ত এবারত এই—

درین حدیث اشارہ است باصلی عظیم از اصول کلیۂ فقہ یعنی اجرت برعبادت گرفتن دران صورت جائز است کہ نیت خالص محض برای خدا باشد وبودن ونبودن اجرت برابر گردد آن عبادت را کار کردنی خود داند خواہ کس بران اجرت بدہد یا ندہد ☆

"এই হাদিছে ফেকহের কায়েদায় কুল্লিয়ার মধ্যে একটী বড় কায়েদার দিকেই ইশারা করা হইয়াছে, অর্থাৎ এবাদতের ওজরত উক্ত স্থলে গ্রহণ করা জায়েজ যে, খাঁটি নিয়ত আল্লাহতায়ালার জন্য হয়, ওজরত হওয়া ও না হওয়া সমান হয়, উক্ত এবাদতকে নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য জানে, কেহ উহার ওজরত দিউক, আর না দিউক।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, সমস্ত প্রকার এবাদত মোদার্রেছিগিরি, আজান একামত ও এমামত সম্বন্ধে উহা খাঁটিবে, কোরআন তেলাওযাত ও গোর জিয়ারত সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবস্থা হইবে, কাজেই ইহা কেবল তেলাওয়াতে কোর-আণের বিপরীতে দলীল রূপে প্রকাশ করা সত্যকে পদদলিত করা নহে কি?

ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, যে ব্যক্তি কিছু পাউক, আর নাই পাউক, নিজের কর্ত্তব্য বোধে কোর-আণ তেলাওয়াত করিয়া ছওয়াব রেছানি করিয়া দেয়, তাহাকে যাহা কিছু দেওয়া হয়, উহা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।

আরও শাহ ছাহেব ফাতাওয়ায়-আজিজিয়ার ১।৯ পৃষ্ঠায় গোর জিয়ারতের মোবাহ হওয়ার ও উহার বেতন জায়েজ হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, কাজেই চট্টগ্রামি মাওলানার দলীল কার্য্যকারী হইল না।

চট্টগ্রামি মাওলানা ১৪।১৫।১৬।১৭।১৮ দলীলের রদ্দোল-মোহাতারের ৫।৩০১।৩০২ পৃষ্ঠা হইতে কতকগুলি এবারত উদ্ধৃত করিয়া পাঁচটি পৃথক দলীল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ তৎসমস্ত এক কেতাবের একই স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। রদ্দোল-মোহতারে আছে, আল্লাহতায়ালার এবাদতে বিশুদ্ধ সংকল্প (খাঁটি নিয়ত) করা ওয়াজেব, স্পষ্ট কোর-আণ-ও হাদিছের দলীলের সর্ব্ববাদিসম্মত মতে রিয়াকারি হারাম, উহার অর্থ আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে করা। আর নবি (ছাঃ) রিয়াকে ছোট শেরক নামে অভিহিত করিয়াছেন।

জয়লয়ি স্পষ্ট বলিয়াছেন, নামাজির উহাতে খাঁটি নিয়ত করা আবশ্যক।

মেয়ারাজে আছে, আমরা এবাদতের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি আদিষ্ট বিষয় বিশুদ্ধভাবে করা ব্যতীত উক্ত এবাদত হইতে পারে না, বিশুদ্ধ ভাবে করার অর্থ উহার কার্য্যগুলি আল্লাহতায়ালার জন্য করা, নিয়ত ব্যতীত উহা হইতেই পারে না।

আয়নি বোখারির টীকায় লিখিয়াছেন, বিশুদ্ধ ভাবে এবাদত করার অর্থ রিয়া ত্যাগ করা, উহার মূল স্থান অন্তর।

তৎপরে তিনি আয়নির কথা বলিয়া লিখিয়াছেন, هذه النية لتحصيل الثواب "এই আয়তটি ছওয়াব হাছেল করার জন্য। ইহা আয়নির কথা নহে, ইহা আল্লামা শামীর কথা। এস্থলে মাওলানা জাল করিয়াছেন।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, নিয়ত খাঁটি না হইলে এবাদত বাতীল হইবে, কিন্তু তাহা নহে, মাওলানা উহার সমস্ত বিবরণ লেখেন নাই।

আল্লামা আয়নির কথার পরে আল্লামা শামী লিখিয়াছেন, এই নিয়ত ছওয়াব হাছেল করার জন্য, কিন্তু আমল ছহিহ্ হওয়ার জন্য নহে, কেননা ছহিহ্ হওয়ার শর্ত্ত ও রোকনগুলির উপর নির্ভর করে। আর যে নিয়ত নামাজ সহিহ্ হওয়ার জন্য শর্ত্ত, উহা এই যে, সে কোন নামাজ পড়িতেছে, তাহা অন্তরে জানিবে। মোখতারাতোন্নাওয়াজেলে আছে, নিয়ত ছহিহ্ হওয়ার অর্থ খাঁটি করার উপর ছওয়াব নির্ভর করে, যে ব্যক্তি নাপাক পানি দ্বারা ওজু করে এবং উহা জানিতে না পারিয়া নামাজ পড়ে, তাহার নামাজ শর্ত্ত অভাবে (শরিয়তের) হুকুম অনুসারে জায়েজ হইবে না, কিন্তু তাহার নিয়ত ছহিহ্ হওয়ার ও তাহার ত্রুটি না থাকার জন্য সে ছওয়াবের হকদার হইবে। ইহাতে জানা যায় যে, ছওয়াব ও ছহিহ্ হওয়া (এই দুই বিষয়ের) একত্রে সমবেত হওয়া জরুরি নহে, কখন (কোন এবাদতের) ছওয়াব হইয়া থাকে, কিন্তু উহা ছহিহ্ হয় না, যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। কখন ইহার বিপরীত হয়, যেরূপ বিনা নিয়ত অজু করা, ইহা ছহিহ্ হইবে, কিন্তু উহাতে ছওয়াব হইবে না। এইরূপ যদি লোক দেখান উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে, কিন্তু কখন মূল এবাদতের রিয়া হয়, কখন ছেফাতের রিয়া হয়, প্রথমটি পূর্ণ রিয়া, ইহা

সমস্ত ছওয়াব নষ্ট করিয়া দেয়, যেরূপ লোকদিগকে দেখান উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে, যদি তথায় লোক না থাকিত, তবে সে নামাজ পড়িত না। আর যদি নামাজের মধ্যে রিয়া উপস্থিত হয়, তবে উক্ত রিয়া ধর্ত্তব্য হইবে না। কেননা সে ব্যক্তি তাহাদিগকে দেখান উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে নাই, বরং তাহার নামাজ বিশুদ্ধ আল্লাহতায়ালার জন্য ছিল, যে অংশে রিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, উহা উক্ত বিশুদ্ধ নামাজের কতকাংশ। অবশ্য যদি নামাজ শুরু করার পরে (রিয়া ভাবে) উহার সৌন্দর্য্য বেশী করে, তবে দ্বিতীয় প্রকার রিয়ার অন্তর্গত হইবে। ইহাতে সৌন্দর্য্য করার ছওয়াব নষ্ট করিয়া দিবে। কতক সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ বিদ্বান্ বলিয়াছেন, তাতারখানিয়াতে আছে, যদি কেহ আল্লাতায়ালার জন্য বিশুদ্ধ ভাবে নামাজ শুরু করে, তৎপরে তাহার অন্তরে রিয়া প্রবেশ করে, তবে সে ব্যক্তি যে অবস্থায় শুরু করিয়াছিল, সেইরূপ হুকুম হইবে। রিয়ার অর্থ এই যে, যদি কেহ নির্জ্জনে থাকে, তবে নামাজ পড়ে না, আর যদি লোক সমাজে থাকে, তবে নামাজ পড়ে। পক্ষান্তরে যদি সে লোক সমাজে থাকে, তবে সুন্দর ভাবে নামাজ আদায় করে, আর যদি একা নামাজ পড়ে, তবে সুন্দর ভাবে আদায় করে না, এক্ষেত্রে মূল নামাজের ছওয়াব হইবে, সুন্দর ভাবে নামাজ পড়ার ছওয়াব হইবে না। রোজাতে রিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। আল্লামা শামী বলিয়াছেন, বিশেষ সম্ভব যে, রোজা এরূপ এবাদত যে, উহা দেখা যায় না, এইহেতু উহাতে রিয়া দাখিল হইতে পারে না। হাঁ যদি উহা লোকদিগের নিকট বর্ণনা করে, তবে উহাতে রিয়া প্রবেশ করিতে পারে।

চট্টগ্রামি মাওলানা ছাহেব ১৭ দলীলে লিখিয়াছেন;—

'ইয়ানাবি কেতাবে আছে, এবরাহিম বেনে ইউছোফ বলিয়াছেন, "যদি কেহ রিয়া ভাবে নামাজ পড়ে, তবে তাহার ছওয়াব হইবে না, বরং গোনাহ হইবে।

ইহাও মাওলানার অসম্পূর্ণ কথা, এস্থলে সম্পূর্ণ কথা লেখা উচিত ছিল। দোর্রোল-মোখতারে আছে, যদি কেহ রিয়া ভাবে নামাজ পড়ে কিম্বা ছদকা করে, তবে উক্ত নামাজের জন্য আজাব হইবে না ও ছওয়াব হইবে না, ইহা ফরজ এবাতদগুলির কথা। আল্লামা-শামী বলেন, রিয়া কারির রিয়ার পৃথক গোনাহ হইবে, কিন্তু নামাজ ত্যাগ করিলে, যে আজাব হয়, সেই আজাব হইবে না, কেননা উক্ত নামাজ ছহিহ হইয়াছে, উহাতে ফরজ অদায় হইয়া যাইবে। বাজ্জাজিয়াতে আছে, ওয়াজেব আদায় হওয়া সম্বন্ধে ফরজ এবাদতগুলিতে রিয়া দাখিল হয় না। আশবাহ কেতাবে আছে, উহাতে বুঝা যায় যে, রিয়া হইলেও ফরজ ছহিহ হইয়া যাইবে, উহাতে ওয়াজেবের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইবে। হেদায়া প্রণেতা মোখতারাতোন্নাওয়াজেল কেতাবে লিখিয়াছেন, যদি লোককে দেখাইবার ও শুনাইবার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে, তবে শর্ত্ত ও আরকান পাওয়ার জন্য (শরিয়তের) হুকুম অনুসারে নামাজ জায়েজ হইবে, কিন্তু ছওয়াবের হকদার হইবে না। আল্লামা-শামী বলেন, অতিরিক্ত ছওয়াব পাইবে না। ফকিহ আবুল্লাএছ, নাওয়াজেলে লিখিয়াছেন, আমাদের ফকিহগণ বলিয়াছেন, কোন ফরজ এবাদতের রিয়া প্রবেশ করিতে পারে না, ইহাই সত্য মত, রিয়াতে মুল ছওয়াব নষ্ট করিতে পারে না। তবে অতিরিক্ত ছওয়াব নষ্ট করিয়া দিবে। আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, নিয়ত ছহিহ হওয়ার উপর ছওয়াব নির্ভর করে, এই রেওয়াএতগুলি উক্ত মতের বিপরীত হইয়া পড়ে, কিন্তু উল্লিখিত মতের এইরূপ অর্থ লইলে, কোন বৈষম্য ভাব থাকে না। অথবা উক্ত রেওয়াএতগুলিতে মূল ছওয়াব নষ্ট না হওয়ার কথা আছে, উহার মর্ম্ম এই যে, উক্ত নামাজে ফরজ ছাকেত হইয়া যাইবে, উক্ত নামাজ ত্যাগ করিলে, যে আজাব হয়, তাহার উক্ত আজাব হইবে না।”

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন, জাহেদী মোজতাবাতে লিখিয়াছেন যে, ওয়াকেয়াতে আছে, ফরজ এবাদতগুলিতে রিয়া প্রবিষ্ট হইতে পারে না, নফল এবাদতগুলি রিয়াতে নষ্ট হইয়া যায়।"

এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত বিশ্বাসযোগ্য কেতাব সকলের প্রমাণে স্পষ্ট প্রকাশিত হইল যে, ফরজ হজ্জ, জাকাত, হেজরত, জেহাদ, নামাজ রোজা, রিয়া ভাবে করিলে, উহা বাতীল হয় না, উহার মূল ছওয়াব যাহাতে বেহেশত লাভ হয় ও দোজখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, উক্ত ছওয়াব নষ্ট হয় না। উহার যে অতিরিক্ত ছওয়াবে উচ্চ দরজা উচ্চ বেহেশত লাভ হয়, তাহাই নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে চট্টগ্রামি মাওলানার দাবি রদ হইয়া গেল।

চট্টগ্রামি মাওলানা ১৯ দলীলে আল্লামা-শামীর সেই রদ্দোল-মোহতারের ৫।৩০২ পৃষ্ঠার অর্থাৎ এক স্থানের এবারত উদ্ধৃত করিয়া ইহা পৃথক দলীলরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, আরও তিনি ১৪।১৮।৫০।৫১ দলীলে একই আল্লামা-শামীর রদ্দোল-মোহতারের কথা উদ্ধৃত করিয়া পৃথক পৃথক চারি দলীল বলিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি ১৯।২০।৪১ দলীলে শেফায়োল-আলিলের ১৭৮।১৮০ হইতে একই তবইনোল-মাহারেমের এবারত উদ্ধৃত করিয়া তিনটি পৃথক পৃথক দলীল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ২৩।৪৫ দলীল আল্লামা-শামীর তনকিহ কেতাবের ২।১২৭ পৃষ্ঠা এরারত উদ্ধৃত দুইটি পৃথক পৃথক দলীল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বরং তিনি যে ৫৫টি দলীল প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৩৫টি দলীল আল্লামা-শামীর রদ্দোল-মোহতার, শেফায়োল-আলিল, তনকিহ ও ওকুদো-রাছমোল-মুফতি হইতে উদ্ধৃত করিয়া পৃথক পৃথক ৩৫ দলীল বলিয়া প্রকাশ করিয়া সাধারণ লোকদিগকে ধোকা দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

যাহা হউক মাওলানা ১৮ দলীলে আল্লামা শামীর রদ্দোল-মোহতারের যে এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার অর্থ এই-তুমি জানিয়া রাখ, পারিশ্রমিক লইয়া তেলাওয়াত ইত্যাদি করিলে, উহা রিয়ার অন্তর্ভূক্ত হয় কেননা উহাতে আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্য হয়, উহা অর্থ। এই হেতু তাহারা বলিয়াছেন, উহাতে পাঠকারী ও দাতার কোন ছওয়াব হইবে না, গৃহিতা ও দাতা উভয়ে গোনাহগার হইবে।

আমাদের উত্তর ;—

এস্থলে আল্লামা-শামী বেতন লইয়া কোরআন তেলাওয়াতকে যে. রিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবি করিয়াছেন, ইহা তাঁহার নূতন কেয়াছ কোরআন ও হাদিছে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যাহা লোকদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে করা হয়, উহাকে রিয়া বলা হয়। কোরআন, হাদিছ এজমা ও এমামগণের কেয়াছে কোন স্থলে নাই যে, বেতন লইয়া এবাদত করিলে, উহা রিয়া হইবে। বেতন লইয়া এবাদত করিলে, এবাদতে এখলাছ না হওয়ার জন্য উহা নষ্ট হইতে পারে, ইহা পৃথক কথা, কিন্তু গড়িয়া পিটিয়া উহাকে রিয়া বলা যুক্তি সঙ্গত নহে, এই হেতু তিনি যে, তবইনোল মাহারেমের এবারত ইহার পরবর্ত্তী দলীলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে আছে, بل ملحقه با لرياء "ওজরতের বেতনকে রিয়ার হুকুমে দাখিল করিয়া লওয়া হইয়াছে।" ইহাতে বুঝা যায় যে, উহা প্রকৃত রিয়া নহে, আবার তিনি পরবর্ত্তী এবারতে উহা রিয়া বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লামা-শামী এই ছাহেবের অন্ধ তকলীদ করিয়া উহাকে রিয়া বলিয়াছেন, উভয় ছাহেব মোজতাহেদ ও ছাহেবে-তরজিহ নহেন, তাঁহাদের তকলিদ করা আমাদের উপর ফরজ নহে। তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন যে, বেতন দিয়া এবাদত করিলে, দাতা ও গৃহিতা উভয়েই গোনাহগার হইবে, কিন্তু তিনি শেফায়োল-আলিলের ১৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কাজিখানে আছে, যদি কেহ ওজরত লইয়া কাহারও পক্ষ হইতে বদলা হজ্জ করে, তবে উক্ত

হজ্জ জায়েজ হইবে। আল্লামা-শামী বলেন, এজারা বাতীল হইলেও হজ্জ জায়েজ হইবে।

এস্থলে তিনি বা কোন ফকিহ্ বলেন নাই যে, দাতা ও গৃহিতা উভয় গোনাহগার হইবে।

তৎপরে তিনি রদ্দোল-মোহ্তারের ৫।৩০২ পৃষ্ঠায় বহু কেতাব হইতে লিখিয়াছেন, ফরজ এবাদগুলিতে রিয়া করিলে, মূল ছওয়াব নষ্ট হইবে না এবং উহাতে আজাব হইবে না।

আবার তিনি লিখিয়াছেন, রিয়াভাবে ছুন্নত নফল পড়িলে ছওয়াব হইবে না, কিন্তু গোনাহ্গার হওয়ার কথা নাই।

তেলাওয়াতে-কোরআন বেতন গ্রহণ করিয়া করিলে, ছওয়াব না হইতে পারে, কিন্তু গোনাহ্ হইবে কেন? দাতা ও গৃহিতা গোনাহগার হইবে কেন? হজ্জের মছলাতে দাতা ও গৃহিতা গোনাহগার হইল না, এস্থলে কেন গোনাহ্গার হইবে?

মাওলানা ১৯।২০ দলীলে শেফায়োল-আলিলের ১৭৮ পৃষ্ঠা হইতে তবইনোল-মাহারেমের এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার অর্থ এই যে, প্রত্যেক প্রকার এবাদত বিশুদ্ধভাবে করা ওয়াজেব হওয়া আল্লাহতায়ালার জন্য হওয়া শর্ত্ত, আখেরাতের কার্য্যে দুনইয়া অর্জ্জন করার ইচ্ছা করা হারাম, কাজেই ওজরত লইয়া এবাদত করিলে, উহা বিশুদ্ধ খোদাতায়ালার জন্য হইতে পারে না, বরং বিনা সন্দেহে রিয়ার হুকুমে দাখিল হইবে, আর রিয়া অকাট্য দলীল সমূহ দ্বারা হারাম হইয়াছে।

অর্থের জন্য কেরাতের নিয়ত ছহিহ নহে, বরং তাহার দুনইয়াতে বিনিময় লওয়ার ধারণা করায় রিয়া হইবে। বিদ্বান্গণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার জন্য জেহাদের ইচ্ছা করে, এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য পাওয়ার ধারণা করে, তাহার জেহাদ বিশুদ্ধ আল্লাহতায়ালার জন্য হইবে না। যে হজ্জ করার নিয়ত করে, এবং বাণিজ্য করারও নিয়ত করে, যাদি বাণিজ্যের নিয়ত প্রবল কিম্বা সমান হয়, তবে তাহার ছওয়াব হইবে না।

আমাদের উত্তর;—

যদি আখেরাতের কার্য্য দুনইয়ার ও ওজরত লাভ উদ্দেশ্যে করিলে, হারাম হয়, তবে মোদার্রেছগণের মোদার্রেছি, কারিগণের কোরআন শুনান, মোয়াজ্জেনগণের আজান ও এমামগণের এমামত, কাজিগণের কাজায়ি ও মুফতিগণের ফৎওয়া দেওয়া হারাম হইবে না কেন?

তৎপরে আল্লামা-শামী ও তবইন প্রণেতার মতে বেতন লইয়া এবাদত করিলে, উহা রিয়াকারীর মধ্যে গণ্য হয়, আর ইতিপূর্ব্বে আল্লামা-শামী নিজে অনেক কেতাব হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, ফরজ এবাদতে রিয়া প্রবেশ করিতে পারে না, ফরজ এবাদতে রিয়া করিলে, উক্ত এবাদতে গোনাহ হইবে না, উহার মূল ছওয়াব নষ্ট হইবে না, অবশ্য অতিরিক্ত ছওয়াব নষ্ট হইবে। এমনকি শেফায়োল-আলিলে কাজিখান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, ওজরত লইয়া হজ্জ করিলে, হজ্জ জায়েজ হইবে। লুণ্ঠিত অর্থ লোভে ফরজ জেহাদ করিলে, বাণিজ্য উদ্দেশ্যে ফরজ হজ্জ করিতে গেলে, উভয়ের মধ্যে রিয়া কিরূপে প্রবেশ করিবে? উভয়ের অতিরিক্ত ছওয়াব নষ্ট হইলেও মূল ছওয়াব কেন নষ্ট হইবে? হজ্জ ও জেহাদ কেন আদায় হইবে না?

আল্লামা-শামী রদ্দোল -মোহতারের ৫।৩০২ পৃষ্ঠায় হজ্জের মছলা লেখার পরে জখিরা কেতাবের বরাতে লিখিয়াছেন, যদি কেহ শহরে গমন করে, জুমার জন্য গমন করা ও শহরের কোন জরুরি কার্য্য সম্পাদন করা উভয় উদ্দেশ্য থাকে, যদি প্রথম উদ্দেশ্য বলবৎ হয় তবে জুমায় গমন করার ছওয়াব পাইবে, আর যদি উভয় তুল্য হয় বা দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বলবৎ হয়, তবে উহাতে ছওয়াব হইবে না।

যখন উভয় গ্রন্থাকারের মতে অন্য কোন উদেশ্যে এবাদত করিলে, রিয়ার মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে, তখন জুমাতে গমন যে ফরজ, উহার মূল ছওয়াব নষ্ট হইবে কেন?

আরও হজ্জ, জেহাদ ও জুমাতে গমন করা তাহাদের মতে রিয়াকারী হইলেও উহাতে গোনাহ হইবার কথা লিখিত নাই, কাজেই ওজরতের তেলাওয়াতে কোর-আণে গোনাহ হইবে কিরূপে?

আরও এক কথা উক্ত ছাহেবদ্বয়ের মতে টাকা-কড়ি লইয়া আজান ও একামত দিলে, এমামত করিলে, মোদার্রেছগিরি করিলে, কেরাত শিক্ষা দিলে, কেরাত শুনাইলে, রিয়াকারির মধ্যে গণ্য হইবে, উহাতে ছওয়াব হইবে না, বরং হারাম হইবে, কেবল কোরআন তেলাওয়াত্রে সম্বন্ধে উহা দলীল হওয়া একদেশ দর্শিতা নহে কি?

দ্বিতীয়, নিয়ত মনুষ্যের অন্তর্নিহিত বিষয়, কে কিরূপ নিয়ত করিল, তাহা মুফতিরা কিরূপে জানিবেন ? কেহ যদি নিয়ত করে, আমি বিশুদ্ধ ভাবে কোরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব অমুককে পৌছাইয়া দিতেছি, ইহার পারিশ্রমিক চাহি না, কিন্তু এক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করার নিয়ম এত টাকা লইব, তবে ইহা রিয়াকারি ও হারাম হইবে কেন।

তৃতীয়, সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট করাতে তেলাওয়াতে কোরআন মোবাহ হইয়া যায় এবং কবরের আজাব রেহাই করিয়া দেওয়া নিয়ত থাকিলে, গোরজিয়ারত মোবাহ হইয়া যায়, ইহার পারিশ্রমিক গ্রহণ উক্ত দলীলগুলিতে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

মাওলানা ২১ দলীলে ওকুদো-রাছমে-মুফতির ৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন;—এমাম কাজিখান বলিয়াছেন, জেকরের পরিবর্ত্তে বেতন গ্রহণ করিলে ছওয়াবের হকদার হইবে না।

আমাদের উত্তর;—

ইহা তিনি প্রাচীন বিদ্বান্গণের মতানুযায়ী বলিয়াছেন, অধিকাংশ মোতায়াক্ষেরিণ বিদ্বান্ উহা জায়েজ বলিয়াছেন।

তিনি ত লিখিয়াছেন;—

اجمعوا على ان الاجارة على تعليم الفقه باطلة

ফকিহগণ এজমা করিয়াছেন যে, ফেকহ শিক্ষা দেওয়ার উপর বেতন স্থির করা বাতীল।"

মাওলানা কাজিখানের এই মত মানেন কি? স্থান সময় নির্দ্দেশ করাতে জেকর মোবাহ হইয়া যায়, আর মোবাহ কার্য্যে বেতন গ্রহণ জায়েজ, ইহাতে সন্দেহ কি?

মাওলানা ২২ দলীলে ফৎহোল-কদীর হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আজানের ওজরত গ্রহণ নাজায়েজ। ইহা মাওলানার এমাম আল্লামা-শামীর মত রদ করিয়া দেয়। কেননা তিনি উহা রদ্দোল-মোহতারে হালাল বলিয়াছেন।

মাওলানা ২৩শ দলীলে আল্লামা-শামীর তনকিহ কেতাবের ২।১২৭ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, ছওয়াব পাওয়ার শর্ত্ত আল্লাহতায়ালার জন্য বিশুদ্ধ ভাবে এবাদত করা। কোরআন পাঠকারি তাহা না করিয়া দুনইয়ার জন্য পাঠ করে, যদি সে জানে যে, ওজরত গ্রহণকারী কিছু দিবে না, তবে কারি এক অক্ষর পড়িবে না।

আমাদের উত্তর;—

ইহা বড় বড় কারিদের পক্ষে প্রযোজ্য হইবে, কারণ তাঁহারা যদি জানেন যে, কেরাত শুনাইলে, গ্রামবাসিরা কিছুই দিবে না, তবে তাঁহারা তথায় কোরআন খতম করেন না। তাঁহাদের কোরআন শুনান মোস্তাহাব। কোরআনের যাহা শিক্ষা দেওয়া ফরজ তাহা তাহারা শিক্ষা দেন না, বা শিক্ষা দিবার আবশ্যক হয় না, বরং তাহারা কেরাতের মোস্তাহাব নিয়মগুলি, অথবা রাগরাগিনী সংযুক্ত আওয়াজ শিক্ষা দেন, ইহা ফরজ নহে। অনেক শ্রোতা কেরাতের কিছুই জানেন না ও শিক্ষা করেন না, অনেক পর্দ্দানশীন বিধবা কিছুই না শুনিয়া চাঁদা দেন। মোল্লা আলি কারি 'মানহে-ফিকরিয়া'র ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

" কোরাআনের তাজবিদ ফরজ, উহা এই যে, উহার শব্দগুলি সুন্দর করিয়া পড়া—অর্থাৎ অক্ষরগুলিকে তৎসমূদয়ের মখরেজ হইতে বাহির করা এবং তৎসমূদয়ের ছেফাতগুলি আদায় করা।"

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন;—

ودقائق التجويد على ماسياتى بيانه فانما هو من مستحسنانه فا لاظهر ان المراد هنا بالحتم ا يضاً الوجوب الاصطلاحى المشتمل على بعض افراده من الوجوب الشرعى فان اللحن على نوعين جلى وخفى فالجلى خطا يعرض للفظ و يخل بالمعنى و الاعراب كرفع المجرور و نصبه و نحو هما سواء تغير المعنى ام لا و الخفى خطا يخل بالحرف كترك الاخفاء و القلب و الاظهار و الادغام و الغنة و كترقيق المفخم و عكسه و مد المقصور و قصر الممدود و امثال ذلك و لا شك ان هذا النوع مما ليس بفرض عين يترتب عليه العقاب الشديد ☆

'কারিদের সুক্ষ্ম নিয়মগুলি, যেরূপ উহার বর্ণনা করিতেছে কেরাতের মোস্তাহাব বিষয়গুলির অন্তর্গত, কাজেই সমধিক প্রকাশ্য মত এই যে, এস্থলে যে (তাজবিদ) ওয়াজেব বলা হইয়াছে, উহা কারিদের এছতেলাহি ওয়াজেব, যাহার কতকাংশ শরয়ি ওয়াজেব কেননা, ভ্রম দুই প্রকার প্রথম স্পষ্ট, দ্বিতীয় অস্পষ্ট ভ্রম এইরূপ ভ্রমকে বলা হয় যাহা শব্দের মধ্যে ঘটিয়া থাকে এবং অর্থ এবং এ'রাবের পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে, যেরূপ জের সংযুক্ত অক্ষরকে পেশ বা জবর সংযুক্ত করিয়া পড়া ইত্যাদি। ইহাতে

অর্থের পরিবর্ত্তন হউক, আর নাই হউক। অস্পষ্ট ভ্রম এইরূপ ভ্রমকে বলা হয় যাহা অক্ষরের বিঘ্ন উৎপাদন করে, যেরূপ এখ্‌ফা, কল্‌ব, এজহার, এদগাম, ও গোন্নাহ্ ত্যাগ করা, পোর বিশিষ্ট অক্ষরকে বারিক পড়া, বারিক অক্ষরকে পোর পড়া, মদ্দ বিহীন অক্ষরকে মদ্দ সংযুক্ত করা এবং মদ্দ বিশিষ্ট অক্ষরকে মদ বিহীন পড়া, ইত্যাদি ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এই প্রকার কেরাতের নিয়ম ফরজে আএন নহে যে, উহার উপর কঠিন আজাব হইতে পারে।"

কাজেই কারি ছাহেবরা ফরজ কেরাত শিক্ষা দিবার নাম করিয়া যাহা কিছু আদায় করেন, প্রকৃত পক্ষে উহা মোস্তাহাব কার্য্য করিয়া আদায় করেন, কারিদের পক্ষে আল্লামা-শামীর মতে উহা নাজায়েজ হইবে।

যে মোদার্রেছগণ বেতন না পাইলে, এলমে-দ্বীনি শিক্ষা দেন না, যে মোয়াজ্জেন ও এমামগণ বিনা পয়সা আজান দেন না ও এমামত করেন না, তাঁহাদের জন্য উক্ত দলীল কেন খাটিবে না?

মাওলানা ২৪ দলীলে মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবির মজমুয়া-ফাতাওয়ার ২/২৪২ পৃষ্ঠা ও ২/৫৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, এইরূপ গোর জিয়ারত্ তছবিহ্ ও তহলীল পাঠে যাহার উদ্দেশ্য দুনইয়া (টাকাকড়ি) অর্জন করা হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা মৃতের বা অনুষ্ঠান কারির কোন ছওয়াব হইবে না।

মোতায়াক্কেরিণ বিদ্বান্‌গণের নিকট কোরআন শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ, প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের নিকট উহা জায়েজ নহে, কিন্তু সকলের মতে যে কোরআন তেলাওয়াত ও কোরআন খতমে কেবল ছওয়াব লাভ উদ্দেশ্যে হয়, উহার বেতন আদান প্রদান জায়েজ নহে।

আমাদের জওয়াব।

উক্ত মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব মজমুয়া-ফাতাওয়ার ৩। ১৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

متقدمین استیجار بر طاعات را ناجائز نوشتہ اند و متاخرین بسبب کسل و سستی در اقامت امر دین فتوی بر جواز آن دادہ اند و بعضی از متاخرین تطبیق بدین طور کردہ اند کہ نوکری بر نفس تعلیم قرآن و اذان و اقامت و امامت بدون تعیین مکان و زمان جائز نیست و در خانہء کسے رفتن و از صبح تا شام نشستن و اطفال اورا شبانی کردہ تعلیم کردن امریست کہ بران اجارہ منعقد میتواند شد و ہمچنین تعیین مسجد و مقید بودن بحاضری پنج وقتہ در آن جا برائے اذان یا امامت ہم محل انعقاد اجارہ ہست ☆

প্রাচীন বিদ্বানগণ এবাদত কার্য্যগুলির বেতন ধার্য্য করা নাজায়েজ লিখিয়াছেন। মোতায়াক্কেরিণ বিদ্বানগণ দ্বীন কার্য্য জারি করিতে অবহেলা ও শিথিলতা হেতু উহা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন। এই দলের কতক বিদ্বান্ উভয় মতের মধ্যে এই ভাবে সমতা স্থাপন করিয়াছেন যে, স্থান ও কাল নির্দ্দেশ ব্যতীত কোরআন শিক্ষা দেওয়া, আজান একামত ও এমামতের চাকুরি করা জায়েজ নহে। একজনের গৃহে গমন করা, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকা ও তাহার সন্তানদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করতঃ শিক্ষা দেওয়া এরূপ কার্য্য যে, ইহার জন্য বেতন নির্দ্দেশ করা যাইতে

পারে। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট মছজেদে আজান ও একামতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত উপস্থিত ও আবদ্ধ থাকার উ পর বেতন স্থির করা যাইতে পারে? ”

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, মোতায়ক্ষেরিণ বিদ্বান্‌গণের মতে সমস্ত এবাদত কার্য্যে বেতন গ্রহণ জায়েজ হইবে। আরও যদি কোন গোরের নিকট নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত থাকিয়া, কিম্বা কাহারও বাটীতে নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত থাকিয়া তেলাওয়াতে কোরআন, তাছবিহ্ ও তহলিল পাঠ করে, তবে এই নির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম করতঃ নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় নষ্ট করার পরিবর্ত্তে বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।

আরও উক্ত মাওলানা মজমুয়া ফাতাওয়ার ৩। ১১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

حافظ خواہ غیر حافظ اگر جائ تلاوت قران ساخت بی آنکہ اولا چیزی دادنی باوقرار گرفتہ و پس از تلاوت شخصی بنظر تبرع و احسان چیزے بی مبادلہ باو دادہ آنرا گرفتن و استعمال کردن و بمصرف خود آوردن جائز است یانہ جواب ہیچ محظور شرعی درین نیست واین صورت در ذیل آیہ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰیٰتِیْ ثَمَنًا قَلِیْلًا داخل نیست صاحب تفسیر مدارک در تفسیر خودمی نویسد ۔ و لا تشتروا و لا تستبدلوا بایٰتی بتغییرها و تحریفها ثمنا قلیلا ۔ قال الحسن هو الدنیا بحذافیرها و قیل هو الریاسة التی کانت لهم فی قومهم خافوا علیها الفوات لو اتبعوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم☆

প্রশ্ন—একজন লোক হাফেজ হউক, আর নাই হউক, প্রথমে কোন টাকা-কড়ি স্থির না করিয়া একস্থানে কোরআন তেলাওয়াত করিল, তেলাওয়াত অন্তে এক ব্যক্তি বিনিময় দেওয়ার ধারণা না করিয়া দান ও উপকার করা উদ্দেশ্যে কিছু (টাকা-কড়ি) প্রদান করিল। তাহার পক্ষে উহা গ্রহণ করা, ব্যবহার করা ও নিজের কার্য্যে ব্যয় করা জায়েজ হইবে কিনা?

জওয়াব।

ইহাতে শরিয়তে কোন নিষেধ নাই। এই ছুরত وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا (অর্থাৎ তোমরা আমার আয়তগুলিকে অল্প মূল্যে বিক্রয় করিও না)। এই আয়তের অন্তর্ভক্ত নহে। তফছিরে মাদারেক প্রণেতা নিজের তফছিরে লিখিতেছেন;—

"তোমরা আমার আয়তগুলিকে পরিবর্ত্তন ও বিকৃত করিয়া অল্প মূল্যের সহিত বিনিময় করিও না। হাছান বলিয়াছেন, অল্প মূল্যের অর্থ সমস্ত পৃথিবী। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহা নেতৃত্ব যাহা য়িহুদী বিদ্বান্‌দিগের তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল। তাহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, যদি তাহারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর তাবেদারি করেন, তবে উহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে।"

মূল কথা, মাওলানা ছাহেবের ফৎওয়ায় বুঝা যায়, যদি কোরআন পাঠকারিকে একস্থানে উপস্থিত থাকিয়া সময় অতিবাহিত ও পরিশ্রম করার বিনিময়ে টাকা-কড়ি দেওয়া কিম্বা কোরআন পাঠের বিনিময় ধারণা না করিয়া দান স্বরূপ কিছু দেওয়া হয়, তবে জায়েজ হইবে।

আরও মাওলানা লাক্ষ্ণৌবি ছাহেব প্রথম ফৎওয়া প্রাচীন আলেমগণের মতানুসারে লিখিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ মোতায়াক্ষেরিণ আলেমের মতে উহা জায়েজ, তাহা ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করা হইয়াছে। এইহেতু শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব তফছির ও ফাতাওয়াতে উহা জায়েজ বলিয়া লিখিয়াছেন।

তাঁহার ২৫শ দলীল।

হেদায়াতে আছে, যে কোন এবাদত মুছলমানের বিশিষ্ট বিষয়, আমাদের মজহাবে উহার ওজরত গ্রহণ করা জায়েজ নহে, ইহার প্রমাণ নবি (ছাঃ) এর এই হাদিছ;—"তোমরা কোরআন পাঠ কর এবং তদ্দ্বারা খোরাক সংগ্রহ করিও না।" আমাদের কতক মাশায়েখ দ্বীনি কলাপে শৈথল্য প্রকাশিত হওয়ায় কোরআন শিক্ষা প্রদানে ওজরত গ্রহণ করা মোস্তাহাব স্থির করিয়াছেন, উহা নিষেধ করিলে, কোরআন কণ্ঠস্থ করার বিঘ্ন উপিস্থত হইবে, ইহার উপর ফৎওয়া হইবে।

তিনি ২৬শ দলীলে লিখিয়াছেন, শরহে-বেকায়াতে আছে, আমাদের মজহাবে মূল নিয়ম কানুন এই যে, কোন এবাদত ও গোনাহ কার্য্যে পারিশ্রমিক দেওয়া জায়েজ নহে, কিন্তু দ্বীনি কার্য্য কলাপে শিথিলতা প্রকাশিত হওয়ায় কোরআন ও ফেক্‌হ্ তা'লিম দেওয়ার ওজরত ছহিহ্ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যাইবে, যেন কোরআন বিলুপ্ত না হইয়া যায়।

তিনি ২৭শ দলীল উল্লেখ বলিয়াছেন, কাঞ্জে আছে,—

আজান, হজ্জ, এমামতের কোরআন ও ফেকহ শিক্ষা দেওয়ার বেতন গ্রহণ জায়েজ নহে, বর্ত্তমানে কোরআন শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করার উপর ফৎওয়া হইবে।

আমাদের উত্তর;—

চট্টগ্রামি মাওলানার এমাম আল্লামা এবনো আবেদীন শামী 'শেফায়োল-আলিল' কেতাবের ১৫৭—১৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, প্রাচীন বিদ্বান্‌গণ কোন এবাদত কার্য্যে বেতন গ্রহণ জায়েজ বলেন নাই। খোলাছা প্রণেতা, কাজিখান ও বালাখের বিদ্বান্‌গণ কেবল কোরআন শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ বলিয়াছেন। মাওয়াহেবের-রহমান, হেদায়া ও কাঞ্জে কেবল কোরআন শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ বলিয়াছেন। এমাম

মোহাম্মদ বেনে ফজল উক্ত মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, এমামত ও আজানে বেতন গ্রহণ জায়েজ নহে।

ছারাখছি বলিয়াছেন, ফেকহ শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ বাতীল, ইহার উপর বিদ্বান্‌গণ এজমা করিয়াছেন। ফাতাওয়া-জহিরিয়াতে মোহাম্মদ বেনে-ফজলের মতের উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। শারাম্বালালী কাজিখান হইতে ঐরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন। খোলাছা কেতাবে আছে, মোয়াজ্জেন, ও এমামের পক্ষে আজান ও এমামতের বেতন গ্রহণ জায়েজ নহে। প্রকাশ্য মত এই যে, এবনোল-ফজলের মতের উপর নির্ভর করিয়া বলা হইয়াছে যে, বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়া খাস কোরআন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। হেদায়া, মাওয়াহেব ও অন্যান্য কেতাবের স্পষ্ট এবারত উক্ত মতটি প্রবল প্রতিপন্ন করে, যেহেতু তাহারা কেবল কোরআন শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ বলিয়াছেন।

তৎপরে তিনি আজান, এমামতের ও ফেকহ শিক্ষা দেওয়ার বেতন জায়েজ হওয়ার মতের দূর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছেন।

উপরোক্ত প্রমাণে বুঝা যায় যে, যাহারা কোরআন ব্যতীত অন্য দ্বীনি এলম শিক্ষা দিয়া, এমামত করিয়া ও আজান দিয়া বেতন গ্রহণ করেন, উক্ত আল্লামা -শামীর মনোনীত মতে হারাম কার্য্য করেন। আরও বুঝা যায় যে, শরহে-বেকায়া ও অন্যান্য কেতাবে তৎসমুদয়ে জায়েজ হওয়ার যে মত লিখিত আছে উহা ছহিহ নহে।

দ্বিতীয় মোল্লা আলি কারি মনহে-ফেকরিয়া'র ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, আরবি অক্ষরগুলির মখরেজ ও ছেফাত শিক্ষা দেওয়া জরুরী, পক্ষান্তরে এজহার, এখফা, এদগাম, ইয়ারমানুন, তাফখিম ও তরকিক ইত্যাদি কেরাতের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়মগুলি শিক্ষা দেওয়া মোস্তাহাব, ইহা ফরজ ওয়াজেব নহে।

মনহে ফেকরিয়ার এবারত এই;—

فينيغى ان يراعى جميع قواعد هم وجو با فيما يتغير به المبنى و يفسد المعنى و استحبابا فيما يحسن به النطق حال الاداء و انما قلنا با لاستحباب فى هذا النوع لان اللحن الخفى الذى لا يعرفه الا مهرة القراء من تكرير الراء آت و تطنين النونات و تغليظ اللامات فى غير محلها و ترفيق الراأت فى غير موضعها كما سيانى بيانها و لا يتصور ان يكون من فرض عين يترتب عليه العقاب على فاعلها لما فيه من حرج عظيم و قد قال الله تعالى و ما جعل عليكم فى الدين من حرج و لا يكلف الله نفسا الا وسعها و هو الحق الذى يعض عليه بالنواجذ و لا يعدل عنه الى غيره الا المذامذ ٥

"তাহাদের সমস্ত নিয়মের রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত, যে স্থানে শব্দের পরিবর্ত্তন ও অর্থ বিকৃত হয়, তথায় উহা ওয়াজেব হইবে, আর যে স্থলে পাঠ কালে উচ্চারণের সৌন্দর্য্য হয়, তথায় উহা মোস্তাহাব হইবে, এই

প্রকার নিয়ম এই হেতু মোস্তাহাব বলিয়াছি যে, অস্পষ্ট ভ্রম যাহা সুদক্ষ কারিগণ ব্যতীত বুঝিতে পারেন না, যেরূপ 'রে'কে ডবল করা, নুনকে গোন্নাবিহীন পড়া, লামগুলিকে বারিক পড়া স্থলে পোর পড়া এবং 'রেগুলিকে পোর স্থলে বারিক পড়া যেরূপ ইহার বর্ণনা আসিতেছে, ইহা ফরজে আএন হইতে পারে না যে উহার অনুষ্ঠান কারির উপর আজাব আসিতে পারে, কেননা ইহাতে সমস্ত কষ্টকর ব্যবস্থা হইবে। আল্লাহতায়া বলিয়াছেন, — "এবং তিনি তোমাদের উপর দ্বীন সম্বন্ধে কষ্টদায়ক ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই।"

"আরও আল্লাহ কোন জীবকে সাধ্যাতীত হুকুম প্রদান করেন না।" ইহা এরূপ সত্য মত যে, দৃঢ় রূপে ধারণ করিতে হইবে এবং ইহা ত্যাগ করতঃ অন্য মতের দিকে হঠকারি ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ ঝুকিবে না" এক্ষেত্রে ছোট বড় কারিগণ উপরোক্ত কেরাতের মোস্তাহাব নিয়মগুলি শিক্ষা দিয়া অথবা কেবল কেরাত শুনাইয়া যে টাকা-কড়ি গ্রহণ করেন, উক্ত আল্লামা-শামীর মতে নিশ্চয় হারাম হইবে।

তহরিরোল-মোখতার, ২।৩৪৭ পৃষ্ঠায়;—

فى السندى و ليست الضرورة فى تعلم كل الفقه و كل القرأن لكل شخص ☆

"ছিন্দিতে আছে, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত ফেক্‌হ ও সমস্ত কোরআন শিক্ষা করা জরুরি (ওয়াজেব) নহে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, নামাজে যে পরিমাণ কোরআন শিক্ষা করা ফরজ ওয়াজেব, কেবল তাহাই শিক্ষা করা ফরজ ওয়াজেব, তদ্ব্যতীত বেশী শিক্ষা করা ফরজ ওয়াজেব নহে। কারি ছাহেবগণ যে শ্রোতাদ্গিকে কোরআন শুনাইয়া থকেন, উহা নিশ্চয় মোস্তাহাব। এই মোস্তাহাব বিষয় আদায় করিয়া যে তাঁহারা টাকা-কড়ি গ্রহণ করেন, উহা আল্লামা-শামীর মতে নিশ্চয় হারাম হইবে।

মোদার্রেছগণ যে পরিমাণ ফেকহ, হাদিছ ও তফছির শিক্ষা দেন, উহা ফরজ ওয়াজেব নহে, বরং মোস্তাহাব, ইহা জরুরি নহে, এইরূপ গর জরুরি কার্য্যের বিনিময়ে হাট হাজারির মাওলানার অর্থ গ্রহণ করা আল্লামা-শামীর মতে কেন হারাম হইবে না?

তিনি ২৮ দলীলে কাজিখানের পৃষ্ঠা হইতে লিখিয়াছেন;—

কাজিখানে আছে, যদি চৌকিদার চৌকিদারি কালে লাএলাহা ইল্লাল্লাহ কিম্বা তত্তুল্য কিছু বলে, কিম্বা গমের শরবত বিক্রেতা শরবতের পাত্রের মুখ খুলিবার সময় ছাল্লাল্লাহো আলা মোহাম্মদ বলে, তবে বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি গোনাহ্‌গার হইবে।

আমাদের উত্তর;—

কাজিখান বলিয়াছেন;—

لان الفقاعی و الحارس یا خذ بذلک عوضا

"গমের শরবত বিক্রেতা ও চৌকিদার উক্ত কলেমা ও দরুদের মূল্য লইতেছে।"

কাজিখানের এই কথার মর্ম্ম বুঝা মুস্কিল। চৌকিদার ছওয়াবের নিয়তে কলেমা পড়িল, আর শরবত বিক্রেতা তাবার্রোকের জন্য দরুদ পড়িল, ইহাতে কলেমা ও দরুদের বেতন লইল কিরূপে?

যদি চৌকিদার লোকদিগকে ডাকিবার সমস্ত সময় কলেমা পড়ে, তবে কাজিখানের দাবি সত্য হইতে পারে, কিন্তু যদি তাবার্রোকের জন্য একবার বলিয়া থাকে, তবে কাজিখানের দাবি কিরূপে ঠিক হইবে?

বিদ্বান্‌গণ যথাস্থলে কলেমা ও দরুদ পড়া হয় নাই, এই হিসাবে গোনাহ্‌গার হওয়ার হুকুম দিয়াছেন। আমরা কাজিখানের দাবি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও বলিব, তিনি উহা প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মতানুসারে বলিয়াছেন। যেরূপ তিনি কাজিখানের ৪৩৪ পৃষ্ঠায় ফেকহ্ শিক্ষা দিয়া ওজরত গ্রহণ করা বাতীল হওয়ার প্রতি এজমা বর্ণনা করিয়াছেন। মাওলানা ইহা মানেন কি;—

দ্বিতীয় শেফায়োল-আলিলের ১৬২ পৃষ্ঠায় আছে;—

نص الخانية اذا استاجر المحبوس رجلا ليحج عنه حجة الاسلام جازت الحجة عن المحبوس اذا مات فى الحبس و للاجير اجر مثله فى ظاهر الرواية ☆

কাজিখানের রেওয়াএত এই—যদি কোন কারারুদ্ধ ব্যক্তি নিজের পক্ষ হইতে ফরজ হজ্জ আদায় করার জন্য এক ব্যক্তি চাকর নিয়োজিত করে, তবে কারারুদ্ধ ব্যক্তির হজ্জ জায়েজ হইয়া যাইবে-যদি সে ব্যক্তি কারাগারে থাকাকালে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। চাকরকে উহার তুল্য ওজরত দেওয়া হইবে। ইহা জাহেরে-রেওয়াএত।"

তৎপরে আল্লামা-শামী এই হজ্জের ইজারা বাতীল প্রমাণ করার সাধ্য সাধনা করিয়াছেন।

এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন, ইজারা বাতীল হইলে, যে টাকাগুলি বদলা হজ্জ আদায়কারীকে দেওয়া হইয়াছে, উহার আদান প্রদান হারাম হইয়াছে দাতা গৃহিতা গোনাহগার হইয়াছে, এইরূপ হারাম অর্থের দ্বারা হজ্জ জায়েজ হইল কিরূপে, ইহার সন্তোষজনক জওয়াব আল্লামা-শামী ও চট্টগ্রামী মাওলানার নিকট চাহিতেছি। বদলা হজ্জে হজ্জের অধিকাংশ টাকা না দিলে, সেই হজ্জ জায়েজ হয় না, ইহা সর্ব্বাবদি সম্মত মত। এ স্থলে ইজারা বাতীল হওয়ায় টাকা আদান প্রদান হারাম হইয়া গেল, উক্ত টাকাতে হজ্জ জায়েজ হইবে কিরূপে? যদি এই টাকা হারাম না হয়, তবে তেলাওয়াতে কোর-আণের ইজারাতে উহার টাকা আদান প্রদান নাজায়েজ হইবে কেন? দাতা গৃহিতা গোনাহগার হইবে কেন?

তিনি ২৯ দলীলে শেফায়োল-আলিলের ১৫৬ পৃষ্ঠা হইতে এমাম তাহাবীর মাজমায়োল-আছারের এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার অর্থ

দ্বিতীয় শেফায়োল-আলিলের ১৬২ পৃষ্ঠায় আছে;—

نص الخانية اذا استاجر المحبوس رجلا ليحج عنه حجة الاسلام جازت الحجة عن المحبوس اذا مات فى الحبس و للاجير اجر مثله فى ظاهر الرواية ☆

কাজিখানের রেওয়াএত এই—যদি কোন কারারুদ্ধ ব্যক্তি নিজের পক্ষ হইতে ফরজ হজ্জ আদায় করার জন্য এক ব্যক্তি চাকর নিয়োজিত করে, তবে কারারুদ্ধ ব্যক্তির হজ্জ জায়েজ হইয়া যাইবে-যদি সে ব্যক্তি কারাগারে থাকাকালে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। চাকরকে উহার তুল্য ওজরত দেওয়া হইবে। ইহা জাহেরে-রেওয়াএত।"

তৎপরে আল্লামা-শামী এই হজ্জের ইজারা বাতীল প্রমাণ করার সাধ্য সাধনা করিয়াছেন।

এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন, ইজারা বাতীল হইলে, যে টাকাগুলি বদলা হজ্জ আদায়কারীকে দেওয়া হইয়াছে, উহার আদান প্রদান হারাম হইয়াছে দাতা গৃহিতা গোনাহগার হইয়াছে, এইরূপ হারাম অর্থের দ্বারা হজ্জ জায়েজ হইল কিরূপে, ইহার সন্তোষজনক জওয়াব আল্লামা-শামী ও চট্টগ্রামী মাওলানার নিকট চাহিতেছি। বদলা হজ্জে হজ্জের অধিকাংশ টাকা না দিলে, সেই হজ্জ জায়েজ হয় না, ইহা সর্ব্বাবদি সম্মত মত। এ স্থলে ইজারা বাতীল হওয়ায় টাকা আদান প্রদান হারাম হইয়া গেল, উক্ত টাকাতে হজ্জ জায়েজ হইবে কিরূপে? যদি এই টাকা হারাম না হয়, তবে তেলাওয়াতে কোর-আণের ইজারাতে উহার টাকা আদান প্রদান নাজায়েজ হইবে কেন? দাতা গৃহিতা গোনাহগার হইবে কেন?

তিনি ২৯ দলীলে শেফায়োল-আলিলের ১৫৬ পৃষ্ঠা হইতে এমাম তাহাবীর মাজমায়োল-আছারের এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার অর্থ

এই—"যদি কোন ব্যক্তি একজন লোককে এইহেতু বেতনভোগী করিয়া লয় যে, সে তাহার মৃত অলীর জানাজা পড়িবে, তবে উহা জায়েজ হইবে না। কেননা সে ব্যক্তি এরূপ কার্য্যের জন্য চাকর রাখিল যাহা করা তাহার পক্ষে জরুরী ছিল।"

আমাদের উত্তর;—

এমাম তাহাবী মৃতের জানাজার জন্য বেতন স্থির করা নাজায়েজ হওয়ার এইরূপ কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বেতন দ্বারা অপরের দ্বারা করিল কেন? ইহাতে মাওলানার দাবির দলীল হইল কিরূপে?

দ্বিতীয় আল্লামা-শামী লিখিয়াছেন, বেতন লইয়া কোন এবাদত করিলে, রিয়াকারীর মধ্যে গণ্য হইবে।

আরও তিনি লিখিয়াছেন, ফরজ এবাদতে রিয়াকারী প্রবেশ করে না এবং উহাতে ফরজ এবাদত আদায় হইয়া যাইবে এবং মূল ছওয়াব নষ্ট হইবে না। ইহাতে বুঝা যায়, জানাজা ফরজে কেফায়া, টাকা লইয়া উহা পড়িলে, উহা আদায় হইয়া যাইবে ও ছওয়াব নষ্ট হইবে না।

তৃতীয় বেতন স্থির করিয়া জানাজা পড়িলে, উহার কথা স্বতন্ত্র কিন্তু যদি কেহ বিনা বেতন ধার্যে আল্লাহতায়ালার জন্য জানাজা পড়িয়া দেয়, আর মৃতের অলী উহার বিনিময় ধারণা না করিয়া তাহার পরিজনের খোরপোশের উদ্দেশ্যে দান স্বরূপ কিছু দেয়, তবে উহা নিশ্চয় জায়েজ হইবে। তাহাবী ইহার নাজায়েজ হওয়ার কথা লেখেন নাই।

চতুর্থ মাওলানা শেফায়োল-আলিলের ১৫৬ হইতে এমাম তাহাবীর কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু নিজের মতের বিপরীত বলিয়া শেষ অংশটুকু বাদ দিয়াছেন, উহার শেষ অংশ এই—

فكذلك تعلم القرآن فا لاجارة با طلة

"এইরূপ কোর-আণ তা'লিমের বেতন গ্রহণ নাজায়েজ বুঝিতে হইবে। কাজেই এইরূপ ইজারা বাতীল, মাওলানা ছাহেব এমাম তাহাবীর প্রথমোক্ত কথা মান্য করিতেছেন, শেষোক্ত কথা মান্য করেন না কেন? ইহাকেই বলে, একদেশ দর্শিতা।

তিনি ৩০।৩০ শ দলীলে শেফায়োল-আলিলের ১৮০ পৃষ্ঠা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন;—

তাজো-শরিয়াহ হেদায়ার টীকায় বলিয়াছেন,;—

"বেতন লইয়া কোর-আণ পড়িলে, মৃত ও কারি ছওয়াবের অধিকারী হইবে না।

আয়নি হেদায়ার টীকায় লিখিয়াছেন, দুনইয়া লাভের জন্য কোর-আণ পাঠ কারীকে নিষেধ করা হইবে, দাতা ও গৃহিতা উভয়ে গোনাহগার হইবে।

আমাদের উত্তর।

তাজোশ-শরিয়া ও আয়নি প্রাচীন আলেমদিগের মতানুযায়ী উক্ত মত প্রচার করিয়াছেন, ইহা অধিকাংশ পরবর্ত্তী জামানার আলেমগণের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতের বিপরীত। হাদ্দাদী, ছেরাজ অহ্যাজ প্রণেতা এবনো-নজিম মিসরি, তাহতাবি, আলাউদ্দিন হাছকাফি, হামাবী, এবনোশ-শেহান, কাজুরাণি, আলি আফেন্দি এমাদী, মোলতাকার টীকাকার, ফয়জি, শেখ আবদুল গনি নাবেলছি, কাজি হোছাএন, মোহাদ্দেছ আবদুল হক দেহলবি, শাহ আবদুল আজিজ, আল্লামা মাহমুদ আফেন্দি হামজাবি, ফাতাওয়ায় মেহদী প্রণেতাও রুহোল-বায়ান উহা জায়েজ বলিয়াছেন।

ফাতাওয়ায়-আলমগিরির সংগ্রাহক কয়েক শত আলেম, রুমি, শামী, মিসরি, বোখারি ও হিন্দী ৪০ জন মোতায়াক্কেরিণ গ্রন্থকার উহার উপর ফৎওয়া দিয়াছেন, কাজেই ইহাদের বিপরীতে তাজোশ শরিয়া ও আয়নির কথা কিরূপে ধর্ত্তব্য হইবে?

শেফায়োল-আলিল, ১৬৪ পৃষ্ঠা;—

و قدمر فی عبارة الام العینی عد الحج و العز و من جملة ما یجوز الاستنجار علیه ☆

"এমাম আয়নির এবারত উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি হজ্জ ও জেহাদের ওজরত লওয়া জায়েজ বলিয়াছেন।

চট্টগ্রামি মাওলানা আয়নির এই মতটি মানেন কি?

দ্বিতীয় আমাদের দেশস্থ ছোট, বড় ও মধ্যম সমস্ত কারি কেরাত তা'লিম দিয়া এবং খতম শুনাইয়া বিস্তর টাকা-কড়ি উপার্জন করিয়া থাকেন, আয়নির কথা মত ইহা গোনাহ। আল্লামা শামীর মতে উহা স্পষ্ট হারাম, চট্টগ্রামি মাওলানা ইহা প্রকাশ করিলেন না কেন?

তিনি ৩২শ দলীলে উল্লেখ করিয়াছেন, বরকুবি 'তরিকায় মোহাম্মদীয়ার তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, কতকগুলি বাতীল বেদয়াত কার্য্য আছে, লোকেরা তৎসমুদয় মকছুদা এবাদত ধারণায় করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তন্মধ্যে মৃতের পক্ষ হইতে মৃত্যুর দিবস কিম্বা উহার পরে খাদ্য ও জিয়াফত প্রস্তুত করা, যে ব্যক্তি তাহার রুহের জন্য কোরআন তেলাওয়াত করে, কিম্বা তছবিহ ও তহলিল পাঠ করে, তাহাকে কিছু দেরেম (টাকা-কড়ি) দান করার অছিএত করা, এই সমস্ত বাতীল (অন্যায়) বেদয়াত। উক্ত টাকা-কড়ি হারাম, সে ব্যক্তি দুনইয়ার জন্য তেলওয়াত ও জেকর করাতে গোনাহগার হইবে।

আমাদের উত্তর।

মৃত্যুর পরে লোকদের জিয়াফত করা ও দরিদ্রদিগকে ছদকা ও খয়রাত করা পৃথক পৃথক মছলা।

কাজিখান, ৪। ৩৬৩ পৃষ্ঠা;—

و يكره اتخاذ الضيافة فى ايام المصيبة لانها ايام تاسف فلا يليق بها ما يكون للسرور و ان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا ☆

"বিপদের দিবস সমূহে জিয়াফতের খাদ্য প্রস্তুত করা, মকরুহ, কেননা তৎসমস্ত শোকের দিবস, উক্ত দিবস সমূহে যে কার্য্য আনন্দদায়ক, উহা করা উনুচিত, আর যদি দরিদ্রদিগের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে, তবে উহা উত্তম হইবে।"

রদ্দোল- মোহতার, ১ ।৬৬৪ পৃষ্ঠায়;—

و فى البزازية و يكره اتخاذ الطعام فى اليوم الاول و الثانى و الثالث و بعد الاسبوع - و فيها و ان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا ☆

"বাজ্জাজিয়াতে আছে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় দিবসে ও সপ্তম দিবসের পরে খাদ্য (জিয়াফত) প্রস্তুত করা মকরুহ। আর যদি দরিদ্রদিগের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে, তবে উত্তম হইবে।"

আলমগিরি, ৫ ।৩৮০ পৃষ্ঠা;—

ولا يباح اتخاذ الضيافة ثلا ثة ايام فى ايام المصيبة و ان اتخذ للفقراء كان حسنا ☆

"বিপদের দিবসগুলিতে তিন দিবস জিয়াফত প্রস্তুত করা জায়েজ নহে, আর যদি ফকিরদিগের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে, তবে উহা উত্তম হইবে।"

শেফায়োল-আলিল, ১৮২। ১৮৩ পৃষ্ঠা;—

"যদি তুমি বল যে, বরকুবি মৃত্যুর দিবস কিম্বা উহার পরে জিয়ারতের অছিএত করা বাতীল বলিয়াছেন, অথচ আবুজা'ফর হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে উক্ত অছিএত জায়েজ হইবে। বরকুবির দাবি এই মতের বিপরীত। তদুত্তরে বলি, জিয়াফতের মছলাতে দুই প্রকার মত আছে। কাজিখান, জহিরিয়া ইত্যাদিতে উভয় প্রকার মত বর্ণনা করা হইয়াছে। তনবিরের মতনে উক্ত জিয়াফত বাতীল হওয়ার কথা লিখিত আছে। জামেয়োল-ফাতাওয়াতে উহা সমধিক ছহিহ বলা হইয়াছে। তনবির প্রণেতা উহার টীকাতে উভয় রেওয়াএতের মধ্যে এইরূপ সমতা স্থাপন করিয়াছেন যে, যদি তথায় ক্রন্দনকারীনী স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত থাকে, তবে উক্ত জিয়াফত বাতীল হইবে। আর যাহারা অনেক দিবস পূর্ব্ব হইতে সেই বাটীতে অবস্থিতি করিতেছে এবং যাহারা দূর পথ হইতে তথায় আসিয়াছে তাহাদের জন্য জিয়াফত খাওয়া জায়েজ হইবে, ইহা কাজিখানে আছে।

এবনোল-হোমাম 'ফৎহোল-কদীরে'র জানাজার শেষাংশে যাহা লিখিয়াছেন, উহা সর্ব্বতোভাবে জিয়াফত বাতিল হওয়ার মত সমর্থন করে। যেহেতু তিনি বলিয়াছেন, মৃতের বাটীস্থ লোকদের পক্ষ হইতে খাদ্য সামগ্রীর জিয়াফত প্রস্তুত করা মকরুহ, কেননা উহা আনন্দ উপলক্ষে করা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, বিপদকালে উহা করা বিধিবদ্ধ হয় নাই। ইহা দূষিত ও বেদয়াত। এমাম আহমদ ও এবনে-মাজা জরির বেনে-আবদুল্লাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমরা মৃতের বাটীস্থ লোকদের নিকট সমবেত হওয়া ও তাহাদের খাদ্য প্রস্তুত করা শোক সূচক ক্রন্দন ধারণা করিতাম।

আমরা বলি, ছহিহ বোখারির كتاب الاطعمة এর অধ্যায়ে লিখিত আছে, নবি (ছাঃ) এর স্ত্রী (হজরত) আএশা রেওয়াএত করিয়াছেন,

যে সময় তাঁহার কোন গৃহবাসি এন্তেকাল করিতেন এবং স্ত্রীলোকেরা সমবেত হইত তৎপরে তাঁহার গৃহবাসিগণ ও বিশিষ্ট আত্মীয়গণ ব্যতীত স্ত্রীলোকেরা চলিয়া যাইত। তখন তিনি হুকুম করিতেন, একটী প্রস্তরের দেগে তলবিনা রন্ধন করা হইত, তৎপরে ছরিদ প্রস্তুত করিয়া উহার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইত। তিনি বলিতেন, তোমরা উহা ভক্ষণ কর। এই হাদিছটি আহমদ ও এবনো-মাজার রেওয়াএত অপেক্ষা সমধিক ছহিহ। ইহাতে এবনোল-হোমামের মত রদ হইয়া গেল, তনবির লেখকের মত প্রবল প্রমাণিত হইল, এবং বরকুবির জিয়াফত বেদয়াত হওয়ার মত বাতীল হইল।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, দূরবর্ত্তী লোক ও অনেক দিবস তথায় অবস্থিতিকারী, বা অতি নিকট আত্মীয়দের বিপদের দিবসে তথায় জিয়াফত খাওয়া জায়েজ আছে। আরও বিপদের দিবসগুলি ও দেশ প্রচলিত নির্দ্ধারিত কয়েক দিবস ব্যতীত অন্য সময়ে সকলের জিয়াফত খাওয়া নাজায়েজ আছে।

মেশকাত, ৫৪৪ পৃষ্ঠা;—

عن عاصم بن كليب عن ابيه عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو على القبر يوصى الحافر يقول اوسع من قبل رجليه اوسع من قبل راسه فلما رجع استقبله داعى امرأته فاجاب و نحن معه فجئ بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا ☆

আছেম বেনে কোলাএব তাঁহার পিতা হইতে, তিনি একজন

আনছারি হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সঙ্গে একটী জানাজাতে রওয়ানা হইলাম, তৎপরে আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এমতাবস্থায় দেখিলাম যে, তিনি গোরের নিকট দাঁড়াইয়া গোর খনন কারীকে ইশারা করিয়া বলিতেছেন, তুমি উহার পদদ্বয়ের দিকে এবং মস্তকের দিকে প্রশস্ত কর। যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, উক্ত মৃতের স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে একজন আহ্বানকারী উক্ত হজরতের সম্মুখে উপস্থিত হইল, ইহাতে তিনি দাওয়ত স্বীকার করিলেন এবং আমরা তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তৎপরে খাদ্য সামগ্রী আনা হইল, পরে হজরত উহাতে হাত দিলেন, ছাহাবাগণ হাত দিলেন ও ভক্ষণ করিলেন।

মোল্লা আলি কারি এই হাদিছের টীকায় লিখিয়াছেন;—

هذا الحديث بظاهره يرد على ما قرره اصحاب مذهبنا من انه يكره اتخاذ الطيام فى اليوم الاول و الثالث او بعد الاسبوع كما فى البزازية و ذكر فى الخلاصة انه لا يباح اتخاذ الضيافة عند ثلثة ايام و قال ابن الهمام يكره اتخاذ الضيافة من اهل الميت و الكل عللوه بانه شرع فى السرور لافى الشرور قال و هى بدعت مستقبحة روى الامام احمد و ابن ما جة باسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع الى اهل

الميت وضعهم الطعام من النياحة انتهى فينبغى ان يقيد كلامهم بنوع خاص من اجتماع يوجب استحياء اهل بيت الميت فاطعمونهم كرها - او يحتمل على كون بعض الورثة صغيرا او غائبا او لم يعرف رضاه او لم يكن الطام من عند احد معين من مال نفسه ☆

"এই হাদিছের স্পষ্ট ভাবে আমাদের মজহাবের ফকিহগণ যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা রদ করিয়া দেয়—উহা এই প্রথম দিবস তৃতীয় দিবস, কিম্বা সপ্তম দিবসের পরে খাদ্য প্রস্তুত করা মকরুহ, ইহা বাজ্জাজিয়াতে আছে। খোলাছাতে উল্লিখিত হইয়াছে, তিন দিবসে জিয়াফত প্রস্তুত করা মোবাহ নহে। এবনোল-হোমাম বলিয়াছেন, মৃতের গৃহবাসিদের পক্ষ হইতে জিয়াফত প্রস্তুত করা মকরুহ, আর সকলেই ইহার এইরূপ কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, উহা আনন্দকালে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, বিপদকালে বিধিবদ্ধ হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, উহা দুষিত বেদয়াত। এমাম আহমদ ও এবনো-মাজা, জরির-বেনে আবদুল্লাহ হইতে ছহিহ ছনদে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমরা মৃতের গৃহবাসিদের নিকট সমবেত হওয়া ও তাহাদের খাদ্য প্রস্তুত করা নওহা (ক্রন্দন) করার মধ্যে গণ্য করিতাম।

মোল্লা আলি কারি বলিয়াছেন, এক্ষেত্রে তাঁহাদের কথাকে বিশিষ্ট প্রকার সমবেত হওয়ার সহিত সীমাবদ্ধ (মোকাইয়েদ) করা উচিত, উহা এইরূপ সমবেত হওয়া যাহাতে মৃতদের গৃহ বাসিদিগের লজ্জা উৎপাদন করিয়া দেয়, কাজেই তাহাদিগকে নারাজির সহিত খাওয়াইয়া থাকে। কিম্বা ইহাও সম্ভব যে, কতক ওয়ারেছ নাবালেগ, কিম্বা অনুপস্থিত থাকে, কিম্বা

তাহার রাজি হওয়া জানা যায় না, অথবা খাস কোন লোকের পক্ষ হইতে তাহার নিজের অর্থ হইতে খাদ্য না হয়।

উপরোক্ত বিবরণে এবনোল- হোমাম ও বরকুবি ছাহেবের উক্ত জিয়াফত সর্ব্বতোভাবে বেদয়াত হওয়ার মত রদ হইয়া গেল। বিপদের দিবসগুলি ও দেশ প্রচলিত নির্দ্ধারিত কয়েক দিবস ব্যতীত অন্য সময় সকলের জিয়াফত খাওয়ান জায়েজ আছে।

নবি (ছাঃ) মৃতদের নিকট ছুরা ইয়াছিন পড়িতে আদেশ করিয়াছেন। মেশকাত, ১৪১ পৃষ্ঠা।

তিনি মৃতদের শিরোদেশে ছুরা বাকারার প্রথম কয়েক আয়ত ও তাহাদের পাদদেশে উক্ত ছুরার শেষ কয়েক আয়ত পড়িতে আদেশ করিয়াছেন। মেশকাত, ১৪৯।

তিনি ছাহাবা মোয়াজের গোরের নিকট তছবিহ ও তকবীর পড়িয়াছিলেন। মেশকাত, ২৬।

তিনি মৃতদের জন্য দোয়া এস্তেগফার করিতে আদেশ করিয়াছেন। মেশকাত, ২০৬।

তিনি ছা'দের মাতার জন্য কুঙা কাটিতে আদেশ করিয়াছিলেন। মেশকাত, ১৬৯।

তিনি মৃতের গোরে তাজা খোর্ম্মার ডাল পুতিয়া দিয়াছিলেন উদেশ্য এই যে, উহার তছবিহর ছওয়াব মৃত পাইবে। মেশকাত, ৪২ পৃঃ।

তিনি মৃতের জন্য ছদকা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, মেশকাত, ১৭২।

শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব ফাতাওয়ায়—আজিজির ১।৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"নেককারদিগের গোরের জিয়ারত ও বরকত লাভ, ছওয়াব রেছানি, কোরআন তেলাওয়াত, নেক দোওয়া, খাদ্য ও মিষ্টান্ন বিতরণ

দ্বারা তাঁহাদের সহায়তা করা বিদ্বানগণের এজমা মতে উৎকৃষ্ট কার্য্য। সন্তান-সন্ততিদের পক্ষে ওয়াজেব এই যে, এইরূপ কার্য্য দ্বারা পূর্ব্ব পুরুষগণের উপকার সাধন করে, যেরূপ হাদিছ সমূহে আছে, সৎপুত্র পিতার জন্য দোয়া করিয়া থাকে।''

ইহাতে বুঝা যায় যে, যদি কেহ তাঁহার রুহে ছওয়াব রেছানির জন্য কোরআন, তছবিহ ও তহলিলখানির অছিএত করে, তবে জায়েজ কার্য্যের জন্য অছিএত করিল, ইহা কিরূপে বাতীল বেদয়াত হইবে?

অবশ্য স্থান ও সময় নির্দ্ধারিত করিয়া কোরআন তেলাওয়াত, তছবিহ ও তহলিল খানি করাইলে, উহার বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়ার কথা নিজে শাহ ছাহেব লিখিয়াছেন।

দ্বিতীয় বরকুবি ছাহেব প্রাচীন আলেমগণের মতে উহা নাজায়েজ লিখিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ মোতায়াক্ষেরিণ আলেমের ফৎওয়া মতে উহা জায়েজ, কাজেই বরকুবি ছাহেবের মতের তকলীদ করা আমাদের পক্ষে ওয়াজেব নহে।

তিনি ৩৩ দলীলে শেফায়োল-আলিলের ১৬৮ পৃষ্ঠা হইতে লিখিয়াছেন;—

খয়রদ্দিন রামালী বাহরোর-রায়েকের হাশিয়াতে লিখিয়াছেন, দলীলে এস্তেহছানের দ্বারা কোরআন শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে। কোরআন তেলাওয়াতের বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া হয় নাই।

আমাদের উত্তর।

বালাখের মাশায়েখ কেবল কোরআন শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ বলিয়াছেন কিন্তু এমামতের, আজানের, ফেকহ, হাদিছ, তফছির, নহো ও ছরফ শিক্ষা দেওয়ার বেতন গ্রহণ জায়েজ বলেন নাই। আল্লামা-শামী শেফায়োল-আলিলে এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

মোখতাছার-বেকায়া ও এছলাহ্ কেতাবদ্বয়ে ফেকহ্ শিক্ষা দেওয়ার বেতন, মাজমা, মোলতাকা ও দোরারোল-বেহারে এমামতের বেতন, কেহ্ কেহ্ আজান, একামত ও ওয়াজের বেতন জায়েজ বলিয়াছেন। আর আল্লামা মাহমুদ আফেন্দি হামজাবি বলিয়াছেন, ৪০ খানা কেতাবে কোরআন তেলাওয়াত করিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি চারি পাঁচ খানা কেতাবের ফৎওয়া গ্রহণীয় হয়, তবে ৪০ খানা কেতাবের ফৎওয়া আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় হইবে না কেন?

সমস্ত কেতাবের মোতায়াক্কেরিণ আলেমগণের মত ত্যাগ করতঃ কেবল শামী ও রামালীর তাবেদারি করা আমাদের পক্ষে ওয়াজেব বা ফরজ নহে।

তিনি ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮শ দলীলে শেফায়োল-আলিল কেতাবের ১৭৪। ১৭৫। ১৮১ পৃষ্ঠা হইতে তকিউদ্দিন ছুবকি, নাবাবী, এবনোল-কাইয়েম, শেখ রজব ও বরকুবী হইতে তেলাওয়াতে-কোরআন করিয়া বেতন গ্রহণ করা নাজায়েজ হওয়ার দলীল আনিয়াছেন, কিন্তু এমাম নাবাবী ও তকিউদ্দিন ছুবকি শাফেয়ি মজহাবের আলেম এবং এবনোল-কাইয়েম হাম্বলী ছিলেন, পরে স্বাধীন হওয়ার দাবি করিয়াছিলেন। শেখ রজব হাম্বলী ছিলেন, ফরুয়াত মছলা মাছায়েলে অন্য মজহাবের আলেমের মত উপস্থিত করা যুক্তি সঙ্গত নহে। হাট হাজারির মাওলানা তাঁহাদের সমস্ত মত মানেন কি?

শাফেয়ি-মজহাবে রফাইয়াদাএন করার ও এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পাঠ করার ব্যবস্থা আছে, গোসাপ ভক্ষণ করা হালাল হইয়াছে,ইত্যাদি বহুশত মছলাতে আমাদের সহিত তাহাদের মতানৈক্য আছে। হাটহাজারির মাওলানা এই সমস্ত মছলা মানিবেন কি?

শেফায়োল-আলিল, ১৫৪ পৃষ্ঠা;—

و فی اخذه علی التعليم فاجازه عطاء و ابو قلابة و
هو قول مالک و الشافی و احمد و ابو ثور ☆

"কোরআন শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করাতে মতভেদ হইয়াছে, আতা, আবু কোলাবা উহা জায়েজ বলিয়াছেন। ইহা মালেক, শাফেয়ি, আহমদ ও আবু ছওরের মত।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা;—

فی خلاصة الفتاوی ناقلا عن الاصل لا یجوز الاستئجار علی الطاعات کتعلیم القرآن و الفقه و الاذان والتذکیر و الحج و الغزو و عند اهل المدینة یجوز و به اخذ الشافعی و نصیر و عصام و ابو نصر الفقیه و ابو اللیث رحمهم الله تعالیٰ ☆

"খোলাছাতোল-ফাতাওয়াতে 'আছল' হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, কোরআন ও ফেকহ শিক্ষা দেওয়া, আজান, ওয়াজ, হজ্জ ও জেহাদ্ এইরূপ এবাদতগুলির বেতন গ্রহণ করা জায়েজ নহে। মদিনাবাসীদের নিকট উহা জায়েজ হইবে, শাফেয়ি, নছির এছাম, আবু নছর ফকিহ ও আবুল্লাএছ (রঃ) এইমত ধারণ করিয়াছেন।"

যখন এমাম শাফেয়ি এবাদত কার্য্যে বেতন গ্রহণ জায়েজ বলিয়াছেন, তখন এমাম নাবাবী ও তকিউদ্দিন ছুবকি কিরূপে নিজ নিজ মজহাবের বিপরীত মত প্রকাশ করিবেন?

আরও এমাম নাবাবী যে কোরআনকে পেশা বানাইয়া লইতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে ছোট বড় কারী ছাহেবগণের ব্যবসায়ের সহিত সমধিক খাপ খাইয়া থাকে, কারণ ইছালে ছওয়াবের জন্য কোরআন তেলাওয়াত বৎসরে ১০।২০ বার হইতে পারে, কিন্তু কারি ছাহেবদের দল

বৎসরের অধিকাংশ সময়ে গ্রামে গ্রামে কোরআন শুনাইয়া জবরদস্তি ভাবে, শ্রোতা, গরশ্রোতা সকলের নিকট হইতে এমন কি বিধবা স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে সুদখোর ঘুষখোর ও হারাম খোরের চাঁদা বিনা বাদ বিচারে সংগ্রহ করিয়া থাকেন, ইহারা ত আসল ব্যবসায়ী।

তিনি আবদুর রহমান-বেনে-শেবল হইতে হজরতের যে হাদিছটি রেওয়াএত করিয়াছেন, তাহা এই কারিদিগের পক্ষে বেশী খাপ খায়।

হাদিছটি এই—"তোমরা কোরআন পাঠ কর এবং উহাকে জীবিকা সঞ্চয়ের অবলম্বন করিও না এবং উহা হইতে বিমুখ হইও না এবং উহাতে সীমা অতিক্রম করিও না।"

জাবের নবি (ছাঃ) এর এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন, "তোমরা ইহার পুর্ব্বে কোরআন পাঠ কর যে, একদল লোক আসিয়া তিরের ন্যায় উহা সোজা করিবে। তদ্দ্বারা আশু উপকরা লাভ করিবে এবং পরকালের ছওয়াব চাহিবে না।" আবু দাউদ ছাহল বেনে ছা'দ হইতে এই মর্ম্মের হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। উহার অর্থ টাকা কড়ি উদ্দেশ্যে কিম্বা রিয়া ছোময়া'র উদ্দেশ্যে উহা পাঠ করিয়া পার্থিব উ পকার লাভ করিবে।" তিরের ন্যায় সোজা করার অর্থ মেশকাতের হাশিয়াতে লিখিত আছে;—

يبالغون عمل القرأة كمال المبالغة لاجل الرياء ☆

"রিয়াকারি উদ্দেশ্যে কেরাতকে অতিরিঞ্জত করিবে।"

প্রথম হাদিছের অর্থ মেশকাতের ৪২৩ পৃষ্ঠায় হাশিয়াতে এইরূপ লিখিত আছে;—"তুমি কোরআনের তেলাওয়াত, কেরাতের আহকাম, উহার অর্থগুলি হৃদয়ঙ্গম কর এবং উহার আমল হইতে মুখ ফিরাইয়া লইও না, উহার শব্দের পরিবর্ত্তন করিও না, যেরূপ অনেক অনেক আমলোক কিম্বা আলেম করিয়া থাকেন, কিম্বা উহার অর্থের বাতীল তা'বিল করিও না, যেরূপ বেদায়াতিরা করিয়া থাকে। কেহ কেহ এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, তজবিদের অতি রঞ্জিত করিও না, তাড়াতাড়ি কেরাত করিও

না, যেন উহার মর্ম্মগুলি বুঝিতে বাধা না জন্মে। উহা শিক্ষা করিয়া পাঠ করা ত্যাগ করিও না ও ভুলিয়া যাইও না।

শেফায়োল-আলিল, ১৫৪ পৃষ্ঠা;—

"ওব্বাদা বেনে ছামেত বলেন, আমি বারামদা বাসি কয়েকজন লোককে কোরআন শিক্ষা দিয়াছিলাম, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে একটী ধনুক উপহার দিয়াছিলেন, ইহাতে আমি বলিলাম, ইহা ত অর্থ নহে, উহা আল্লাহতায়ালার পথে নিক্ষেপ করিব। তৎপরে আমি নবি (ছাঃ) এর নিকট তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহাতে হজরত বলিলেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর যে, খোদা তোমার গলদেশে আগ্নেয় গলবন্ধন স্থাপন করেন, তবে তুমি উহা কবুল কর।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, উহা কারি ছাহেবদের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। ইহা ইছালে ছওয়াবের মছলা নহে।

শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব তফছিরে আজিজির ২০৮।২০৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"যাহা কোন প্রকার এবাদত নহে, বরং বিশুদ্ধ মোবাহ কার্য্য, যথা কোরআন শরিফ পড়িয়া শরীরে ফুক দেওয়া ও তাবিজ লিখিয়া দেওয়া — এইরূপ কার্য্যের প্রতি বেতন গ্রহণ করা জায়েজ। সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট করাতে এবাদত কার্য্যও মোবাহ হইয়া যায়, উহার বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হইবে, যেরূপ প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাহারও গৃহে থাকিয়া তাহার সন্তানকে শিক্ষা প্রদান করা, এইরূপ শর্ত্ত সহ কার্য করা এবাদত নহে।"

আরও তিনি ফাতাওয়ায়-আজিজির ১।৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"এক ব্যক্তি এবাদতের উদ্দেশ্যে নহে, বরং মোবাহ কার্য্যের নিয়তে কোরআন পাঠ করে এবং উহার বেতন গ্রহণ করে, যেরূপ ঝাড় ফুক্ করা, পার্থিব মতলব হাছেল উদ্দেশ্যে কোর-আণের কোন ছুরা খতম করা, কিম্বা গোর আজাব হইতে নিষ্কৃতি করিয়া দেওয়া উদ্দেশ্যে, অথবা মৃত বা

জীবিতের শান্তি প্রদান উদ্দেশ্যে মিষ্ট আওয়াজে পড়া, ইহা বিনা কারাহিএত জায়েজ হইবে।

শেফায়োল আলিল, ১৭৮ পৃষ্ঠা;—

ثم حرر ان قول المتاخرن بجواز اخذ الاجرة على الامامة و الاذان و تعليم القرآن انما ارادوا به الاخذ على طريق الصلة و القربة بسبب اتصاف المعطى بعمل من اعمال البر و كذا ارزاق القضاة او يكون مرادهم بالاجرة ما يوخذ فى مقابلة اتعاب النفس فى الامامة و التأذين فى حضور موضع معين و قيامه به وقتا معينا فلانه ليس بواجب عليه و ليس من نفس العبادة و كذا اتعاب نفسه فى تلقين سورة شخصا معينا ليس بواجب عليه الا ان يوجد غيره فتجويز الاجارة فيها ليس من حيث انها عبادة بل من حيث انها وسيلة لها ☆

তৎপরে তবইনোল মাহারেম লেখক লিখিয়াছেন যে, মোতায়াক্ষেরিণ আলেমগণ যে এমামত, আজান ও কোরআন শিক্ষা দেওয়ার বেতন গ্রহণ জায়েজ বলিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে, দান হিসাবে

উহা গ্রহণ করিবে, যেহেতু দাতা সৎকার্য্য করিল, এইহেতু ছওয়াবের কার্য্য হইল।

এইরূপ কাজিদিগের জীবিকা প্রদানের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। কিম্বা তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে, এমামত ও আজান দেওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিতে শারীরিক যে কষ্ট হয়, ইহার পরিবর্ত্তে বেতন গ্রহণ করা জায়েজ, কেননা ইহা তাহার উপর ওয়াজেব নহে, ইহা মূল এবাদত নহে। এইরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে একটি ছুরা তলকিন করিতে যে শারীরিক কষ্ট হয়, ইহা তাহার পক্ষে ওয়াজেব নহে, কিন্তু যদি তাহা ব্যতীত অন্য লোক না থাকে, তবে স্বতন্ত্র কথা। এই স্থলে উক্ত বিষয়ের এবাদতের হিসাবে বেতন দেওয়া নহে, বরং যেহেতু উহা উহার অছিলা।"

উপোরক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যায় যে, যদি কেহ নির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিয়া কোরআন তেলাওয়াত করিয়া ছওয়াব রেছানি করে, তবে এই শারীরিক পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে বেতন লওয়া জায়েজ হইবে।

স্বয়ং আল্লামা শামী শেফায়োল-আলিলের ১৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

و لو سلم ما قاله الحدادی یحمل علی ان غرض

الموصی ان موضع القرآن تنزل فی الرحمة فیحصل من

ذلک فائدة للمیت و من حوله فتکون الاجرة بمقابلة

ذلک التعب لانه سبب لنزول الرحمة علی القبر و

استئناس المیت به ☆

"হাদ্দাদীর কথা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে উহার এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে যে, অছিএতকারির উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন পাঠস্থানে রহমত নাজেল হইয়া থাকে, ইহাতে মৃতের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী লোকদের উপকার হইয়া থাকে, কাজেই পরিশ্রম করার পরিবর্ত্তে বেতন দেওয়া হইবে, কেননা উহাতে গোরের উপর রহমত নাজেল হইয়া থাকে এবং মৃতের আনন্দ লাভ হইয়া থাকে।"

তৎ পরে তিনি তেলাওয়াতের ওজরত নাজায়েজ প্রমাণের জন্য সাধ্য সাধনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহা তাঁহার বৃথা চেষ্টা, কেননা তাঁহার উল্লিখিত সূত্রে তেলাওয়াতের ওজরত লওয়া হইতেছে না।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন, এইরূপ নিয়ত কেহ করে না, ইহাও তাহার অন্যায় দাবি, যদি কেহ এইরূপ নিয়ত করে, তবে কেন জায়েজ হইবে না?

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন, এবাদতের অছিলাগুলির জন্য বেতন ধার্য্য করা জরুরতের জন্য জায়েজ বলা হইয়াছে, কোরআন তেলাওয়াতের বেতন স্থির করা জরুরী নহে, ইহাও তাঁহার বাতীল দাবি, এস্থলে ত তেলাওয়াতের ওজরত গ্রহণ হইতেছে না, পরিশ্রমের বেতন গ্রহণ করা হইতেছে, সন্তানের পক্ষে যে কোন প্রকারে মৃত পিতা মাতার রূহের কল্যাণ সাধন করা ওয়াজেব, কোরআন তেলাওয়াত উহার অন্তর্গত, শাহ্ আবদুল আজিজ ছাহেব ইহা ফাতাওয়ায় আজিজিতে হাদিছ হইতে সপ্রমাণ করিয়াছেন।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন, খতম ও কলেমা মৃতের বা গোরের নিকট পাঠ করা হয় না, বরং এতিমদের বাটীতে হয়, ইহাও তাঁহার বিষ্ময়কর দাবি, বেচারা কারি পথ অতিক্রম কতরঃ নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময় অবস্থিতি করিয়া খতম ও তছবিহ্ তহলিল পড়িবে, গোরের নিকট পড়িলে যেরূপ শারীরিক পরিশ্রম হয়, মৃতের বাটীতে পড়িলেও সেইরূপ পরিশ্রম

হয়, উহাতে বেতন জায়েজ হইল, কিন্তু ইহাতে জায়েজ হইবে না কেন?

حب الشئ يعمى و يعم ☆

ঠিক কথা, কোন বিষয়ের প্রেম অন্ধ ও বধির করিয়া ফেলে।

আল্লামা-শামী তেলাওয়াতে-কোরআনের ওজরত হারাম প্রমাণ করিতে গিয়া এত অধীর হইয়া পড়িয়াছেন যে, যুক্তি বিরুদ্ধ কথা লিখিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই।

তকিউদ্দিন ছুবকি বলিয়াছেন, কোরআন তেলাওয়াতের ওজরত গ্রহণ করা ছহিহ্ হওয়া কোন এমাম কর্ত্তৃক বর্ণিত হয় নাই।

আমাদের উত্তর;—

শেফায়োল-আলিল, ২৫৪ পৃষ্ঠা;—

لا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن و الفقه و الاذان و التذكير و الحج و الغزو و عند اهل المدينة يجوز و به اخذ الشافعى و نصير و عصام و ابو نصر الفقيه و ابو الليث رحمهم الله تعالى ☆

"কোর-আণ ও ফেকহ্ শিক্ষা প্রদান, আজান, ওয়াজ করা, হজ্জ ও জেহাদ এইরূপ এবাতদগুলির ওজরত গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না। মদিনাবাসিগণের নিকট জায়েজ হইবে। এমাম শাফেয়ি, (হানাফী) নছির, এছাম, ফকিহ্ আবুনছর ও আবুল্লাএছ (রঃ) এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।"

ইহাতে বুঝা যায় যে কোর-আণ তেলাওয়াত ইত্যাদি ওজরত এমাম মালেক, শাফেয়ি ও চারিজন হানাফীর ফকিহ্‌র মতে জায়েজ। ইহাতে এমাম তকিউদ্দিন ছাহেবের দাবি বাতীল হইল।

হয়, উহাতে বেতন জায়েজ হইল, কিন্তু ইহাতে জায়েজ হইবে না কেন?

حب الشئ يعمى و يعم ☆

ঠিক কথা, কোন বিষয়ের প্রেম অন্ধ ও বধির করিয়া ফেলে।

আল্লামা-শামী তেলাওয়াতে-কোরআনের ওজরত হারাম প্রমাণ করিতে গিয়া এত অধীর হইয়া পড়িয়াছেন যে, যুক্তি বিরুদ্ধ কথা লিখিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই।

তকিউদ্দিন ছুবকি বলিয়াছেন, কোরআন তেলাওয়াতের ওজরত গ্রহণ করা ছহিহ্ হওয়া কোন এমাম কর্ত্তৃক বর্ণিত হয় নাই।

আমাদের উত্তর;—

শেফায়োল-আলিল, ২৫৪ পৃষ্ঠা;—

لا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن و الفقه و الاذان و التذكير و الحج و الغزو و عند اهل المدينة يجوز و به اخذ الشافعى و نصير و عصام و ابو نصر الفقيه و ابو الليث رحمهم الله تعالى ☆

"কোর-আণ ও ফেকহ্ শিক্ষা প্রদান, আজান, ওয়াজ করা, হজ্জ ও জেহাদ এইরূপ এবাতদগুলির ওজরত গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না। মদিনাবাসিগণের নিকট জায়েজ হইবে। এমাম শাফেয়ি, (হানাফী) নছির, এছাম, ফকিহ্ আবুনছর ও আবুল্লাএছ (রঃ) এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।"

ইহাতে বুঝা যায় যে কোর-আণ তেলাওয়াত ইত্যাদি ওজরত এমাম মালেক, শাফেয়ি ও চারিজন হানাফীর ফকিহ্র মতে জায়েজ। ইহাতে এমাম তকিউদ্দিন ছাহেবের দাবি বাতীল হইল।

তৎপরে তিনি যে বলিয়াছেন, অর্থের জন্য কোরআন পড়িলে, ছওয়াব হইবেনা, আমরা বলি, যদি কারি নির্দ্দিষ্ট স্থান ও সময়ে আবদ্ধ থাকার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে, আর লিল্লাহ কোর-আণ তেলাওয়াত করিয়া ছওয়াব-রেছানি করে, তবে ছওয়াব হইবে না কেন? উহার ছওয়াব কেন মৃতেরা পাইবে না?

আরও প্রাচীন এমামগণের মতে বহু কার্য্য জায়েজ নহে, কিন্তু মোতায়াক্ষেরিণ বিদ্বান্‌গণ উহা জায়েজ বলিয়াছেন, যদি তৎসমস্ত গ্রহণীয় হয়, তবে তেলাওয়াতে-কোর-আণের ওজরত জায়েজ হইবে।

এবনোল-কাইয়েম বলিয়াছেন, বিনা বেতনে কোরআন পাঠ করিয়া ছওয়াব-রেছানি করিলে, ছওয়াব পৌঁছিয়া থাকে, আল্লামা শামী ও মাওলানা ফয়জল হক এবনোল-কাইয়েমের সমস্ত মত মান্য করেন কি?

এবনোল-কাইয়েম বলেন স্বেচ্ছায় নামাজ ও রোজা ত্যাগ করিলে, উহার কাজা আদায় করিতে হইবে না, হজরত এবরাহিম খলিলুল্লাহ (আঃ) এর গোর-জিয়ারত করিতে বিদেশে যাওয়া নিষিদ্ধ, এইরূপ অনেক বাতীল মত পোষণ করিতেন, চট্টগ্রামি মাওলানা তাঁহার এবম্বিধ মতগুলি গ্রহণ করিয়া থাকেন কি?

কাজিখানের জাহেরে-রেওয়াএত মতে বেতন লইয়া বদলা হজ্জ করিলে, উক্ত হজ্জের ছওয়াব মৃত কিরূপে পাইয়া থাকে? আবুল্লাএছ, ফকিহ আবুনছর, নছির ও এমাম হানাফী মোরাজ্জেহিন ফকিহগণের অন্তর্গত ছিলেন, তাঁহাদের মতে সমস্ত এবাদত কার্য্যে বেতন গ্রহণ করা জায়েজ। আয়নি এই হিসাবে হজ্জ ও জেহাদের বেতন গ্রহণ জায়েজ বলিয়াছেন। শত শত মোতায়াক্ষেরিণ আলেম তাঁহাদের মতানুসারে তেলাওয়াতে-কোর-আণের ওজরত জায়েজ বলিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের মত ত্যাগ করতঃ হাম্বলী মতালম্বী এবনোল-কাইয়েমের মত গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে ওয়াজেব নহে।

তৎপরে শেখ রজব যে وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا দ্বারা কোর-আণ তেলাওয়াতের ওজরত হারাম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা কোরআন তহরিফ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আমি ইতিপূর্ব্বে তফছিরে-জালালএন, কবির, রুহোল-ব্যায়ান, মনির, বয়জবি, রুহোল-মায়ানি, ছেরাজোল মনিরও হাসিয়ায় জোমাল হইতে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, য়িহুদীরা সামান্য টাকা কড়ির লোভে হজরত নবি (ছাঃ) এর নবুয়ত সংক্রান্ত আয়তগুলির অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, এইহেতু এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল, আমি ইহার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করি, তবে এইরূপ অর্থ হইবে, সামান্য উৎকোচ গ্রহণ করতঃ কোর-আণ হাদিছের বিকৃত অর্থ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, কোর-আণ তেলাওয়াতের বেতন গ্রহণ করার কোন কথা ইহাতে এস্থলে নাই।

মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি ছাহেব ফাতাওয়ায় রশিদিয়ার ১।৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

اشتراء باٰيات الله حرام یہ ہے کہ روپیہ کے واسطے آیت کے معنی بدل دیوین جیسا کہ یہود کرتے تھے یہ اب بھی حرام بالاتفاق تمام امت کے ☆

"আল্লাহর আয়তগুলি বিক্রয় করা হারাম উহা এই যে, টাকা কড়ির জন্য আয়তের অর্থ পরিবর্ত্তন করে, যেরূপ য়িহুদীরা করিয়া থাকে, ইহা এখনও সমস্ত উম্মতের একমতে হারাম।"

তিনি اقرؤا القراٰن و لا تاكلوا به এই হাদিছটি পেশ করিয়াছেন, এইরূপ তিনটি হাদিছ আছে, ইতিপূর্ব্বে উহার আলোচনা করা হইয়াছে, যে আলেমেরা কোর-আণের আয়ত পড়িয়া ওয়াজ করিয়া কিম্বা

যে ছোট বড় করিয়া কেরাতের খতম শুনিয়া টাকা-কড়ির ছওয়াল করেন, তাহাদের পক্ষে উহা কথিত হইয়াছে। বিনা ছওয়ালে লোকে তোহফা স্বরূপ যাহা কিছু দান করে, উহা গ্রহণ করা জায়েজ।

উক্ত হাদিছ তিনটি তেলাওয়াতে কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা সম্বন্ধে উর্ত্তীর্ণ হয় নাই। আর এই হাদিছগুলি অপেক্ষা সমধিক ছহিহ হাদিছে কোর-আণের ওজরত গ্রহণ করা জায়েজ হওয়া প্রমাণিত হয়। উহা ছহিহ বোখারির এই হাদিছ;—

احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা যে বিষয়ের বেতন লইয়া থাক, তন্মধ্যে কোর-আণ সমধিক উপযুক্ত।"

যদিও এই হাদিছটি ঝাড় ফুক্ স্থলে উর্ত্তীণ হইয়াছে, তথাচ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب এই কানুন অনুসারে উহার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা হইবে, এই হিসাবে কোর-আণ পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা অতি উৎকৃষ্ট বিষয় বলিয়া প্রমাণিত হয়।

তৃতীয় তিনি এজমার দাবি করিয়া বলিয়াছেন যে, বিনা নিয়তে ছওয়াব হয় না। এস্থলে কোর-আণ তেলাওয়াতের ছওয়াব মৃতকে পৌছান নিয়ত করা হয়, কাজেই এজমার খেলাফ হইল কিরূপে?

চতুর্থ তিনি কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন, এবাদতে-বদনির ওজরত গ্রহণ নাজায়েজ, কেরাতে-কোর-আণ সেইরূপ। আমরা বলিব, এস্থলে আর একটি কেয়াছ আছে, সমস্ত প্রকার এবাদত স্থান ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিলে, উহা মোবাহ হইয়া যায় এবং উহার ওজরত গ্রহণ জায়েজ হয়। কাজেই শেখ রজবের কেয়াছ এই কেয়াছের জন্য উড়িয়া গেল।

তিনি ৩৯। ৪৭। ৪৯ দলীলে শেফায়োল আলিল ১৬৮। ১৬৯ পৃষ্ঠা হইতে লিখিয়াছেন।

বাজ্জাজিয়াতে আছে, একজন অছিএত করিল যে, একজন কারি কিছু লইয়া তাহার গোরের নিকট কোর-আণ পড়িবে, এই অছিএত বাতীল। তাতার খানিয়াতে আছে, এই অছিএত ও কারির কোর-আণ পাঠের জন্য দানের কোন অর্থ নাই। কেননা ইহা ওজরাতের তুল্য, আর ইহার ওজরত দেওয়া বাতীল ও বেদয়াত। কোন খলিফা ইহা করেন নাই।

ওয়াল ওয়াল জিয়াতে আছে। যদি কেহ নিজের কোন বন্ধু কিম্বা আত্মীয়ের গোর জিয়ারত করে। তৎপরে তাহার নিকট কিছু কোরআন পড়ে, তবে উহা উৎকৃষ্ট কার্য্য, কিন্তু তজ্জন্য অছিএত করা এবং উহার জন্য কারিকে কিছু দান করার কোন হেতু নাই, কেননা উহা কোর-আণ পাঠের ওজরাত লওয়ার তুল্য হয়, আর উহা বাতীল।

আমাদের উত্তর;—

আমি ইতি পূর্ব্বে ইহার জওয়াবে উল্লেখ করিয়াছি যে, এইরূপ অছিএত বাতীল হওয়া প্রাচীনদিগের মত, কিন্তু অধিক সংখ্যক মোতায়াক্ষেরিণ আলেম উহা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন।

শেফায়োল-আলিল, ১৭৬ পৃষ্ঠা;—

اشار البركوى بان الجائز ان يقف الرجل على من يشتغل بقرأة القرآن حسبة كمن يقف على الارامل و اليتامى و الفقراء من الفقهاء و المعلمين و المتعلمين و الصالحين فهذه الا وقاف جائزة لان ذكر هذه الاشياء تعيين لمصرف غلة الوقف ☆

"বরকুবি ইশারা করিয়াছেন, ইহা জায়েজ হইবে যে, একব্যক্তি উক্ত ব্যক্তির জন্য অক্‌ফ করিয়া থাকে যে ছওয়াব উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠে সংলিপ্ত হইয়া থাকে, যেরূপ বিধবা, এতিম, দরিদ্র, ফকিহ্, শিক্ষাদাতা, শিক্ষায়িত্রী ও নেককারিদিগের জন্য অখ্‌ফ করিয়া থাকে, এইরূপ অক্‌ফগুলি জায়েজ, কেননা উপরোক্ত লোকদিগের উল্লেখ করিয়া অক্‌ফের আমদানির ব্যয় স্থল নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়।"

আরও ১৭৯ পৃষ্ঠা;—

فى القنية من بنى مدرسة ومقبرة لنفسه فيها و وقف عليها ضيعة و بين فيها ان ثلاثة ارباعه للمتفقهة و ربعة يصرف الى من يقوم بكنس المقبرة و فتح بابها و اغلاقه و الى من يقرأ عند القبر و قضى القاضى بصحة وقفه و جعل آخره للفقراء يحل لمن يقرأ عند قبره هذا المرسوم و لمن يكنسه و قال بعضهم ان كان القارئ معينا يجوز و الا فلا ☆

"কুনইয়াতে আছে, যে ব্যক্তি একটী মাদ্রাছা ও তথায় নিজের গোর প্রস্তুত করিল এবং উহার জন্য একটী জমি অক্‌ফ করিয়া দিল এবং উহাতে উল্লেখ করিল যে, উহার তিন চতুর্থাংশ ফকিহগণের জন্য এবং এক চতুর্থাংশ যে ব্যক্তি গোরস্তান পরিষ্কার করিতে উহার দ্বার খুলিতে ও বন্ধ করিতে নিয়োজিত থাকে এবং যে ব্যক্তি তাহার গোরের নিকট

কোর-আণ পড়িতে থাকে, তদুভয়ের জন্য ব্যয় করা হইবে। আর কাজি তাহার অক্ফ ছহিহ্ হওয়ার আদেশ করেন এবং উহার শেষাংশ দরিদ্রদিগের জন্য স্থির করেন, তবে যে ব্যক্তি তাহার গোরের নিকট কোর-আণ পড়ে, আর যে ব্যক্তি উক্ত গোর পরিষ্কার করে, এতদুভয়ের জন্য এই বেতন গ্রহণ করা হালাল হইবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, যদি কারী নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে জায়েজ হইবে, নচেৎ, না।

আরও ১৮০।১৮১ পৃষ্ঠা;—

কুনইয়ার রেওয়াতের এইরূপ জওয়াব দেওয়া হইবে যে, ইহাতে অক্ফের ব্যয় স্থল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যেরূপ আমি শরহে-তরিকা হইতে প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি, আর ইহাতে কোন দোষ নাই। কেননা ইহাতে ছওয়াব বিক্রয় করার কথা এবং উহার ছওয়াব অক্ফ কারির রুহে পৌঁছাইবার কথা নাই। যেরূপ আমাদের জামানায় অছিএতে হইয়া থাকে। ইহা যেরূপ বলা হইল যে, আলেম ও দরিদ্রদিগকে দনা করা হইবে। কোরআন পাঠের ছওয়াবের বিনিময় দেওয়া নিষিদ্ধ। মূল কথা, অছিএতকারির উদ্দেশ্য অর্থের পরিবর্ত্তে কোরআন পাঠের ছওয়াব দেওয়া, ইহাতে ছওয়াব বিক্রয় করা হইল। এইহেতু অছিএত বাতিল হইল। আর অক্ফকারির উদ্দেশ্য হয় 'কারী'কে অর্থ ছদকা দিয়া তাহার কোরআন পাঠে সহায়তা করা যেন অক্ফকারির উক্ত সৎকার্য্যের অবলম্বন স্বরূপ হয়। আর এই উদ্দেশ্য থাকে না যে, অর্থের পরিবর্ত্তে কেরাতের ছওয়াব তাহার হইবে। যদি এইরূপ নিয়ত করে, তবে উহা অছিএতের ন্যায় বাতীল হইবে। ইহাতে কারির জন্য অক্ফ করা ছহিহ্ হওয়া ও তাহার কেরাতের ছওয়াবের জন্য অছিএত করা বাতীল হওয়া ও কুনইয়ার কথা ছহিহ্ হওয়া প্রমাণিত হইল।

তাহরিরোল-মোখতারের ২।৩৪৭ পৃষ্ঠায় আল্লামা-শামীর রদ্দোল-মোহ্তারের প্রতিবাদে লিখিত হইয়াছে;—

فی السندی قلت من تحقق قوله صلی اللّٰه علیه و سلم اقرؤا یٰس علی موتاکم و حمله علی حقیقته دون مجازه و هو المحتضر و کذا قرأته صلی اللّٰه علیه و سلم اول البقرة و خاتمها علی المقبور و الامر بذلک و سوال التثبت للمیت ایضا لم یتوقف فی جواز الا یصاء بنحو ذلک لانا نقیس الا یصاء من المیت علی امره علیه الصلوة و السلام و لا ادری الی الآن فارقا بینهما ☆

"ছিন্দিতে আছে, আমি বলি, যে ব্যক্তি নবি (ছাঃ) এর এই কথাকে বিশ্বাস করে যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা তোমাদের মৃতদের নিকট ছুরা ইয়াছিন পড়, موتاکم আর 'মাওতাকোম' শব্দের 'মাজাজি' অর্থ মরণাপন্ন না লইয়া 'হাকিকি' (প্রকৃত) অর্থ মৃতগণ গ্রহণ করে এবং গোরবাসীর নিকট নবি (ছাঃ) এর ছুরা 'বাকারা'র প্রথম ও শেষাংশ পাঠ করার এবং উহার প্রতি আদেশ করার এবং মৃতের জন্য মোনকের-নকিরের ছওয়ালের জওয়াবে স্থির থাকার দোয়া করার প্রতি বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি তজ্জন্য অছিএত করা জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে দ্বিধা বোধ করিবেনা, কেননা নবি (ছাঃ) এর আদেশ করার প্রতি আমরা মৃতের জন্য অছিএত করার কেয়াছ করিয়া থাকি। আর আমি এখনও হজরতের আদেশ ও মৃতের পক্ষ হইতে অছিএত করার মধ্যে কোন প্রভেদ জানি না।"

এস্থলে আল্লামা শামীর ১৯০ এইরূপ মত প্রকাশ করা উচিত ছিল যে, যদি অছিএতের উদ্দেশ্য এইরূপ হয় যে, এত টাকা কোরআন পাঠের বিনিময় হয়, তবে উহা নাজায়েজ হইবে। আর যদি এই উদ্দেশ্যে অছিএত করা হয় যে, কারি এই কার্য্যের জন্য অন্য পেশা করিতে সুযোগ পায় না, কাজেই তাহার খোরপোষের জন্য তাহাকে দান ও ছদকা করা হইল, অথবা তাহার শারিরীক পরিশ্রমের বেতন দেওয়া হইল, উহার ছওয়াবের বিনিময় নহে, তবে এইরূপ অছিএত জায়েজ হইবে। আল্লামা-শামীর জামানায় ছওয়াবের বিনিময় ধারণা করিলে, সমস্ত জামানার সমস্ত লোক ঐরূপ নিয়ত করিবে, এইরূপ দাবি করা বাতীল।

নিশ্চয় এই স্থলে আল্লামা-শামীর এক দেশদর্শিতা ও পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। যাহারা আল্লামা-শামীকে এমাম ধারণা করিয়া তাঁহার অন্ধ তকলিদ করিতে রাজি, তাহারাই তাঁহার ঐরূপ গোজামিল দেওয়া কথা মান্য করুন, কিন্তু যাহার একটু জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে, সে ব্যক্তি এইরূপ পক্ষপাত মূলক কথা শুনিবে না।

তহরিরোল-মোখতারের ২।২৬৬ পৃষ্ঠায় আল্লামা-শামীর রদ্দোল-মোহতারের প্রতিবাদে কুনইয়ার এবারত উদ্ধৃত করার পরে লিখিত হইয়াছে;—

قال شيخنا و قد اوضحه صاحب البحر فى كتاب الوقف اه ابو السعود فى حواشى مسكين من الاجارة الفاسدة و نقله فى حواشى الاشباه عن التتارخانية و من المعلوم ان الوصية اخت الوقف ☆

"আমার শিক্ষক বলিয়াছেন, বাহরোর-রায়েক প্রণেতা অক্‌ফের অধ্যায়ে উক্ত অক্‌ফ জায়েজ হওয়ার কথা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আবুছউদ 'মিছকিন' এর ফাছেদ এজারার অধ্যায়ের হাশিয়াতে উহা লিখিয়াছেন। তাতারখানিয়া হইতে আশবাহ্ কেতাবের হাশিয়াতে হাশিয়া লেখক উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আর ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, অছিএত অক্‌ফের তুল্য।"

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমামিত হইল যে, তহরিরোল-মোখতার প্রণেতা আল্লামা-শামীর মত রদ করিয়া বলিয়াছেন যে, কারির গোরস্তানে কোরআন পাঠের জন্য যেরূপ টাকা-কড়ি অক্‌ফ করা জায়েজ, সেইরূপ উহা অছিএত করা জায়েজ।

তৎপরে আল্লামা -শামী লিখিয়াছেন যে, ইহা জইফ মতের হেতু বলা হইল, কিন্তু বিশ্বাযোগ্য (অর্থাৎ নাজায়েজ হওয়ার) মতের হেতু এই যে, উহাতে কারির ছওয়াবের বিনিময়ে দেওয়া উদ্দেশ্য থাকে, কাজেই উহা ওজরতের তুল্য বলিয়া বিবেচিত হয়, এইহেতু উহা বাতীল হওয়া ছহিহ বলিয়াছেন।

এক্ষণে আমরা বলি, অক্‌ফের স্থলে ওজরতের তুল্য হইল না, আর অছিএতের স্থলে ওজরতের তুল্য হইল, এইরূপ পক্ষপাত মূলক কথা গ্রহণীয় হইতে পারে কি? অছিএতকারী ওজরতের কথা মুখে আনিল না, তবু উহা ওজরতের তুল্য হইয়া গেল।

নিম্নোক্ত হাদিছের কি উত্তর হইবে?

মেশকাত ৩২৬ পৃষ্ঠা;—

রাছুলে-খোদা (ছাঃ) ছাহাবা আমর বেনেল আছের নিকট একজন লোক দ্বারা এ সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি যেন অস্ত্র ও কাপড় সহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। ইহাতে তিনি হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বলেন, হে আমর, আমি এজন্য তোমার নিকট লোক পাঠাইয়াছি যে, আমি তোমাকে এই অঞ্চলে পাঠাইব, আল্লাহতায়ালা তোমাকে নিরাপদে

লুণ্ঠিত অর্থ সহ ফিরাইয়া আনুন আমি তোমাকে কিছু টাকা-কড়ি প্রদান করিব। হজরত আম্‌র বলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ,, আমি অর্থের জন্য হেজরত করি নাই, আমার হেজরত আল্লাহ ও রাছুলের জন্যই ছিল। ইহাতে নবি (ছাঃ) বলিলেন সৎলোকের জন্য হালাল টাকা-কড়ি ভাল।

এস্থলে ছাহাবা-আমর-বেনেল-আছ জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসিলে, হজরত (ছাঃ) তাঁহাকে টাকা-কড়ি দেওয়ার ওয়াদা করিলেন, ইহা ওজরতের তুল্য হইল না কেন?

যদি না হয়, তবে অমুকে কোরআন পড়িলে, তাহাকে যেন এত টাকা দেওয়া হয়, ইহা কিরূপে মোশাবেহে-ওজরত হইবে? তেলাওয়াতে কোরআন যেরূপ এবাদতে-মকছুদা, জেহাদ সেইরূপ এবাদতে-মকছুদা, জেহাদে দান করার ওয়াদা ওজরত ও মোশাবেহে-ওজরত হইল না, কাজেই কোর-আণ পাঠের জন্য টাকার অছিএত বা অকৃফ হইলে উহা বেতন ও বেতনের তুল্য (শেবহে ওজরত) হইবে কিরূপ ? হজরত নবি (ছাঃ) ও তাঁহার ছাহাবাগণ মদিনা শরিফে কোর-আণ ও হাদিছ প্রচার করিতেন, মদিনাবাসিগণ তাহাদিগকে টাকা-কড়ি প্রদান করিতেন, তাহাদের এত টাকা-কড়ি আদান প্রদান শেবহে ওজরত হইয়াছিল কি না? যদি না হইয়া থাকে, তবে একজন কিছু কোরআন পড়িবে, তাহাকে কিছু দান স্বরূপ দেওয়া অছিএত ওজরত নহে, দাতা উহা বেতন বুঝিল না, গৃহিতা উহা ওজরত না বুঝিয়া দান ও ছদকা বুঝিল ! কাজেই গড়িয়া পিটিয়া উহাকে ওজরতের হুকুম দেওয়া বাতীল কেয়াছ নহে কি?

ইহা হজরত নবি (ছাঃ) ও ছাহাবাগণের কার্য্য কলাপ ও জেহাদে টাকা-কড়ি দানের বিপরীত হুকুম হইল। কাজেই কোর-আণ ও হাদিছের বিপরীত কোন মত আল্লামা শামীর মত হউক, আর যে কোন মহাত্মার মত হউক বাতীল বলিয়া গন্য হইবে।

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ☆

কোর-আণের এই আয়তে সপ্রমাম হয় যে, কেহ উপকার করিলে, তাহার উপকার করা উচিত। একজন লোক লিল্লাহ্ কিছু তেলাওয়াত করিয়া কোন লোকের আত্মার মৃতের রুহে ছওয়াব রেছানি করিয়া, এই উপকারের বিনিময়ে মৃতের ওয়ারেছ 'কারী'কে কিছু দান করিল, ইহা বেতন ও বেতন তুল্য হইল কিরূপে? ইহাত গেল প্রাচীন বিদ্বানগণের মতানুযায়ী জওয়াব, কিন্তু অধিকাংশ মোতায়াক্কেরিণ বিদ্বানের ফৎওয়াতে এইরূপ অছিএত এবং উহাতে দান করা জায়েজ তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি।

বরকুবি যে ইকাজোন্নায়েমিনে লিখিয়াছেন যে, নামাজ রোজা, কোরআন পাঠে, কলেমা, তছবিহ, তকবির ও দরুদ পাঠের ন্যায় খাঁটী এবাদতে বদানি অর্থ গ্রহণের ধারণা শুরু করা ও অর্থ দান কারি যাহার রুহে অর্থ গ্রহণের ধারণা শুরু করা ও অর্থ দান কারি যাহার রুহে উক্ত এবাদতের ছওয়াব পৌছাইবার উদ্দেশ্যে অর্থ দান করে, তাহার জন্য উহার ছওয়াব পৌছাইয়া দেওয়া ইছলামি কোন মজছাবে ও আছমানি কোন দীনে জায়েজ নহে এবং অর্থ গ্রহণ ও ছওয়াব পৌছান উভয়ের পূর্ণ উদ্দেশ্য হউক, কিম্বা মহৎ উদ্দেশ্য হউক, উহাতে আদৌ কোন ছওয়াব লাভ হইবে না। এই ব্যাপারের আকলি ও নকলি দলিল এত অধিক যে সংখ্যা করা যায় না।

আমাদের উত্তর।

তফছির একলিল, ৫।২১ পৃষ্ঠা;—

كذلک الف رسالة الشيخ صالح الدسوقى سما ها

كشف الغمة رادا فيها على البركوى و رسالة المنقح و

اتى بنقول عن المذاهب الاربعة فى صحة الاستيجار على

التلاوة و هكذا افتى با لجواز مفتى مكة المكرمة مو لنٰا

عبد الرحمن سراج و مفتى مدينة المنورة مولانا محمد

تاج الدين الياس رحمة اللّٰه عليهما ☆

"এইরূপ শেখ ছালেহ্ দাছুকি একখানা কেতাব রচনা করিয়াছেন, উহাকে কাশফোল-গোম্মা নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি উহাতে বারকুবির এবং এবনো-আবেদীন শামীর কেতাবের মত রদ করিয়া দিয়াছেন এবং তেলাওয়াতে-কোরআনের ওজরত ধার্য্য করা জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে চারি মজহাবের বহু রেওয়াএত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ মক্কা শরিফের মুফতি মাওলানা আবদুর রহমান ছেরাজ ও মদিনা মোনাওয়ারার মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ তাজউদ্দিন ইলইয়াছ (রঃ) উহা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন।"

মুফতিয়ে-দেমাশক মাওলানা মাহমুদ আফেন্দি হামজাবি চল্লিশটি কেতাব হইতে উহা জায়েজ হওয়ার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে বরকুবি ছাহেবের দাবী রদ হইয়া গেল।

তিনি ৪০ দলীলে শেফায়োল-আলিলের ১৬৯ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন;—

তাতারখানিয়াতে আছে, আল্লাহর এবাদতে বেতন গ্রহণ জায়েজ নহে।

আমাদের উত্তর;—

ইহাতে তা'লিমে-কোরআন, আজান, একামত, এমামত তা'লিমে ফেকাহ হাদিছ ও তফছির, নহো-ছরফ নাজায়েজ হওয়া প্রতিপন্ন হয়। স্থান ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিলে, কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি এবাদত থাকেন, বরং মোবাহ কার্য্যে পরিণত হয়, কাজেই উহার বেতন জায়েজ হওয়া ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

তিনি ৪১ দলীলে শেফায়োল-আলিলের ১৮০ পৃষ্ঠা হইতে লিখিয়াছেন;—

"তবইনোল-মাহারেমে আছে, আমাদের জামানায় যে কোরআনের কিছু অংশ পড়িয়া ওজরত লওয়া হয়, ইহা জায়েজ নহে কেননা এস্থলে কোরআন পড়িতে ও আদেশদাতাকে ছওয়াব দিতে আদেশ দেওয়া হয়, এস্থলে অর্থের জন্য কোরআন পড়া হইল। যখন নিয়ত ছহিহ না হওয়ার জন্য কারির ছওয়াব হইল না, তখন কোথা হইতে বেতন দাতার ছওয়াব পৌঁছিবে। আর যদি বেতন না দেওয়া হয়, তবে এই জামানায় কেহ কাহারও জন্য কোরআন পড়িবে না, বরং তাহারা কোরআন শরিফকে দুনইয়া লাভের ও উপার্জনের অবলম্বন করিয়া লইয়াছে।"

আমাদের উত্তর।

কারি কিছু পথ অতিক্রম করতঃ নির্দ্দিষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিয়া কোরআন তেলাওয়াত, অথবা গোর জিয়ারত করিবে, কিম্বা তছবিহ তহলিল পড়িবে, ইহাতে তাহার যেরূপ শারীরিক পরিশ্রম হয়, তাহাতে তাহার কোন ব্যবসায় করার সুযোগ থাকে না, কাজেই সে বিনা বেতনে উহার ছওয়াব রেছানি করিবে, আর উক্ত শারীরিক শ্রমের বেতন লইবে, দাতা ইহাতে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দেওয়ার নিয়ত করিবে। ইহা প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মতেও জায়েজ হইবে।

আর তবইনোল-মাহারেম লেখকের ন্যায় শত শত মোতায়াক্কেরিণ আলেম কোরআন তেলাওয়াতের ওজরত জায়েজ বলিয়াছেন, এইমত ধরিতে কোন আপত্তির কারণ নাই।

তিনি ৪৮ দলীলে তনকিহ কেতাবের ২।১২৭ পৃষ্ঠা হইতে লিখিয়াছেন;—

এখতিয়ার ও মাজমা কেতাবে আছে, কোরআন পড়িয়া কিছু লওয়া জায়েজ নহে, কেননা উহা ওজরতের মোশাবেহ হয়।

আমাদের উত্তর ;—

আমি ৩৯।৪৭।৪৯ দলীলের প্রতিবাদে লিখিয়াছি, কারিকে কিছু দিলে ওজরতের মোশাবেহ্ হয় না, আর ৪১ দলীলের প্রতিবাদে লিখিয়াছি যে, উহা প্রাচীন ও পরবর্ত্তী সমস্ত আলেমের মতে জায়েজ হইতে পারে।

তিনি ৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬ দলীলে রদ্দোল-মোহতার, ৫ম খণ্ড, তনকিহ কেতাবের ২।১২৭ পৃষ্ঠা ও শেফায়োল-আলিলের ১৬৮ পৃষ্ঠা হইতে তাতারখানিয়া, তবইনোল-হাকায়েকে-জয়লয়ি ও খয়রিয়ার বরাত দিয়া লিখিয়াছেন, কোরআন তা'লিম দিয়া বেতন গ্রহণ নাজায়েজ হইলে, কোরআন উঠিয়া যাইবে, এই জরুরতের জন্য মাশায়েখে-বালাখ, উহা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন। কাঞ্জ, হেদায়া ও মাওয়াহেবোর রহমান, আরও অনেক কেতাবে কেবল কোরআন তা'লিম দেওয়ার কথা আছে।

আমাদের উত্তর;—

আল্লামা-শামীর শেফায়োল আলিলের ১৫৮—১৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বালাখি মাশায়েখ কেবল কোরআন তা'লিমের ওজরত জায়েজ বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আজান, এমামত, ওয়াজ, তা'লিমে ফেকাহের ওজরত গ্রহণ জায়েজ নহে। হেদায়া কাঞ্জ ও মাওয়াহেব প্রণেতা এই মত সমর্থন করিয়াছেন। কাজিখান ও এমাম ছারাখছি বলিয়াছেন, ফকিহগণ এজমা করিয়াছেন যে, ফেকহ তা'লিম দিয়া বেতন গ্রহণ নাজায়েজ। এমাম মোহাম্মদ বেনে ফজল বলেন, এমামত ও আজানের ওজরত জায়েজ নহে। জয়ললির কথায় বুঝা যায় যে, বালাখের মাশায়েখ তা'লিমে কোরআন ব্যতীত অন্য কোন এবাদতের ওজরত জায়েজ বলেন নাই।

এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন এই যে, আল্লামা-শামী 'শেফায়োল-আলিলে' এই মত সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি রদ্দোল মোহতারে ইহার বিপরীত তা'লিমে ফেকহ, এমামত, আজান, একামত ও ওয়াজের ওজরত জায়েজ স্থির করিয়াছেন। মোখতাছার বেকায়া, এছলাহ, মাজমা, মোলতাকা ও

দোরারোঁল-বেহার প্রণেতাগণ কি ছাহেবে-তরজিহ ফকিহ ছিলেন যে, তাঁহাদের কথাতে উক্ত বিষয়গুলি জায়েজ হইবে?

যদি তাহাদের কথাতে উক্ত বিষয়গুলি জায়েজ হয়, তবে চল্লিশ জন বড় বড় গ্রন্থকার ও শত শত মোতায়াক্ষেরিণ আলেমের ফৎওয়া মতে কোরআন তেলাওয়াত করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।

তহরিরোল-মোকতারের ২।৩৪৭ পৃষ্ঠায় আল্লামা-শামীর রদ্দোল-মোহতারে লিখিত জরুরত অজুহাতের প্রতিবাদে লিখিত আছে।

و ليست الضرورة فى تعلم كل الفقه و كل القران لكل شخص فلما اجاز ان يقول انا لا نسلم جواز ذلك للضرورة بل هو مطلق وقد اقر اهل السنة و الجماعة بوصول ثواب القرأة و الصدقة للميت ممن اهدى اليه فربما كان الميت مضطرا الى ما يهدى له من الطاعات و الوارث او الوصى لا يمكنه القرأة بنفسه فعند ذلك تحقق الضرورة فى جانب المستاجر و فى جانب الميت☆

" ছিন্দি বলিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ ফেক্‌হ ও সম্পূর্ণ কোরআন শিক্ষা করার জরুরত নাই, কাজেই যে ব্যক্তি কেরাতের অছিএত জায়েজ রাখেন, সে ব্যক্তি বলিতে পারেন, আমরা জরুরতের জন্য জায়েজ

হওয়ার অজুহাত স্বীকার করি না, বরং উহা জরুরত ও গর জরুরত প্রত্যেক অবস্থাতে জায়েজ। ছুন্নত অল-জামায়াত সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন যে, কোরআন পাঠে ও ছদকার ছওয়াব মৃতের রুহে উক্ত ব্যক্তির পক্ষ হইতে পৌঁছিয়া থাকে যে উহা তাঁহার রুহে পৌছাইয়া দিয়া থাকে। অনেক সময় মৃত তাহার রুহে এবাদত কার্য্যগুলির ছওয়াব পৌছাইয়া দিবার জন্য বিব্রত হইয়া থাকে। আর ওয়ারেছ কিম্বা অছি নিজে কোরআন পড়িতে সক্ষম হয় না। সেই সময় ইজারা গ্রহণ কারি ও মৃতের পক্ষে জরুরত (প্রয়োজন) সাব্যস্ত হইল।"

তিনি ৫০।৫১ দলীলে রদ্দোল-মোহতারের ৫।৩৯।৪০ পৃষ্ঠা হইতে লিখিয়াছেন, আল্লামা-এবনো-আবেদীন শামী লিখিয়াছেন, আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহাই সত্য, ইহার বিপরীত মত মজহাব হইতে খারিজ, বালাখিগণ যাহা ফৎওয়া দিয়াছেন ও আমাদের এমামগণ মতন, শরহ, ও ফাতাওয়াতে যাহা এজমাভাবে লিখিয়াছেন, তাহা তুমি অবগত হইলে। কলহ প্রিয় ও বোজর্গদিগের কথা বুঝিতে পারে না। এইরূপ জাহেল ব্যক্তি ব্যতীত কেহ উহা অস্বীকার করিতে পারে না। আমাদের জামানার লোকেরা খতম ও তহলিল পড়ার অছিএত করার যে নিয়ম করিয়াছেন, উহার বাতীল হওয়া প্রকাশিত হইল, আরও উহাতে অনেক দুষিত বিষয় আছে যাহা জ্ঞানানান্ধ ব্যতীত কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

আমাদের উত্তর;—

আল্লামা-শামী শেফায়োল-আলিলে বলেন, কেবল তা'লিমে কোরআনের ওজরত জায়েজ হওয়াই সঙ্গত মত, আবার রদ্দোল-মোহতার ও তনকিহ কেতাবে বলেন, আরও অনেক গুলি বিষয়ের ওজরত জায়েজ, ইহার কোনটি সত্য মত? বালাখিগণ ও এমামগণ এজমা ভাবে কেবল তা'লিমে-কোরআনের ওজরত জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ করিয়াছেন, ইহা শেফায়োল-আলিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, কিন্তু

তিনি রদ্দোল-মোহ্তারে ও তনকিহে-ফাতাওয়ায় হামিদিয়াতে উক্ত বিষয়গুলি এজমায়ি মছলার ন্যায় প্রকাশ করিয়া সত্যের অপলাপ করিলেন কি না? তিনি যে অক্ফের মছলায় কারিকে টাকা-কড়ি দেওয়া যে শর্ত্তে দেওয়া জায়েজ বলিয়াছেন অছিএতের মছলায় সেই শর্ত্তে উহা জায়েজ না বলিয়া পক্ষপাত মূলক কার্য্য করিয়াছেন কি না? তিনি নিজে লিখিয়াছেন, যে মছলাতে মতভেদ হয়, উহাতে অধিকাংশ আলেমের মতের উপর ফৎওয়া দিতে হইবে, কোরআন তেলাওয়াতের ওজরত গ্রহণ অধিকাংশ মোতায়াক্কেরিণ আলেম জায়েজ বলিয়াছেন, কেবল আল্লামা-শামী, রামালি প্রভৃতি কতিপয় আলেম উহা নাজায়েজ বলেন, কাজেই তিনি নিজের স্বীকারোক্তির বিরুদ্ধে অধিকাংশ আলেমের বিরুদ্ধে নাজায়েজ বলিয়া নিজের দাবি অনুসারে অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন কি না? তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, কোন মছলাতে ভিন্ন ভিন্ন মত হইলে, কোনটা ছহিহ বলিয়া ও কোনটা মোফতাবিহি বলিয়া উল্লিখিত হইলে, যে মতটি মোফতাবিহি বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাহাই একমাত্র ফৎওয়া গ্রাহ্য হইবে। কারির গোরস্থানে কোরআন পড়ার ও তাহাকে কিছু দেওয়ার অছিএত করা নাজায়েজ হওয়ার মত ছহিহ বলিয়া কেবল তাতারখানিয়াতে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা জায়েজ হওয়া যে মোফতাবিহি মত, উহা চল্লিশখানা কেতাবে লিখিত আছে, কাজেই আল্লামা শামীর নিজের দাবির বিপরীতে একমাত্র গ্রহণীয় মোফ্তাবিহি মত ত্যাগ করতঃ ছহিহ কথিত মতটী -আকড়াইয়া ধরিয়া থাকা তাঁহার অন্যায় হইয়াছে কি না?

তিনি শেফায়োল-আলিলের ১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

قال السرخسی و اجمعوا علی ان الاجارة علی تعلیم الفقه باطلة و نقل الشرنبلالی عن قاضیخان مثله ☆

ছারাখছি বলিয়াছেন, ফেকহ শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করা বাতীল,

বিদ্বানগণ ইহার উপর এজমা করিয়াছেন। শারাম্বালালি কাজিখান হইতে ঐরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

তৎপরে তিনি উহার ১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যদি তুমি বল, মাজমা ইত্যাদিতে ফেকহ তা'লিম দিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ বলা হইয়াছে। তবে আমি বলি; ছারাখছি মাজমা প্রণেতার পূর্ব্বকার জামানার আলেম ছিলেন, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহার পূর্ব্বকার আলেমগণের এজমা উদ্ধৃত করিয়াছেন, আর যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, তাহার পূর্ব্বকার কেহ উহা জায়েজ বলিয়া থাকেন, তবে তাহার কথাই অগ্রাহ্য। মূল কথা, এমাম ছারাখছি বলখের মুফতিগণের কথা হইতে বুঝিয়াছেন যে, তাঁহারা ফেকহ তা'লিম দিয়া বেতন গ্রহণ নাজায়েজ স্থির করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার এজমার দাবি ছহিহ।

আরও তিনি উহার ১৫৮-১৬০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

মোহাম্মদ বেনে-ফজল বলিয়াছেন, আমরা কোরআন শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ বলিয়াছি, কিন্তু আজান ও এমামতের বেতন জায়েজ নহে। ফাতাওয়ায় জহিরিয়াতে এইমত দৃঢ়রূপে সমর্থন করা হইয়াছে। খোলাছা কেতাবে বলা হইয়াছে, এমামও মোয়াজ্জেনের পক্ষে বেতন গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

হেদায়া, মাওয়াহেব প্রভৃতি (কাঞ্জ ও অন্যান্য কেতাবে) এই মত প্রবল প্রতিপন্ন করে, যেহেতু তাঁহাদের এবারতে বুঝা যায়, কেবল তা'লিমে-কোরআনের ওজরত জায়েজ, অবশিষ্টগুলির ওজরত নাজায়েজ।

তৎপরে লিখিয়াছেন, যাহারা ফেকহ তা'লিম এমামত ও আজানের ওজরত জায়েজ বলিয়াছেন, তাহারা ছহিহ মতের বিপরীত বুঝিয়া কিম্বা বালাখিদের মতের উপর কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন।

আরও তিনি উহার ১৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

প্রাচীন এমামগণ যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, যদি কেহ এজতেহাদের অনুপযুক্ত হইয়া জরুরতের জন্য সঙ্গত কারণ থাকিলেও কোন বিষয় উহার

সহিত কেয়াছ করিতে চাহে, তবে আমরা নিষেধ করি, কেননা এবনো-নজিম কোন কেতাবে লিখিয়াছেন, চারি শত বৎসরের পরে কেয়াছের দ্বাররুদ্ধ হইয়াগিয়াছে, কাজেই ইহার পরে কাহারও কেয়াছ করা জায়েজ নহে।

এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন;—

তিনি রদ্দোল-মোহ্তারের ৫।৩৮ পৃষ্ঠায় উক্ত এজমায়ি ও প্রবল মতের বিরুদ্ধ ফেকহ, তা'লিম, এমামত আজান, একামত ও ওয়াজের ওজরত গ্রহণ জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন কিনা?

তিনি তনকিহে-ফাতাওয়ায় হামিদিয়ার ১।১২৬ পৃষ্ঠায় ও ওকুদো-রাছমেল-মুফতির ১৪ পৃষ্ঠায় আজান ও একামতের ওজরত জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়া ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন কি?

তিনি 'তনকিহ' কেতাবের ২।১২৮ পষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

لو ثبت نصان احد هما مبيح و الاخر محرم يرجح المحرم

"যদি দুইটি দলীলের এক দলীলের মোবাহ্ ও অন্য দলীলে হারাম হওয়া সাব্যস্ত করিয়া দেয়, তবে হারাম হওয়ার মত প্রবল করা হইবে।"

তাঁহার লিখিত এই নিয়ম অনুসারে আজান, এমামত, ফেক্হ হাদিছ, তফছির, নহো, ছরফ তা'লিম এবং ওয়াজের ওজরত হারাম হইবে না কেন?

তিনি ত লিখিয়াছেন ৪০০ বৎসরের পরে কাহারও কেয়াছ করার শক্তি নাই, কেহ কেয়াছ করিলেও উহা গ্রহণীয় হইতে পারে না। আবার তিনি মোখতাছার বেকায়া, এছলাহ, মাজমা, মোলতাকা ও দোরারোল-বেহার প্রণেতা মোকাল্লেদগণের কেয়াছ মানিয়া লইয়া উক্ত বিষয়গুলির ওজরত জায়েজ বলিলেন কেন? ইহা তাহার ন্যায় কার্য্য হইয়াছে কি? ইহা জানিয়া রাখা উচিত, শেষ জামানার ফকিহগণের মতে উল্লিখিত সমস্ত

বিষয়ের বেতন গ্রহণ করা জায়েজ, আরও ৪০ জন তাঁহার সমশ্রেণী কিম্বা পূর্ব্ববর্ত্তী ফকিহগণ উহা জায়েজ বলিয়াছেন, তাঁহারা কি অযথা কলহকারী, কিম্বা নিরক্ষর অযথা জ্ঞানান্ধ ছিলেন? এত বড় বড় ফকিহগণকে আমরা ত্যাগ করত, কেবল আল্লামা শামীর মত গ্রহণ করিতে বাধ্য নাহি।

তিনি ৫৩।৫৪ দলীলে মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহির ফাতাওয়ায় -রাশিদিয়া হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, গোরে কোরআন পড়াইয়া লওয়া, যদি আল্লাহতায়ালার জন্য হয় এবং উভয়ের ওজরতের ধারণা না হয়, তবে জায়েজ। দেশ প্রথা অনুসারে যাহা দেওয়া হয়, উহা ওজরতের হুকুমে হইবে, কারি এবং মৃত এইরূপ পড়ার ছওয়াব পাইয়া থাকে না। যদি হাফেজের অন্তরে কিছু লওয়াই ধারণা না থাকে এবং কেহ কিছু দেয়, তবে উহা জায়েজ। আর যাহা দেশ প্রথাও প্রচলিত নিয়ম অনুসারে দিয়া থাকেন এবং হাফেজ মুখে কিছু না বলিলেও কিছু লওয়ার ধারণা করিয়া থাকে, ইহা জায়েজ নহে।

আমাদের উত্তর;—

কারি ও হাফেজ একস্থানে কয়েক দিবস কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট করার পরিবর্ত্তে কিছু লইলে, নাজায়েজ হইবে কেন?

দ্বিতীয় মাওলানা গাঙ্গুহি ছাহেব প্রাচিনদিগের মতানুসারে উহা বলিয়াছেন, কিন্তু মোতায়াক্কেরিণ আলেমদিগের মতে উহা জায়েজ।

এইরূপ তিনি যে ৫৫ দলীলে মাওলানা ইছহাক ছাহেবের ফৎওয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারও উক্ত প্রকার জাওয়াব হইবে।

চট্টগ্রামি মাওলানা মবছুতের রেওয়াএতটি বাতীল প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন, মবছুতে আছে, এক ব্যক্তি একজন কারিকে বলিল, তুমি আমার জন্য, কিম্বা আমার পিতার জন্য, অথবা আমার মাতার জন্য একখতম কোরআন পড়িয়া দাও। সে ব্যক্তি ইহার কোন বেতন নির্দ্দিষ্ট করে নাই, তৎপরে সে ব্যক্তি উহা খতম করে। এক্ষেত্রে আদেশ দাতার পক্ষে 'কারিকে' ওজরতে-মেছেল অর্থাৎ ৪০ দেহরম দেওয়া ওয়াজেব।

যদি ইহা মবছুতে না থাকিত, তবে আল্লামা তাহতাবি বাহারোর-রায়েক প্রণেতা এবনো-নজিম, এবরাহিম ছায়েহানি, শেখ এছকাতি, আবুছউদ মিসরি, ছোর্রাতোল ফাতাওয়া-লেখক ফাওয়াকেহে-তুরিয়া লেখক, শারাম্বালালী, আল্লামা মোকাদ্দাছি হামেদ আফেন্দী, আবু মছউদ এমাদী, আবদুর রহিম আফেন্দী মোহাক্কেক কামালবাশা, এবনো-কামালবাশা, বাহ্জাতোল-ফাতাওয়া লেখক প্রভৃতি উহা নিজ নিজ কেতাবে উদ্ধৃত করিতেন না? আল্লামা-শামী উহা যে মবছুতে নাই জোর করিতে এইরূপ দাবি করিতে পারেন নাই, কাজেই চট্টগ্রামি মাওলানা কিরূপে দাবি করিলেন যে, উহা মবছুতে থাকার দাবি মিথ্যা। আমরা এত বড় বড় বিদ্বানের কথা ত্যাগ করতঃ চট্টগ্রামি মাওলানার তকলিদ করা জায়েজ মনে করি না। এতৎসম্বন্ধে যে ছাহাবাগণের হজরত এবনো-মছউদ, আনাছ প্রভৃতি রেওয়াএত উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও আল্লামা-শামী জোর কণ্ঠে জাল বলিয়া দাবি করিতে পারেন নাই, তিনি ত লিখিয়াছেন।

و كون نص الحديث واردا بذلك و الله اعلم

بثبوته ايضا اذ لو ثبت لما ساغ لهؤلاء الاعلام مخالفته ٥

"এতৎসম্বন্ধে যে স্পষ্ট হাদিছ আসিয়াছে, উহা সপ্রমাণ হওয়া সম্বন্ধে আল্লাহ সমাধিক জ্ঞাত আছেন, কেননা যদি উহা সপ্রমাণ হইত, তবে এত বড় বড় আলেমগণের উহার বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েজ হইত না।"

আমাদের উত্তর;—

এমাম মোহাম্মদ যখন মবছুতে উহা রেওয়াএত করিয়াছেন, তখন নিশ্চয় উহা সপ্রমাণ হইয়াছে, অবশ্য প্রাচীনগণ উভয় প্রকার রেওয়াএত করিয়াছেন, এক রেওয়াএতে কোন এবাদতে ওজরত জায়েজ নহে। দ্বিতীয়

রেওয়াএতে উহা জায়েজ এই হেতু আবুনছর, এছাম, নছির, আবুল্লায়েছ প্রভৃতি প্রাচীন হানাফী ফকিহগণ উহা জায়েজ বলিয়াছেন । ইহা মবছুতের রেওয়াএতের সত্যতা প্রমাণ করে। যদি মবছুত উল্লিখিত ছাহাবাগণের রেওয়াএত ছহিহ প্রমাণিত নাও হয়, তবু উহা যে এমাম মোহাম্মদের মবছুতের ফেকাহ রেওয়াএত, ইহা হানাফীদের পক্ষে গ্রহণীয় বিষয়। তৎপরে শামী প্রণেতা লিখিয়াছেন, হেদায়া প্রণেতা যে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, উহা এই রেওয়াএতের শিক্ষা দিয়া ওজরত গ্রহণ সম্বন্ধে উত্তীর্ণ হইয়াছে কোরআন তেলাওয়াত সম্বন্ধে উত্তীর্ণ হয় নাই, কাজেই উভয় রেওয়াএতের মধ্যে বৈষম্য ভাব নাই এবং একটী হালাল ও অপরটী হারাম হওয়ার কায়েদা এই স্থলে প্রযোজ্য হইবেনা।

তৎপরে চট্টগ্রামি মাওলানা উক্ত পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, জইফ রেওয়াএত শত জন কর্ত্তৃক বর্ণিত হইলেও উহা গ্রহণীয় হইতে পারে না!

এস্থলে মাওলানাকে জিজ্ঞাসা করি, জইফ রেওয়াএত বহু ছনদে উল্লিখিত হইলে, উহা হাছান-লেগায়রিহি ও আমলের যোগ্য হইয়া থাকে, ইহা মাওলানা ছাহেব কি জানেন না?

অসংখ্য ফকিহ যে রেওয়াএতটী বর্ণনা করিয়াছেন, উহা জইফ হইবে, আর দুই একজন যাহা রেওয়াএত করেন, উহা ছহিহ হইবে, এইরূপ জ্ঞানের বিপরীত কথা চট্টগ্রামি মাওলানার পক্ষে শোচনীয় হইলেও দুনইয়ার বিবেক সম্পন্ন আলেমগণ উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। নিজে আল্লামা-শামী, 'রদ্দোল-মোহতারে'র খোৎবাতে লিখিয়াছেন;—

تعدد النقل موجب لزيادة الثقة ٥

ইহাতে বুঝা যায় যে, বহু ফকিহ বহু কেতবে কোন রেওয়াএত লিখিলে, সমধিক বিশ্বাস যোগ্য হইয়া থাকে।

তৎরূপে চট্টগ্রামি মাওলানা উক্ত পুস্তকের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,

ফাতাওয়ায়-রফয়োল গেশাওয়া ও ফাতাওয়ায় মাহদীয়াতে যে লিখিত আছে যে, শামী ও রমলির কথা প্রাচীনদিগের মত অনুযায়ী কথিত হইয়াছে, ইহা কোন কেতাবের কথা নহে।

তদুত্তরে আমরা বলি, আল্লামা শামী যে শ্রেণীর আলেম, আল্লামা হামজাবি ও ফাতাওয়ায় মাহদীয়া প্রণেতা সেই শ্রেণীর আলেম, ইহারা উভয়ে বড় মুফতি ছিলেন, আল্লামা-শামী রদ্দোল-মোহতারে সহস্র সহস্র স্থলে বিবিধ প্রকার রেওয়াএত উল্লেখ করতঃ ঐরূপ 'তৎবিক' দিয়াছেন (সমতা স্থাপন করিয়াছেন)। তিনিত অধিকাংশ স্থলে এইরূপ 'তৎবিক' সম্বন্ধে কোন কেতাবের বরাত দেন নাই, ইহা চট্টগ্রামি মাওলানা মান্য করিয়া থাকেন কি? যদি মান্য করিয়া থাকেন, তবে আমাদের জন্য উল্লিখিত মুফতিদ্বয়ের সমতা সংক্রান্ত মত গ্রহণীয় হইবে।

তৎপরে তিনি উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

রফয়োল-গেশাওয়া কেতাবে সপ্তম তাবাকার কতকগুলি কেতাবের রেওয়াএত উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাদের প্রণেতাগণ কেবল বর্ণনাকারী ও মোকাল্লেদ ছিলেন, তাহাদের তকলিদ করা জায়েজ নহে।

আমরা বলি, তাহা হইলে আল্লামা শামী ও রামালির কথা তকলীদের যোগ্য নহে।

আবশ্যক হইলে, বারান্তরে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

সমাপ্ত